বিহান

প্রাক্ প্রাথমিক পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি

পরিকল্পনা ও নির্মাণ : বিশেষজ্ঞ কমিটি। বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর।

বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, পঞ্চম তল

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২

কলকাতা - ৭০০ ০৯১

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর, ২০১২

দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর,২০১৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এ বছরই (২০১৩) প্রথম প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণি চালু হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ অনুযায়ী এই শ্রেণির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি হিসাবে 'বিহান' গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে শিক্ষক/শিক্ষিকাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার নির্দেশে গঠিত বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ সম্ভার প্রণয়নে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি-২০১১ এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিখন সহায়ক এই গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

'বিহান' গ্রন্থটির যথাযথ ব্যবহার প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিখনে আনন্দ ও কর্মভিত্তিক শিখন সুনিশ্চিত করবে, এটাই প্রত্যাশিত।

এই শিখন সহায়ক গ্রন্থটির সামগ্রিক বিন্যাস ও উৎকর্ষসাধনে সকলের গঠনমূলক পরামর্শ কামনা করি।

ডিসেম্বর ২০১৩

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন

ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২

বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

মানিক ভট্টাচার্য

সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

ভূমিকা

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ প্রাক্ প্রাথমিক পাঠক্রম শুরু করতে চলেছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণিতে পাঁচ বছর থেকে ছয় বছর বয়স পূরণ করেনি এমন শিশুরা ভর্তি হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি এবং সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে এই শ্রেণি চালু করা হবে।

প্রাক্প্রাথমিক শ্রেণির অর্থাৎ পাঁচ বছর থেকে ছয় বছরের শিশুদের শিক্ষাকে বলা যেতে পারে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম সোপান। তার পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচি (Curriculum & Syllabus) তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় ঐ বয়সি শিশুর অগাধ সম্ভাবনা ও নির্দিষ্ট সামর্থ্যের দিকে লক্ষ রেখে। 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'র সদস্য-সদস্যাবৃন্দ এই পাঠ্যক্রম এই পাঠ্যসূচি নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কাজ করেছেন। পেয়েছেন ইউনিসেফ-এর সহায়তাও। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম আর পাঠ্যসূচিও আমরা খতিয়ে দেখেছি। আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞবৃন্দের দিক্‌নির্দেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োগপদ্ধতির সমন্বয়ে এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অতি অল্প সময়ে প্রস্তুত করতে আমরা সমর্থ হয়েছি।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শুরু শিশুর বিশেষ এক বয়সে (এক্ষেত্রে পাঁচ বছর) আবার তার সমাপ্তি ছয় বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে। ফলে একদিকে যেমন নজর রাখা হয়েছে শিশুর বয়সভিত্তিক বিকাশ এবং সামর্থ্যের ওপর, তার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ কমিটি নির্মিত প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক 'আমার বই'-এর সূচনাবিন্দুতে যাতে এই নতুন শিক্ষার্থীরা পৌঁছে যেতে পারে, সেদিকেও আমরা যত্নশীল হয়েছি।

প্রাক্ প্রাথমিক অবশ্য কোনো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নয়। বিশেষজ্ঞ কমিটি যে সর্বাধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এ রাজ্যে নতুন পরিকল্পনায় প্রয়োগ করতে চেয়েছে তারই সম্প্রসারণ লক্ষ করা যাবে প্রাক্ প্রাথমিকেও। এই স্তরেও আমরা সক্রিয়তাভিত্তিক (Activity based learning) অভিমুখ নির্ধারণ করতে চেয়েছি। তার সঙ্গে ব্যবহারিকতা, সৃষ্টিশীলতা আর অভিব্যক্তিকে সমন্বিত করা হয়েছে। ভাষা বা গণিত শিখনের পদ্ধতি প্রকরণে ব্যবহৃত হয়েছে অঙ্কন, নাট্যাভিনয়, সংগীত, নৃত্য, ক্রীড়া বা হাতের কাজ। সঙ্গে থাকছে প্রকৃতিবোধ আর প্রকৃতিপাঠ। শিশুর সামগ্রিক বিকাশে, পূর্ণ ব্যক্তিমানুষ তথা সমাজসদস্য হিসেবে পরিণতিতে এই পাঠক্রম যাতে কার্যকর হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তিকে আমরা পাথেয় হিসেবে বরণ করে নিয়েছি— 'বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার সামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু উপকরণ যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাসিত করার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ-স্বাস্থ্য সুবিধা-বিলাসের কর্তব্যে ছাত্রেরা যাতে আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা। ...' (আশ্রমের শিক্ষা) সেকারণে প্রাক্ প্রাথমিকস্তরে নানা ধরনের শিখন উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলি নমুনামাত্র। এদের বহুলাংশে বিচিত্রপথে বিকশিত করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। রবীন্দ্রনাথ 'আবরণ' প্রবন্ধে বলেছিলেন, আক্ষেপের সুরে, 'জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।' তাঁর নিদান ছিল, 'প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মানবশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল।' এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি উপকরণের বাক্স আমরা তৈরি করে পাঠাচ্ছি। সঙ্গে পাঠানো হলো একটি শিখন পরামর্শ পুস্তিকা।

অভীক মজুমদার

ডিসেম্বর, ২০১৩
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

গ্রন্থ নির্মাণ ও পরিকল্পনা

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)
বিদিশা মুখোপাধ্যায়
বন্দনা সরকার ভট্টাচার্য
দ্বীপেন বসু
সন্দীপ রায়
ঋত্বিক মল্লিক
সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়
পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী
রাতুল কুমার গুহ

পরামর্শ ও সহযোগিতা

তপতী গুপ্ত   শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়
শর্বরী বন্দ্যোপাধ্যায়   সুলগ্না দত্ত
অমৃতা সেনগুপ্ত   দেবব্রত মজুমদার
অনুপূর্বা ব্যানার্জী   চন্দ্রিমা দাস
পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়   নীলাঞ্জন দাস
সোমা পাল   কানুপ্রিয়া ঝুনঝুনওয়ালা
তরুণ কুমার দাসবৈরাগ্য   মলয় ভট্টাচার্য   সৌমিত্র ভট্টাচার্য

শিখন সামগ্রী অলংকরণ

সুব্রত মাজী

প্রচ্ছদ

বিদিশা মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থরূপ নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

৭ প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা: উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য
৮ বিকাশের ধারা অনুযায়ী বয়স উপযোগী শিখন
৯ শিশুর বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির পর্যালোচনা
১০ শিখন লক্ষ্য অনুসারে কার্যাবলির বিন্যাস
১১ পাঠক্রম : উপাদান ও পদ্ধতি
১৩ খেলা এবং সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে শিখনের উপযোগিতা
১৪ প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষের পরিকল্পনা, পরিচালনা, বিন্যাস ও সজ্জা
১৬ শিখনের মাধ্যম, উপাদান, সম্পদ সম্ভার
২৪ ভাবমূলভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা
২৭ ভাবমূলভিত্তিক শিখন : হাতে কলমে কাজের পরিকল্পিত নমুনা

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ৫৭
দৈনন্দিন কর্মসূচি ৫৯
মান্য শিখন ও কাম্য সামর্থ্য ৬০
মূল্যায়ন ৬২
হাতের কাজের সম্ভার ৬৪
গান ৬৮
গল্প ৭৭
ছড়া ৮৪
নাটক ৯৩
Rhymes ৯৭
অরিগামি ১০১

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা : উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য : প্রাক্ প্রাথমিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম সোপান এবং একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণির পাঠক্রমের প্রস্তুতি পর্ব। খেলা, নাচ, গান, হাতের কাজ, আবৃত্তি, পুতুলনাচ, মূকাভিনয়, ছবি আঁকা ইত্যাদির সাহায্যে শিশুরা সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক প্রকাশের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। সেই দিকে লক্ষ রেখে শিশুদের জন্য বৃহত্তর জগতের সন্ধান করা হয়েছে মহত্তর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে।

বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

১। বিদ্যালয় তাদেরই নিজেদের জায়গা—এই বোধের উন্মেষ। ২। খেলার ছলে শিখন। ৩। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎস খুঁজে বের করা। ৪। প্রতিটি শিশুকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করা ও তার আগ্রহের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা। ৫। শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে শিশুদের হার্দিক সম্পর্ক স্থাপন। ৬। প্রথাগত শিক্ষা সম্পর্কে, প্রাথমিক শিক্ষার সোপান তৈরি। ৭। কোনো শিশুই যাতে ভবিষ্যতে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ করার আগে বিদ্যালয় ছেড়ে না যায়, সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া। ৮। দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির লক্ষে শিশুদের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব ও সমতার বোধ জন্মানো।

বৈশিষ্ট্য : প্রাক্ প্রাথমিক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিশুশিক্ষার্থীর পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ক সূচনার প্রথম ধাপ যা বহুলাংশে শিক্ষক/শিক্ষিকা নির্ভরশীল একটি পদ্ধতি। প্রচলিত গন্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে এই পাঠক্রমকে আমাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এই পর্যায়ে শিশুরা আসে নানান সামাজিক, অর্থনৈতিক স্তর থেকে। এই শিশুদের মধ্যে থাকে বিভিন্ন চাহিদা এবং সহজাত ক্ষমতা। সুতরাং এই সব বিষয়কে মাথায় রেখে প্রয়োজন হয় বিশেষ রকমের কর্মপত্র, সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের ধরন এবং সর্বোপরি শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস। উপরিউক্ত বিষয়গুলি যেহেতু স্থির বা ধ্রুবক নয়, তাই শিক্ষক/শিক্ষিকার নিজগুণে প্রাক্ প্রাথমিক পাঠক্রম হয়ে ওঠে গতিশীল পরিবর্তনশীল এবং অননুকরণীয়।

৩ থেকে ৮ বৎসর সময়কাল শিশুদের জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে গ্রহণক্ষমতা এবং আত্মস্থ করার ক্ষমতা অপরিসীম। এই সময়টাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করে কার্যকরী করে তুলতে হবে। শিক্ষকের সার্বিক গঠনে এর প্রভাব আছে। তাই সার্বিক বিকাশের জন্য পাঠক্রম ঢেলে সাজাতে হবে এবং সেইমতো পরিকল্পনা করতে হবে।

বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১। শিশুকে সামগ্রিক ভাবে তৈরি করতে হবে জীবনকে অর্থবহ ও সুন্দর করে তোলার জন্য, কোনো বিশেষ পরীক্ষার জন্য নয়।

২। বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয়ের সূচনাটি হবে আনন্দময় ও সুদূরপ্রসারী সেই আনন্দটুকুকে পাথেয় করে সে যেন আগামী দিনের পথ চলতে পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। ভবিষ্যতে মাঝপথে বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা যাতে আমাদের দেখতে না হয়, এখন থেকেই সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৩। একটি সুন্দর জীবনের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি সমানভাবে প্রয়োজন স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, নীতিবোধ, মূল্যবোধ, নিজের ও চারপাশের প্রতি সচেতনতা, সহানুভূতি, সমানুভূতি, সমবেদনা। সব মিলিয়েই শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটে।

৪। নান্দনিক কাজে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করা ও অনুপ্রেরণা জাগানো।

৫। পড়াশোনা এবং আনুমানিক জ্ঞান, সামগ্রিক শিক্ষা ও চেতনা প্রতিটি শিশুর ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত জরুরি, এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

৬। পাঠক্রম এমনভাবে সাজানো যেখানে প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ও সম্ভাবনা অনুযায়ী স্বকীয় ভঙ্গিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করতে সক্ষম হবে এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে।

৭। এই নতুন পাঠক্রম শিক্ষক/শিক্ষিকার মৌলিক গুণ ও সুচিন্তিত প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা পাবে এবং সাফল্যমণ্ডিত হবে।

বিকাশের ধারা অনুযায়ী বয়স উপযোগী শিখন

পাঁচ বছরের শিশুর কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য :

- শিশু ব্যক্তি হিসেবে অনেক বেশি স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভর।
- পেশির ওপর নিয়ন্ত্রণ এসে যায়।
- ভাষার ওপর দক্ষতা আসে।
- নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও যুক্তিসাপেক্ষ মন তৈরি হয়ে যায়।
- সমবয়সিদের সান্নিধ্য পছন্দ করে।

এই বয়সের শিশুদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিটি শিশুর স্বাতন্ত্র্যের কথা মাথায় রেখে পাঠক্রম সাজাতে হবে এমন ভাবে যাতে তা শিশুদের জন্য মনোগ্রাহী এবং আকর্ষণীয় হয়। তাই সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ এবং খেলার ছলে শিখনকে কেন্দ্র করে পাঠক্রমকে ঢেলে সাজালে তা সব থেকে কার্যকরী হবে।

শিশুর বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলির পর্যালোচনা

শারীরিক বিকাশ	সামাজিক ও আবেগ নির্ভর বিকাশ	নান্দনিক বিকাশ	ভাষার বিকাশ	বৌদ্ধিক বিকাশ
• বৃদ্ধির হার • শারীরিক সক্ষমতা	• শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা	• সৌন্দর্যবোধের বিকাশ • পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি, সংরক্ষণ সচেতনতা	• কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে শোনা, বলা, সামাজিক ভাষা ও আচরণের প্রকাশ।	• বস্তুর ধর্মগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারা [রং, আকার, ওজন ইত্যাদি]
• স্থূল ও সূক্ষ্ম পেশি সঞ্চালনমূলক দক্ষতা অর্জন	• নিজের প্রতি ধারণা, আত্মমর্যাদা, আত্মসচেতনতা, আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ ঘটা	• উদ্ভাবনমূলক কাজ	• বর্ণচেনার ক্ষেত্রে বই ও গল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি	• বস্তু, মানুষজন, ঘটনাবলি এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে ধারণালাভ
• নিজের যত্ন নেওয়া ও শারীরিক নিয়ন্ত্রণ	• যথাযথভাবে অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা	• রং, সুর, সংলাপ সমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরি করা	• প্রাক্ লিখন পর্যায়ে আঁকিবুকি এবং বিভিন্ন নকশার অনুকরণ	• মিল ও অমিল বুঝতে পারা
• শৃঙ্খলাবোধ	• অন্যের প্রতি সংবেদনশীলতা— সহমর্মিতা, সমানুভূতি	• সুপ্ত নান্দনিক প্রতিভার বিকাশ	• ছাপা বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সচেতনতা	• বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ
• পেশি শক্তির সুষম বিকাশ • সু-অভ্যাস গঠন • অপুষ্টি, শরীর ও মনের দূরীকরণ	• দলে কাজ করতে পারা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদানপ্রদানের অভ্যাস তৈরি		• মান্যভাষা ও চলিতভাষা বুঝতে পারার ক্ষমতা	• সংখ্যা, অবস্থান, প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা

শিখন লক্ষ্য অনুসারে কার্যাবলির বিন্যাস

পাঠক্রম : উপাদান ও পদ্ধতি

(ক) বৌদ্ধিক বিকাশ

১। রং— লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা, কালো, কমলা, গোলাপি, খয়েরি, ধূসর, বেগুনি শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সম্পর্ক স্থাপন

২। আকারআকৃতি — আয়তন শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সম্পর্ক স্থাপন, একই রঙের গাঢ় থেকে হালকার ধারণা

৩। ক্রম অনুসারে সাজানো :

(ক) বড়ো ছোটো (খ) লম্বা খাটো (গ) মোটা সরু (ঘ) হ্রাস বৃদ্ধি ইত্যাদি।

৪। সম্মুখ ও পশ্চাদগতি সম্পর্কিত জ্ঞান

৫। পরিমাণ, দূরত্ব

৬। গরম ঠান্ডা— কঠিন তরল বায়বীয়

৭। জড় ও সজীব পদার্থ

৮। অংশ এবং সমগ্রের জ্ঞান

৯। সমস্যার সমাধান : ধাঁধা, কার্যকরণ সম্পর্ক

১০। জোড় বানানোর কাজ

১১। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুর গুণাগুণ চেনা

১২। প্রাক্ গণনা — গণনা (১—৯)

১৩। সংখ্যা এবং পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা ও সম্পর্ক

১৪। অবস্থান সম্পর্কে ধারণা (ভৌগোলিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক)

১৫। সংশ্লেষণ ও সমন্বয়

১৬। ক্রমোচ্চ ভাবনার (higher order thinking) বিকাশ

(খ) ভাষার বিকাশ

- **প্রাক্ পঠন**

১। ছবির মাধ্যমে কথোপকথন এবং চেনা ও অচেনার সঙ্গে পরিচিতি ও জ্ঞান, ২। গল্প, ছড়া, গান: শোনা-বলা-বোঝা, ৩। কথা বলার সময় বিভিন্ন ধ্বনি শনাক্তকরণ, ৪। শোনা গল্প, ঘটনা ইত্যাদি পুনরায় বলা, ৫। শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি ৬। বই-এর সঙ্গে (বিশেষত ছবির বই-এর ক্ষেত্রে) ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা স্থাপন, ৭। বই এর পাতা ওল্টানো, ৮। গল্পের ছবি ও কথার ক্রম সম্পর্কে ধারণা।

- **প্রাক্ লিখন**

১। আঁকিবুকি করা, ২। বালিতে আঙুল সহযোগে দাগ দেওয়া, ৩। ছবির সঙ্গে বর্ণ বা লোগো মেলানো, ৪। নকশার আদলে বিন্দু যোগ করার ক্ষমতা, ৫। মন থেকে আঁকতে পারার দক্ষতা, ৬। বিভিন্ন বস্তুকে তিন আঙুলের সাহায্যে পৃথকীকরণ (tripod grip), ৭। টুইজার দিয়ে বস্তু ওঠানো এবং সরানোর কাজ, ৮। তিলক মাটি জলে ডুবিয়ে ছবি আঁকার দক্ষতা, ৯। চক দিয়ে মেঝেতে ছবি, নকশা বানাতে পারা, ১০। বাগাডুলি খেলতে পারা।

- **পঠন ও লিখন**

১। বর্ণ চিনতে পারা এবং বিন্দুগুলো জুড়ে লিখতে পারা (ছড়া ও গল্পের ক্ষেত্রে লোগোগ্রাফিক পাঠ) ২। সাধারণভাবে ভাষার জ্ঞান, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও প্রয়োগ ৩। কী, কে, কোথায়, কখন, কেন প্রশ্নাবলি আলাদা করে মোকাবিলা করা।

(গ) নান্দনিক বিকাশ

১। সৌন্দর্যচেতনা, ২। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ৩। রং-এর ব্যবহার ও তাৎপর্য, ৪। সুস্থ ও নান্দনিক চেতনার বিকাশ, ৫। সুস্থ ও সুন্দর মানসিকতা ও মানবিকতার উন্মেষ (সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে) ৬। সৃজনশীলতার অনুপ্রেরণা, ৭। মৌলিক সৃষ্টির স্বীকৃতি, ৮। নতুনভাবে দেখার চোখ ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, ৯। নিজ সৃষ্টির প্রতি অপরের স্তুতি ব্যতিরেকে আত্মবিশ্বাসী হওয়া, ১০। নান্দনিক মানসিকতা ও চেতনা।

(ঘ) সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ

১। আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ, ২। নিজের অস্তিত্বের সম্যক ধারণা/স্বঅভিমান, ৩। শিক্ষক/শিক্ষিকা তথা সমবয়সিদের সঙ্গে স্বচ্ছ-সুস্থ-বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব, ৪। অনুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা, ৫। অপরের প্রতি মনোযোগ, অপরের কথা শোনার অভ্যাস, অপরের জন্য ভাবনা, সহানুভূতি, সমবেদনা, সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতা, ৬। পরোপকারিতা, ৭। অহম্ বোধ দূরীকরণ।

(ঙ) শারীরিক বিকাশ

১। স্বাভাবিক বৃদ্ধি, ২। অপুষ্টি দূরীকরণ, ৩। নিজের যত্ন নেওয়া—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুঅভ্যাস, ৪। পরিবেশের যত্ন নেওয়া এবং পরিষ্কার রাখা, ৫। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ও জ্ঞান, ৬। ঘরের ভেতর ও বাইরের খেলায় অংশগ্রহণ, ৭। ড্রিল, ব্রতচারী, ৮। সহজ ব্যায়াম, ৯। অঙ্গসঞ্চালন সহ গান, ছড়া কবিতা পরিবেশনের অভ্যাস, ১০। নৃত্য ও নাটক।

খেলা এবং সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে শিখনের উপযোগিতা

সক্রিয়তাভিত্তিক কার্যকলাপ

বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ এবং একই সঙ্গে শিশুদের শিখনের জন্যও চমৎকার একটি পন্থা বা মাধ্যম। তাই সামগ্রিক চেতনা ও জ্ঞানের উন্মেষের জন্য প্রথাগত পড়াশোনার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। শিশুদের বয়স, আগ্রহ, পরিবেশ, অবস্থান, সুযোগ অনুযায়ী পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা করতে হবে। সক্রিয়তাভিত্তিক কাজকর্মে যে কোনো একটি কাজের মাধ্যমেই শিশুদের একাধিক দক্ষতা বিকাশের সুযোগ থাকে। শিশুরাও মনের আনন্দে নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তিতে এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং মূল ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য সফল হয়।

যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় মালা গাঁথার সময় পুঁতি, সুতো পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে রং, আকার, আকৃতি সম্পর্কে ধারণা হয় (বৌদ্ধিক বিকাশ) পুঁতি, মালা গাঁথা, সুতো, রঙের নাম (ভাষার বিকাশ) জানা হয়। মালা গাঁথার সময় চোখ ও হাতের সংযোগ ও সঞ্চালন (প্রাক্‌লিখন, প্রাক্‌পঠন এবং শারীরিক বিকাশ), মালা সৃষ্টির মধ্যে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য চেতনা, (নান্দনিক বিকাশ) ইত্যাদি এত প্রকার ঘটনা একই সঙ্গে ঘটে। শিখনের ক্ষেত্রে তাই শুধুমাত্র শোনা বা দেখাই যথেষ্ট নয়, হাতে কলমে কাজের মধ্যেই ঘটে স্বশিখন, সৃষ্টি হয় আনন্দময় পরিবেশের, দূরে সরে যায় স্মৃতিনির্ভরতা :

I hear – I forget
I see – I remember
I do – I know

খেলার মাধ্যমে শিখন

'খেলা' শিশুর সহজাত ক্রিয়া, শিশুর বিকাশেও খেলার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই খেলাভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা করে পাঠক্রম সাজালে শিখন হবে আনন্দদায়ক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুদূরপ্রসারী। খেলতে খেলতে শিখতে হবে এরকম 'খেলা' শিক্ষক/শিক্ষিকা তৈরি করে নেবেন। যেমন- চক দিয়ে মাটিতে নকশা বানানোর খেলা, ক্রমান্বয়ে গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে ছবি বানানো-এই সমস্ত খেলা তৈরি করলে হাতের পেশি সুগঠিত হবে এবং সুনিয়ন্ত্রণ আসবে। বর্ণমালা লেখার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দক্ষতা খেলার ছলে শিশুরা রপ্ত করে নেবে। প্রাক্‌লিখন পদ্ধতি ও পাঠ যদি যথাযথ হয়, সময় এলে বর্ণমালা লেখার কাজ অনেক সহজ ও সুন্দর হবে। শিশুরাও ভালোবেসে বিদ্যালয়ের কর্মসূচির মধ্যে যুক্ত হবে।

প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষের পরিকল্পনা, পরিচালনা, বিন্যাস ও সজ্জা

আসবাবপত্র

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে আসবাবপত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। পরিবর্তে শিশুদের বসার জন্য রঙিন মাদুর ব্যবহার করা যেতে পারে। ছোটো জল চৌকি হাতের কাজের জন্য ব্যবহার করা যায়। যদি একান্তই আসবাবপত্র ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে খোঁচা, ধারালো কোণা, বিষাক্ত রং বাদ দিতে হবে। শিশুদের মাপ মতো আসবাবপত্র রাখতে হবে। তবে মাঝখানে খোলা জায়গার প্রয়োজন অবশ্যই আছে ('বলাবলি'র জন্য এবং দলবদ্ধ কাজের জন্য)। সেই মতো আসবাবপত্র নির্বাচন করে সাজাতে হবে।

দেয়ালের সজ্জা

'ছাপা অক্ষর' বা 'অক্ষর সমৃদ্ধ' পরিবেশ শিশুদের পড়াশোনাকেন্দ্রিক মনোভাব ও মানসিকতা তৈরি করতে সাহায্য করে। পাঠক্রমের বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে বিভিন্ন ছবি ও তার ক্রমাঙ্ককরণ শিশুদের ধারণা দেবে ছবির মতোই 'লেখার' মাধ্যমেও বক্তব্য প্রকাশিত হয়। লেখার গুণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে। লিখিত রূপকে দেখতে দেখতে ছবির সঙ্গে মেলানো লেখা ছবির মতো করেই চিনতে তথা পড়তে শিখবে। এটি প্রাক্‌পঠন তথা পঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা।

শিশুদের হাতের কাজ, প্রজেক্ট ইত্যাদি দেয়ালে টাঙালে তাঁদের কাছে গর্বের বিষয় হয় এবং তাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি মনেও পড়ে যায় এবং মনে থাকে। শিশুদের আত্মমর্যাদা এবং আত্মঅস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ে। অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে তাঁদের শিশুদের কাজ প্রদর্শিত হচ্ছে দেখলে বিদ্যালয় সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং নিজ নিজ শিশু সম্পর্কে গর্ববোধ করেন। সবদিক থেকে শ্রেণিকক্ষ সমৃদ্ধ হয় (নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও)। তবে শিশুদের চোখের নাগালে সব কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বিশেষ আগ্রহের জায়গা এবং কোণ

শ্রেণিকক্ষকে শিশুদের উপযোগী আকর্ষণীয় এবং শিক্ষণীয় করে সাজাতে বিভিন্ন আগ্রহের ক্ষেত্র অনুসারে বিভিন্ন কোণ সাজাতে হবে। গল্প ও ছবির বই, পুতুল, ব্লক, হাতের কাজের সামগ্রী দিয়ে এই কোণগুলি সাজানো যেতে পারে। শিশুরা স্বভাবতই কৌতূহলী, আবিষ্কার করতে আগ্রহী, পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রিয় হয় তাই চারপাশের বিভিন্ন বস্তু থেকে তারা সহজেই অনেক কিছু শেখে। দু/তিন সপ্তাহ পর উপকরণ সমৃদ্ধ উল্টে পাল্টে দিতে হবে। শিক্ষক/ শিক্ষিকা এই কোণগুলোর কথা ভেবে উপকরণ সংগ্রহ করবেন এবং পরিকল্পনা মাফিক তার ব্যবহার করবেন।

শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিটি শিশুকে বিভিন্ন কোণ সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবেন। ধরা যাক বই-এর কোণ — শিশুদেরকে বই ব্যবহার করা, ছবি দেখা, বই পাঠের সুযোগ করে দিতে হবে। বই হাতে পেলে তারা কীভাবে পাতা উল্টাতে হয়, সোজা উল্টো এসব বিষয়গুলো শিখতে পারে। ছবি সমেত পাঠ করলে শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যমে তথ্য গ্রহণ করতে করতে পঠন দক্ষতা তৈরি হবে।

শিশুদেরকে শেখাতে হবে বই-এর যত্ন নেওয়ার, বই-এর উপকারিতা এবং গুরুত্ব ইত্যাদি। বারবার কাজের দ্বারা শিশুদের বই বা অন্যান্য উপকরণ ঠিক জায়গা থেকে নেওয়া ও রাখা, নির্দিষ্ট জায়গায় বসে কাজ করার সুঅভ্যাসগুলো গড়ে উঠবে।

বিভিন্ন কোণ সাজানোর উপকরণ

বিভিন্ন ধরনের পুতুল : পুতুলের জামাকাপড়, খেলনা বাটি, আসবাবপত্র সরঞ্জাম, মাটির ফল, সবজি ইত্যাদি। শিশুদের ছোটো হয়ে যাওয়া নিজেদের রকমারি পোশাক এবং আনুষঙ্গিক জিনিস আয়না ও চিরুনি। খেলনা গাড়ি, রঙিন হালকা বল ইত্যাদি।

হাতের কাজের জন্য : বিভিন্ন ধরনের কাগজ, ক্রেয়ন, রং পেনসিল, পেনসিল, ইরেজার, স্লেট, রঙিন চক্, কাদামাটি, কাপড়ের টুকরো, কাগজের টুকরো, তিলক মাটি, তুলো, উল, মার্বেল পেপার, ঘুড়ির কাগজ ইত্যাদি।

ব্লক বানানোর কোণ : বিল্ডিং ব্লক, হাতে বানানো বিভিন্ন আকৃতির ব্লক, খালি দেশলাই বাক্স রঙিন কাগজে মুড়ে ব্লক বানানো ইত্যাদি।

বোর্ড গেমস : বাগাডুলি, ডামিনোজ, লুডো এবং আরো বিভিন্ন ধরনের বয়সোপযোগী বোর্ড গেমস্ শিক্ষক / শিক্ষিকা সংগ্রহ করবেন প্রতি বছর এবং সেগুলোর সংরক্ষণ করবেন।

সামগ্রিকভাবে শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস

- শ্রেণিকক্ষে বড়ো দলে বসে কাজ করার জন্য বা 'বলাবলি'র (circle time) জন্য যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকবে।
- ছবি আঁকা, কর্মপত্র করার জন্য ছোটো টুল বা চৌকির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ব্ল্যাক বোর্ডটিকে শিশুদের চোখের সামনে হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে। মাটি থেকে ২$\frac{১}{২}$ ফুট উচ্চতায় জানালার নীচ অবধি চারিদিকে কালো রং করে ব্ল্যাক বোর্ডের মতো ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- উপকরণ এবং অন্যান্য যাবতীয় উপাদান শিশুদের হাতের নাগালের মধ্যে রাখতে হবে।
- পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন জায়গায় জিনিস গোছানো নিয়মিত করতে হবে।
- শিশুদের নিজের ব্যাগ, থালা, বাসন, জলের বোতল ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে শেখানো ও তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষকে ঝলমলে, রঙিন, শিশুদের উপযোগী এবং পছন্দসই ভাবে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন।

শিখনের মাধ্যম, উপাদান, সম্পদ সম্ভার

১। কর্মপত্র ২। বলাবলি ৩। সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ (হাতে কলমে কাজ) ৪। ফ্লাশ কার্ড ৫। ক্রমান্বয়ে সাজানোর কার্ড ৬। জোড়া বানানোর কার্ড ৭। গল্পের কার্ড ৮। ধাঁধার কার্ড ৯। পাজল কার্ড ১০। মিল ও পার্থক্যের কার্ড ১১। বিষয়ভিত্তিক কার্ড ১২। চার্ট ১৩। নম্বর ও সংখ্যা মিলিয়ে ছবি দেওয়ার সরঞ্জাম ১৪। গান, গল্প, ছড়া, নাটক ১৫। স্বাস্থ্য ও শারীরচর্চামূলক কাজের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ।

শিখনের মাধ্যম, উপাদান, সম্পদের ব্যবহার ও তার উদ্দেশ্য

১। কর্মপত্র

মূলত প্রাক্‌লিখন প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখেই কর্মপত্র পরিকল্পনা করা হয় তবে বিষয়ভিত্তিক শিখনমূলক কর্মপত্র তৈরি করা গেলে বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। নমুনা হিসাবে কিছু কর্মপত্র দেওয়া হলো। শিক্ষক/শিক্ষিকা আরো বানিয়ে নিতে পারেন। শিশুদের আগ্রহের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে, বিষয়বস্তু নির্বাচন করে, পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাদের নিজেদের মতো করে কর্মপত্র বানাতে পারেন।

সর্বদা শুধুমাত্র পেনসিলের সাহায্যেই শিশুরা কর্মপত্রে কাজ করবে। খেয়াল রাখতে হবে পেনসিল ধরার পদ্ধতি যেন সঠিক হয় (3 finger grip)।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্ন নিতে হবে।

হাতের পেশির বিকাশ ও পেনসিল ধরার সামর্থ্য অনুযায়ী সহজ থেকে জটিল নকশার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে।

শিশুদের আগ্রহের জায়গা যুক্ত করতে হবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্যবাধকতা না দেখিয়ে। তাই আকর্ষণীয় 'কর্মপত্র' এখানে খুব প্রয়োজনীয়, শিশুদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য। শিশুদের আকর্ষণের ক্ষেত্র লক্ষ করে পছন্দসই 'কর্মপত্র' সংযোজন করা যেতে পারে, যেটি খুব কার্যকরী হবে।

২। বলাবলি

শিক্ষক/শিক্ষিকা শিশুদের সঙ্গে গোল হয়ে বসবেন। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক এবং মুক্ত আলোচনা হবে। প্রথম দিনে শিক্ষক/শিক্ষিকা সূত্রধরের ভূমিকা নেবেন এবং ক্রমশ নিয়ন্ত্রণ রেখে সমগ্র আলোচনা শিশু নির্ভর করতে সচেষ্ট থাকবেন। শিশুদের আগ্রহ, কৌতূহল, উৎসাহকে আকর্ষণ করা জরুরি। শিশুদের আঞ্চলিক কথ্য ভাষার সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রত্যেকটি শিশুই যেন আত্মমর্যাদা নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে।

বলাবলির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যগুলি হলো

- শিক্ষক/শিক্ষিকা ও শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন।
- Self identity, Self esteem, আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা বোধ জাগানো।
- নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা
- ভাষার জ্ঞান ও দক্ষতা

- চিন্তাশীলতা ও উচ্চতর চিন্তার স্তরের উন্নয়ন
- মত বিনিময়
- কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি
- সপ্রতিভ হওয়া / জড়তা ভাঙা
- অন্তর্বন্ধন সৃষ্টি হওয়া
- মনঃসংযোগ, মনোযোগ ও শ্রবণশীলতা, ধৈর্য বৃদ্ধি
- গল্পের ছলে তথ্য পরিবেশন
- কৌতুহল জাগা
- আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি ও সম্মান তথা ব্যবহারিক ভাষার প্রয়োগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি

পরিবেশ দেখা, শোনা, জানা, প্রতিটি বিষয় শিশুরা আত্মস্থ করে নেয় ঠিক যেন একটি স্পঞ্জের মতো। প্রতিটি বিষয় শিশুমনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছাপ ফেলে। এই সময়ের কাল ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী বলা যায়। শিশুর এই, সময়কালের (৩ থেকে ৮ বৎসর) উপযুক্ত সদ্ব্যবহারের জন্য 'বলাবলি'র বিষয় নির্বাচনে এমন সব বিষয় আমরা নিয়ে আসব যা তথ্য সমৃদ্ধ ও অর্থবহ।

ধরা যাক বছরের শুরুতে শীতকাল নিয়ে আলোচনা। শীতকালের আবহাওয়া, প্রাকৃতিক রূপ, খাদ্য, ফল সবজি, মিষ্টি, পিঠে পুলি, পায়েস, পোষাক, ব্যবহারের জিনিস, উৎসব, পরিবেশ, প্রকৃতি ইত্যাদি সঠিক তথ্য সহকারে পরিবেশন করতে হবে। 'শীতকাল' বিষয়ে বিষদ আলোচনার পর দলবদ্ধ ভাবে একটা চার্ট তৈরি করা যেতে পারে। তাতে শীতকাল সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক ছবি আঁকা বা খবরের কাগজ ম্যাগাজিন থেকে কেটে নেওয়া ছবি আঁকা দিয়ে লাগানো যেতে পারে। তার ওপারে শিক্ষক/শিক্ষিকা 'শীতকাল' শব্দটি বড়ো করে লিখে দেবেন। শিশুরা শীতকাল বলার সাথে সাথে 'শীতকাল' শব্দটিও ছবির মতোই দেখতে থাকবে। শব্দ ও ছবির অনুসজ্ঞা শিশুকে পড়তে শেখাবে। 'প্রাক্ পাঠনের' এর গুরুত্বপূর্ণ অজ্ঞা হলো 'sight reading'। আমরা শীতকাল শব্দটি 'শ-এ দীর্ঘ ই, ত, ক-এ আ কার এবং ল' বলে শেখাব না এই স্তরে। কিন্তু 'অক্ষর সমৃদ্ধ' পরিবেশ দ্বারা শিশুকে ক্রমাগত প্রভাবিত করে যাবে। এভাবে চেতন এবং অবচেতনে প্রাক্‌পঠন এবং গঠন দক্ষতার দিকগুলি যত্ন ও গুরুত্ব পাবে। শিক্ষণ হবে বহুমুখী এবং সুদূর প্রসারী। ভবিষ্যতে শিশুরা উচ্চতর শ্রেণিতে 'শীতকাল' বিষয়ক রচনা লেখার সময়, তাদের বানানো চার্ট এবং আনুষাঙ্গিক বিষয় চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠবে এবং রচনা লিখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সমৃদ্ধ হবে।

পাঁচ বৎসরের শিশু প্রাকৃতিকভাবে অনেকটাই তৈরি। কাগজ কলমে পড়াশোনা করানোর পরিবর্তে আমরা বহুমুখী মাধ্যমকে গ্রহণ করেছি বৃহত্তর ভাবনায় 'পড়াশোনা' কে দেখবে বলে। কিন্তু এই ভাবনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে আমাদের ক্রমাগত ভাবনা চিন্তা করে, সার্বিক বিকাশের কথা ভেবে শিখন সম্ভার সাজিয়ে যেতে হবে, গতিশীলতা আনতে হবে। যাতে শিশুদের সার্বিক বিকাশে প্রকৃতির অবদানকে আমরা পুরো মাত্রায় ব্যবহার করতে পারি ও তার ফল পাই।

৩। সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

সক্রিয়তাভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে পাঠক্রম সাজানোর উদ্দেশ্য হলো আকর্ষণীয় পদ্ধতি, খেলার ছলে অজান্তে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর বার্তা শিশুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ ভাবমূল নির্বাচন করে এমনভাবে সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ তৈরি করতে হবে এবং যার দ্বারা শিখন হবে বহুমুখী। অর্থাৎ একই সাথে বিকাশের পাঁচটি ক্ষেত্র যথা ভাষা, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক, নান্দনিক এবং শারীরিক বিকাশের সুযোগ থাকে। সারা পৃথিবীর শিখন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ভাবমূল কেন্দ্রিক শিখনের মাধ্যমে জ্ঞান অনেক কার্যকারী হয়। অন্যথায় ভাষা শিক্ষা, অঙ্ক শিক্ষা ইত্যাদির পঠনপাঠন প্রায়শই অর্থহীন কৃত্রিম প্রয়াসে পরিণত হয়।

৪। ফ্ল্যাশ কার্ড

বিষয়বস্তুর ছবি এবং নাম বড়ো করে থাকার ফলে তা সহজেই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা মনঃসংযোগ করতে পারে। ফ্ল্যাশ কার্ড পরিবেশনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিরন্তর মনে ও মস্তিষ্কে সুস্পষ্ট ও গভীর প্রতিফলন ঘটে। বস্তু ও তার নাম বোঝানোই ফ্ল্যাশ কার্ডের মুখ্য ভূমিকা এবং একই সঙ্গে জোড় বানানো, কার্য কারণ সংক্রান্ত, ক্রমান্বয়ে সাজানো ইত্যাদি বহুমুখী কাজই সম্পাদিত হয়।

বই ব্যবহার করলে একসঙ্গে অনেক তথ্য শিশুদের চোখে পড়ে। সেক্ষেত্রে,

❁ তারা মূল বিষয়ে মনোযোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ❁ অন্যদিকে মনোযোগ চলে যায়। ❁ আকর্ষণ ও আগ্রহ কার্যকরী না হয়ে ছড়িয়েছিটিয়ে যায়।

৫। ক্রমান্বয়ে সাজানোর কার্ড

পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই কাজ করতে হয় বলে, এক্ষেত্রে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অগ্রগামী, পশ্চাদগামী ধারণা ও চিন্তা সুস্পষ্ট হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকা এই কার্ড প্রদর্শনের সময় বিষয় অনুযায়ী তার নাম এবং গুণ চিহ্নিত করে দেবেন। তারপর শিশুটির কী করণীয় তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন। একটি পাঠ প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষক/শিক্ষিকা পরিবেশন করে পরবর্তী পর্যায়ে শিশুকে স্বাধীন ভাবে পাঠদানের জন্য আহ্বান জানাবেন। বড়ো-ছোটো, লম্বা-বেঁটে, সরু-মোটা, উঁচু-নীচু, কম-বেশি, সামনে-পিছনে ইত্যাদির সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি হলে তার ভিত্তিতে আগে-পরে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হবে। গল্পের কার্ডকেও একই কাজে ব্যবহার করা যায়। আগে কী হয়েছিল, পরে কী হবে এই অভিমুখে শিশুদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে।

৬। জোড় বানানোর কার্ড

একই ধরনের বিষয়বস্তু জোড়া দেওয়া এই সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের প্রথম ধাপ। যেমন— আপেলের সঙ্গে আপেল। গোরুর সঙ্গে গোরু। কোনো একটি বিষয়কে মিলের ভিত্তিতে জোড় বানানো একটু অগ্রিম স্তরের কাজ। যেমন — তালার সঙ্গে চাবি। চুলের সঙ্গে চিরুনি। অনেক গুলি ছবির মধ্যে বিষয়ভিত্তিক মিল খুঁজে শ্রেণিবদ্ধ করা আরো অগ্রিমস্তরের কাজ। আরও অগ্রিমস্তরে 'পুকুর-মাছ, কচ্ছপ, হাঁস' ইত্যাদি দেওয়া যায়। যেখানে আবার আকাশ, পাখির বাসা, পাখি ইত্যাদির দলে হাঁসও যেতে পারে। এই ভাবে ভাবমূলভিত্তিক (Overlaping Classification) করাতে হবে। সহজ কাজ রপ্ত হয়ে গেলে, শিশুদের আগ্রহ যাতে চলে না যায় সেদিকে লক্ষ রেখে ক্রমাগত ভাবতে হবে এবং অগ্রিমস্তরের কাজ দিতে।

৭। গল্পের কার্ড

আকর্ষণীয় গল্প নির্বাচন করে এবং নাটকীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে গল্পকে মনোগ্রাহী করে তোলা হয়। শিশুদের আনন্দদান মূল উদ্দেশ্য মনে হলেও, গল্পের মাধ্যমে শিশুদের নানাবিধ দিক বিকশিত হয়।

- শব্দ ভাণ্ডারের উন্নতি
- বোধ পরীক্ষা
- পাঠ অভ্যাসের ভিত্তি স্থাপন
- জানা জগতের হাত ধরে অজানা জগতে প্রবেশ
- কল্পনা শক্তির বিকাশ
- অভিনয় দক্ষতার হাতেখড়ি
- মনঃসংযোগ
- শৃঙ্খলা
- সামাজিক গুণাবলির বিকাশ
- নীতিবোধের শিক্ষা
- বর্ণের ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণের আকার সচেতনতা
- উচ্চারণ
- শব্দভাণ্ডার— আত্মবিশ্বাস— পারস্পরিক সম্পর্ক— মূল্যবোধ— সাধারণ জ্ঞান

ছবিসহ গল্পের কার্ডের মাধ্যমে গল্প পরিবেশনের বিশেষ উপযোগিতা :

- ক্রম হিসাবে বিভাজন, আগে পরের ধারণা
- অসম্পূর্ণ গল্পের সমাপ্তিকরণ
- গল্পের বিভাজিত বক্তব্য ও তদ্‌সংক্রান্ত ছবির সম্পর্ক স্থাপন, ধারণা ও প্রাক্ পঠন
- সম্প্রসারণ (আংশিক এবং সামগ্রিক)
- কার্ড সমূহের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে দু একটি সরিয়ে নিয়ে শিশুর অভিব্যক্তি লক্ষ করা এবং তার বক্তব্য জানতে চাওয়া।

৮। ধাঁধার কার্ড (Riddle Card)

'আমি কে' এই কার্ড পরিবেশনের সময় শিক্ষক/শিক্ষিকা বিশেষ বিশেষ ভানের আশ্রয় নেবেন। অতিরঞ্জিত অভিব্যক্তি শিশুদের মনে তীব্র ভাবে কৌতূহল জাগাবে। তাতে তারা সক্রিয়ভাবে মস্তিষ্ক খাটাবে এবং চিন্তা করবে। চ্যালেঞ্জের স্বাদ পাবে। নিজে বলতে পারার আনন্দ চাইবে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁদের পছন্দমতো আরো বানিয়ে নেবেন। এই পদ্ধতি অত্যন্ত আনন্দসহকারে শিশুরা নানা তথ্য সম্পর্কে অবহিত হবে এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৯। পাজল কার্ড

একটি বড়ো ছবিকে ৩/৪ টি অংশে কেটে নিয়ে শিশুদেরকে দেওয়া হবে, তারা জোড়া লাগাবে। ৩/৪ টি অংশে সহজাত হয়ে গেলে অংশ-এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। নমুনা দেখে শিক্ষক/শিক্ষিকা অনায়াসেই বানিয়ে নিতে পারবেন। এর দ্বারা যে উদ্দেশ্যগুলি সফল হবে তা হলো —

- সম্পূর্ণ এক অংশের ধারণা লাভ।
- যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের ধারণা জন্মাবে।
- পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- কাল্পনিক চেতনার বিকাশ ঘটবে।
- আগ্রহ উদ্দীপনা হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ ঘটবে।

১০। মিল ও পার্থক্যের কার্ড

একটি কার্ডে দুটো ছবির মধ্যে মিল কী কী? অমিল কী কী খুঁজতে চেষ্টা করা। যা মিল তা দুটি বস্তুতেই পাওয়া যাবে কিন্তু যা অমিল তা সবই কোনো একটা বস্তুতেই উপস্থিত থাকবে। এই ভিত্তিতে 'ভেন ডায়াগ্রাম' (Venn Diagram) বানালে শিশুদের মধ্যে চিন্তা কল্পনা, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়বে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে এবং কথায় কাজে চটপটে হবে, জীবনের প্রতি সদর্থক ও যুক্তিশীল চেতনা গড়ে উঠবে।

১১। ভাবমূলভিত্তিক ছবি

বিষয় নির্বাচন করে বড়ো ছবি যোগাড় করে, বা এঁকে বা কোলাজ করে নেওয়া যায়। ছবিকে কেন্দ্র করে কর্মপ্রণালী ও তার উদ্দেশ্যগুলি হলো :

- কথোপকথন
- প্রশ্ন ও উত্তর
- ছবিকে বর্ণনা করতে বলা
- ছবিকে ঢেকে কী কী ছিল জানতে চাওয়া
- ছবির বিষয়বস্তু কী, কে , কোথায়, কেন, কীভাবে, কখন এই সমস্ত প্রশ্নের মোকাবিলা

- অজানা বিষয়বস্তুর জ্ঞান
- কাল্পনিক চেতনা
- সামাজিক, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে ধারণা

১২। চার্ট

দোকান থেকে কেনা বা শিশুদের হাতে বানোনো চার্ট-এর মাধ্যমে বিষয়বস্তু চোখের সামনে সর্বদা থাকলে শিশুরা সর্বসময়ে তা দেখতে পায় এবং তার অবচেতন মনে থেকে যায়। চার্টের মাধ্যমে শিখনও আকর্ষণীয় করা যায়। দলবদ্ধ ভাবে কাজের আনন্দ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কাল্পনিক চেতনার বিকাশ হয়। অনেক চলাফেরা, ওঠাবসার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম পেশির বিকাশ হয়।

১৩। কার্ডস অ্যান্ড কাউন্টার

বছরের মাঝামাঝি থেকে এই কাজ করা হবে। বছরের শুরুর দিকে ছবিগুলো নিয়ে বেশি কম ধারণা দেওয়া যেতে পারে এবং সংখ্যা চেনানোর কাজ করা যেতে পারে। অতঃপর সংখ্যা পর পর সাজিয়ে তার নীচে নীচে সংখ্যা অনুযায়ী সমান সংখ্যক ছবি সাজাতে হবে।

১ থেকে ৫ অবধি সংখ্যা পরিমাণের কাজের নমুনা

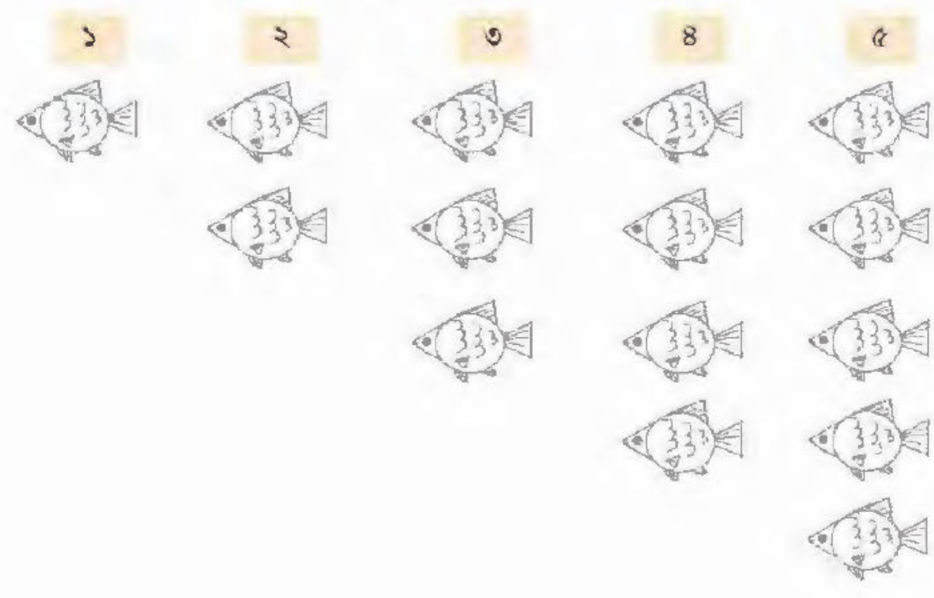

শিক্ষক /শিক্ষিকা এটি বানিয়ে বিশ্লেষণ করবেন
দরকার মতো ছবির সাহায্য নিলে আরো ভালো হবে।

সম্পূর্ণ কাজটি বড়ো কাজ। শুরুর দিকে ১ থেকে ৫ সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হবে। তারপর শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী সংখ্যা বাড়াতে হবে। ফলের বীজ, ছোটো পাথর, বোতাম ইত্যাদি দিয়েও এই কাজ করা যায়।একই সঙ্গে অপর পিঠে ইংরেজি সংখ্যার কাজ করা হবে।

১৪। গান গল্প ছড়া

গল্পের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ব্যঞ্জনধর্মিতা ও নাটকীয়তার ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে। শিশুদেরকে গল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয় তথা জীবন সম্পর্কে আগ্রহী করা যায়। সুরের অবদান অনস্বীকার্য। 'শ্রুতি'র মাধ্যমে দীর্ঘ বেদগান আদিকালে কণ্ঠস্থ করা হতো। সুরের মাধ্যমে শ্রবণ এবং স্মরণ মহৎ কার্যকরী হয়।

শিক্ষক/শিক্ষিকা পরিবেশ, শিশুর আগ্রহের ক্ষেত্র ইত্যাদির নিরিখে গান, ছড়া নির্বাচন করে নেবেন।

প্রথম পর্যায়ে—সুর, অঙ্গ সঞ্চালন ও মৌখিক অভিব্যক্তির সাহায্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা গান ছড়া পরিবেশন করবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে— শিশুরাও অনুসরণ করবে ও শিখবে।

তৃতীয় পর্যায়ে — শিশুরা স্বাধীন ও মুক্ত ভাবে পরিবেশন করতে সক্ষম হবে। অজানা অচেনা পরিবেশে শিশুদের নিয়ে গিয়ে শিশুদের দ্বারা সৃজনশীল পরিবেশনের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিতে হবে। এই ধরনের গান গল্প, ছড়া, নাটক শেখা বলা এবং পরিবেশনের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে যে সব বৃত্তির বিকাশ ঘটবে সেগুলি হলো :

- বিদ্যালয় সম্পর্কে ভালোবাসা ও আগ্রহ তৈরি হবে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে বিশেষ বন্ধন সৃষ্টি হবে।
- আত্মবিশ্বাস আসবে
- জড়তা কাটবে
- সপ্রতিভ হবে
- জীবনবোধ আসবে
- পরোক্ষভাবে নানা বিষয়ের ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা আসবে
- নান্দনিক চেতনার বিকাশ হবে
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হবে
- ভাষা ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ হবে।

১৫। স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষামূলক কাজ

শিশুর সামগ্রিক বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হলো সুস্থ দেহ-মনের সামগ্রিক বিকাশ এবং বৃদ্ধি। বিদ্যালয়ে শিশুর অন্তর্ভুক্তি, অবস্থিতি ও শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করবার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার বিশেষ ভূমিকাকে স্মরণ করে এবং শিশুর অন্তর্গত শক্তিকে সৃজনাত্মক ও সংগঠিত দলগত কাজে ও খেলায় ব্যবহারের জন্য প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও শরীরশিক্ষা বিষয়টিকে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

- শারীরিক ও মানসিক বিকাশ
- চিন্তাশক্তির বিকাশ
- শৃঙ্খলাবোধ
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন
- দলগত সংহতি ও আদান প্রদান
- পেশি শক্তির সুসম বিকাশ ও সমন্বয়
- আনন্দলাভ ও মনোসংযোগ
- শারীরিক সক্ষমতার বৃদ্ধি
- খেলাতে খেলতে পড়া ও পড়া পড়া খেলা
- সু-অভ্যাস গঠন
- ভাষা জ্ঞান ও তার প্রয়োগে উন্নতি
- সুষ্ঠু দেহভঙ্গি
- ছন্দমূলক খেলার মাধ্যমে কাজের আনন্দ
- পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা
- শব্দভাণ্ডারের উন্নতি ও বোধপরীক্ষা

একটি শিশু খেলাধুলা, ছড়ার ব্যায়াম, গান ও অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করে তা অনেক বেশি কার্যকারী। তাই প্রাক্ প্রাথমিক পাঠ্যসূচিতে এই বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে।

ভাবমূলভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা

শিক্ষক/শিক্ষিকা সামগ্রিকভাবে সারা বছরের কর্মসূচিকে মাস তথা সপ্তাহের ভিত্তিতে ভাগ করবেন। প্রতিটি বিষয়ের জন্য চার সপ্তাহ করে ধার্য করা হয়েছে। পরিকল্পনা করার সময় 'ক্রম' এর সুচিন্তিত ও যুক্তিযুক্ত বিন্যাস করতে হবে।

প্রতিদিনের কর্মসূচিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে :

১. বলাবলি

নির্দিষ্ট এবং মুক্ত ধারায় কথোপকথন— শিক্ষক/শিক্ষিক'র দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিচালিত হবে। প্রতিদিনের 'বলাবলি'তেই এই ধারা অনুসৃত হবে।

- প্রথমে পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন জানাবে।
- শিক্ষক/শিক্ষিকা পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কথা বলবেন। শিশুদের চুল, নখ পরীক্ষা করবেন।
- কোনো একটি সংকেতের মাধ্যমে 'বলাবলি' শুরু হবে। ছোটো একটি ঘণ্টা বাজিয়ে বাঁশির শব্দে, তিনবার হাততালি দিয়ে ইত্যাদি।
- 'ভাবমূল'কে কেন্দ্র করে আলোচনা হবে। তবে সেই দিনের বিশেষ কিছু অথবা প্রাসঙ্গিক কোনো ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শিশুরা নিজেরা কিছু বলতে চাইলে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করা হবে।
- 'ভাবমূল' কে ঘিরে নিম্নলিখিত আলোচনা করা হবে।
- 'ভাবমূল' এর প্রথমিক ধারণা ও জ্ঞান (মূলত শিক্ষক/ শিক্ষিকা বলবেন শুরুতে শিশুরা ধীরে ধীরে অংশগ্রহণ করবে) বিশদ আলোচনা
- জানা থেকে অজানা জগতে প্রবেশ
- প্রশ্ন ও উত্তর

  ভিত্তিগত প্রশ্ন ও ক্রমোচ্চ ভাবনার স্তরে উপনীত হওয়া যেমন 'পশু পাখি' সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা কাককে বলতে পারি 'সাফাইকারী পাখি' বা 'স্ক্যাভেঞ্জার'। এরা পরিবেশের নোংরা, মরা জীবজন্তু, ইঁদুর,আরশোলা ইত্যাদি খেয়ে ফেলে পরিষ্কার করে। এবার প্রশ্ন করা যায়, যেমন : *পরিবেশে কাকের ভূমিকা কী?*

  কাক না থাকলে কী কী হতো?

কাকের বাসায় কাক ছাড়া আর কার ডিম দেখা যায় (কোকিলের)। কোকিলরা কেন কাকের বাসায় ডিম রাখে, কেন না তারা নিজেরা বাসা বানায় না, ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা হবে। দাঁড় কাক ও পাতিকাক বিষয়ক আলোচনা হবে। এই ভাবে ভাবমূল ভিত্তি করে নিজস্ব ধরনে উদ্ভাবনী বৈচিত্র্য নির্মাণ করা যেতে পারে।

- ভাবমূলের সম্প্রসারণ

  সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভাবমূল হিসেবে উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যায় 'যানবাহন'। ধরা যাক 'দূরের যান' নিয়ে কথা হচ্ছে। কেউ যদি দূরবর্তী কোনো স্থানে গিয়ে থাকে তাহলে কী যানে চড়ে সেখানে যাওয়া হলো, তথা তার গমনের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত কথা হবে। নতুন ধারণা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও আলোচনা আসবে। যদি 'ফুল ফল সবজি' ভাবমূল নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে ফুল-ফল-সবজি কোথায় দেখা যায়। শিশুরা হয়তো বলবে হাটে, বাজারে বা গাছে। তাহলে গাছে যে যে জিনিস ফলেছে তা কী করে ফলন হয়, কারা ফলন ফলায়, কীভাবে সেই সব ফলন হাটে বা বাজারে পৌঁছায়, কেনই বা পৌঁছায় আলোচনা হতে পারে।

  অবশ্যই সব আলোচনাই শিশুদের আগ্রহ এবং গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে হবে।

- 'বলাবলি' র শেষে আবার নির্দিষ্ট সংকেতের মাধ্যমে সময়সীমা শেষ জানানো হবে। সংকেত দেওয়ার আগে শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই দিনের পরবর্তী কাজ শিশুদের বুঝিয়ে দেবেন।

- Transition (দুইটি কাজের মধ্যবর্তী পর্যায়) যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই দিকে নজর রাখবেন এবং শিশুদের অভ্যস্ত করাবেন।

২. সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ।

৩. দৃষ্টিনন্দন অঙ্গসঞ্চালন ও নাটকীয় পরিবেশন— গান, নাটক, ছড়া।

৪. হাতের কাজ।

৫. মৌখিক বা প্রাক্ লিখন স্তরের ভাষার কাজ— বছরের শেষে লোগোগ্রাফিক পঠনের কাজ।

৬. নম্বর সম্পর্কে ধারণা এবং প্রাক্ গণনা ভিত্তিক কাজ বছরের শেষের দিকে গণনা এবং পরিমাণ সংক্রান্ত কাজ।

৭. শিক্ষক দ্বিতীয় ভাষা বলার সময় প্রথম ভাষার জানা শব্দ থেকে অগ্রসর হবেন। দ্বিতীয় ভাষা বলার সময় যথাসম্ভব প্রথম ভাষার ব্যবহার যেন না করা হয়।

ত্রিস্তর শিখন

যে কোনো বিষয়ে শিখনের ক্ষেত্রেই ধাপ অনুসরণ করতে হবে এবং তার যৌক্তিকতা বুঝে পরিকল্পনা করতে হবে। ঠিক পদ্ধতিও আসবে।

রঙের কাজ	শিক্ষক/শিক্ষিকার ভূমিকা	শিশুর ভূমিকা/অংশগ্রহণ
১ম ধাপ	তিনটে বা চারটে অপরিবর্তিত রঙের সাথে তাদের নাম বলবেন। এইটি লাল, এইটি নীল ইত্যাদি থেকে তারপর জোড়া বানাতে বলবেন। লালের সঙ্গে লাল, নীলের সঙ্গে নীল ইত্যাদি।	শিশুরা রঙের নাম পরোক্ষভাবে আত্মস্থ করবে। রং-এর প্রতি আগ্রহ ও প্রত্যক্ষ ধারণা।
২য় ধাপ	শনাক্তকরণ : শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্ন করবেন—কোনটা লাল দেখাও।	পরোক্ষভাবে শব্দভান্ডার বৃদ্ধি ।
৩য় ধাপ	শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্ন করবেন— এটা কী রং?	প্রত্যক্ষভাবে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি ও রঙের নাম শেখা
সম্প্রসারণ	ক্রমের ধারণা ও দক্ষতা গাঢ়, অন্ধকার, হালকা, হালকাতর, ও হালকাতম এইভাবে ক্রমের বিন্যাস শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন বস্তু রং, আকৃতির ভিত্তিতে দলে ভাগ করা ও শ্রেণিবিন্যাস করা	তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের দক্ষতা দুই বা তিন ধরনের ধারণার শ্রেণিবিন্যাসের দক্ষতা

যেকোনো শিখন বিষয়েই উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হতে পারে।

শিশুদের ব্যবহার ও নিয়মানুবর্তিতা

'না' শব্দের ব্যবহার যথাসম্ভব কম করা বা না করা।

শিশু কোনো দুষ্টুমি বা অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করলে তার অপকারিতা ব্যাখ্যা করা এবং আদর করে ক্রমাগত ধৈর্য ধরে সংগতিপূর্ণ ব্যবহার করা।

অপর দিকে শিশুটি যা যা ভালো কাজ করছে তার জন্য ওকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, এভাবে সদর্থক সক্রিয়তার সাহায্যে নিজে থেকেই শিশুর কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাবে বা উন্মুখ হবে।

শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পর্যবেক্ষণ করে গুরুত্ব দেওয়া। কোনো কোনো শিশু গোড়া থেকেই অংশগ্রহণ এবং প্রতিফলন দেখায়। আবার অন্যরা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় থাকে। দু ক্ষেত্রেই শিখন পদ্ধতি হতে থাকে। এই বয়েসে শিশুদের এই মানসিক পরিসরটা দান করা খুব জরুরি। তা না হলে তাদের স্বাভাবিক শিখন প্রক্রিয়াটি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়।

ভাবমূলভিত্তিক শিখন : হাতে কলমে কাজের পরিকল্পিত নমুনা

এক থেকে চার সপ্তাহ ॥ ভাবমূল : স্বাস্থ্য ও সুস্থতা

স্বাস্থ্য ও সুস্থতা

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ

স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান, সুস্থ শরীর, মন ও চেতনার বিকাশ, সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা, ন্যায় - নীতি - মূল্যবোধ ও সত্যকে অবলম্বন করে মহোত্তর জীবনের চেতনা বোধ

নান্দনিক বিকাশ

সৌন্দর্যের চেতনা ও পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব, সুন্দর স্বাস্থ্য, সুন্দর পরিবেশ ও সুন্দর দেহ মনই সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার- এই বোধের উন্মেষ

শারীরিক বিকাশ

দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ানো, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নিজের যত্ন নেওয়া, যতটা সম্ভব নিজের কাজ নিজে করা, পরিবারের কাজে সাহায্য করা, পরিবেশের যত্ন নেওয়া, দেহের নিয়ন্ত্রণ, পেশি সঞ্চালন

ভাষার বিকাশ

শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, দৈনিক কর্মসূচিতে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান, নিজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে জ্ঞান ও তা প্রকাশ করার ক্ষমতা

বৌদ্ধিক বিকাশ

শরীর ও মনের বিভাজন, অঙ্গ প্রতঙ্গের ব্যবহার, জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্পর্কে ধারণা ও তার ব্যবহার, খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে জ্ঞান, পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুণাগুণ

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। হাত ধোওয়ার পর্যায়

শিক্ষক/শিক্ষিকা এবার পুরো কাজটি সম্পন্ন করবেন। তারপর শিশুরা নিজেরা করবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে :

(ক) হাতদুটি জলে ভেজাও
এবার হাতে সাবান লাগাও।

(খ) হাত ঘষো বারে বারে
ফেনা তোলো মন ভরে।

(গ) আঙুলের ভেতর আঙুল চালাও
আঙুলের সব ময়লা ভাগাও।

(ঘ) আঙুলের ডগা ঘষো চেটোয়
নখের ময়লা সহজে বেরোয়।

(ঙ) ভালো করে হাত ধুয়ে নাও
সবার শেষে হাত মুছে নাও।

২। বসা

মেরুদন্ড সোজা রেখে পা গুটিয়ে আসনে বসা। পরবর্তী পর্যায়ে চোখ বন্ধ রেখে দু মিনিট নীরবে বসা এবং পরিবেশে যা যা শব্দ ভেসে আসছে শোনার চেষ্টা করা যেতে পারে।

৩। খেতে বসা ও গ্রাস তোলা

ক) মেরুদণ্ড সোজা রেখে পা গুটিয়ে আসনে বসতে হবে।
খ) আঙুলের প্রথম করগুলিকে ব্যবহার করে অল্প পরিমাণে খাবার তুলতে হবে, (জামা কাপড়ে না লেগে যায়)।
গ) খাদ্য চিবিয়ে খেতে হবে।
ঘ) খাবার সময় কথা বলা উচিত নয়।
ঙ) খাওয়ার শেষে ১৫ মিনিট বাদে জল খেতে হবে।

৪। রাস্তায় চলা

ক) পথের বাঁ দিক ঘেষে চলাতে হবে।
খ) ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে তাকিয়ে তবে রাস্তা পার হতে হবে।

৫। প্রভাত ফেরি

শিক্ষক/শিক্ষিকা শিশুদের নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পেরিয়ে রাস্তায় চলার অভ্যাস শেখানোর জন্য বিশেষ কর্মসূচি নিতে পারেন। যুব দিবস (১২ জানুয়ারি), প্রজাতন্ত্র দিবস (২৬ জানুয়ারি), ভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি) ইত্যাদি উপলক্ষ্যে 'প্রভাত ফেরি'র আয়োজন করা যেতে পারে।

৬। জল ঢালার কাজ

একটি ছোটো জগে বা মগে জল নিয়ে ৪-৬ টা গ্লাসে তা সমান করে ঢালা এবং পুনরায় সবকটি গ্লাসের জল জগে ঢালা। একটি কাপড়ের টুকরো বা রুমাল রাখতে হবে জল বাইরে এলে মোছার জন্য।

- হাত ও চোখের যুগ্ম সঞ্চালন
- হাত ও পা দিয়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম কাজ করার সামর্থ্যের বিকাশ
- কম বেশির ধারণা
- পরোক্ষ 'ভাগ' প্রক্রিয়ার ধারণা
- দৈনন্দিন জীবনের কাজের দক্ষতা
- স্বাধীনভাবে কাজ করার আনন্দ ও দক্ষতা

৭। খাবার পরিবেশন

খাবার পরিবেশন, জল দেওয়া এই সমস্ত কাজ শেখানো হবে। মিড-ডে মিলের সময়টা ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮। চার্ট বানানো

(ক) স্বাস্থ্যকর খাদ্য- ফল, সবজি, দুধ, ডাল রুটি ইত্যাদি। (খ) সুঅভ্যাস- দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ানো, নখকাটা, বাগান করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়দুটির ওপর ছবি জোগাড় করে কেটে এবং আঠা দিয়ে বড়ো একটা আর্ট পেপার সেঁটে চার্ট বানাতে হবে। ছবি আঁকাও যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের চোখের level এ টাঙাতে হবে। দেখতে দেখতে শিশুদের মনে তার প্রভাব পড়বে।

৯। হাত ও পায়ের ছাপ তোলা

শিশুরা নিজেদের দুটি হাত ও দুটি পা পেনসিল বা চকের সাহয্যে কাগজে বা মেঝেতে রেখচিত্র অঙ্কন করবে। তারপর রঙিন পেনসিল বা রঙিন ক্রেয়ন দিয়ে ভরবে। শিশুরা কাগজে পেনসিলের সাহায্যে বা মেঝেতে চক বা ভেজানো তিলক মাটি সহকারে নিজেদের হাত পায়ের ছাপ নেবে এবং ডান বাম এর ধারণা করবে এবং শিখবে।

১০। ডান-বাম শেখার ছড়া

আমার আছে দুটো হাত
ডান আর বাঁ
কাজ করে দুটো হাত
ডান এবং বাঁ
ডান সে যেদিকে থাকে
ডানদিক বলে তাকে
বাঁ হাত বামদিকে
ডান-বাঁ রাখো শিখে।

১১। খেলা

'বন্ধু বলছে' খেলা

'বন্ধু বলছে দাঁত মাজো' সবাই দাঁত মাজবে

'বন্ধু বলছে চুল আঁচড়াও' সবাই চুল আঁচড়াবে

কিন্তু যদি বলা হয় **'উঠে দাঁড়াও'** তাহলে কেউ সেই-নির্দেশ পালন করবে না। যদি **'বন্ধু বলছে'** বলে নির্দেশ দেওয়া হয় তবেই তা পালন করা হবে। যে ভুল করবে তাকে গান / নাচ / ছড়া / কবিতা কিছু বলতে বলা হবে বা জীবজন্তুর আচার আচরণ, ডাক ইত্যাদির ভান করতে বলা হবে।

১২। গান, গল্প, ছড়া

শিক্ষক/ শিক্ষিকা উপযুক্ত গান, গল্প, ছড়া নির্বাচন করে শিশুদেরকে শোনাবেন, শেখাবেন। গল্পের শেষে প্রশ্ন করবেন।

'আমরা সবাই রাজা'—রবীন্দ্রসংগীতটি শেখা হবে।

সচেতনতা বিষয়ক ছড়া

সকালবেলা উঠে মোরা
দাঁতটি মাজি ভাই
দাঁত না মেজে খাবার জিনিস
মুখে দিতে নাই
ময়লা হাতে খেলে পরে
পেটের অসুখ হবে
নখটি কেটে হাতটি ধুয়ে
তবে খেতে হবে।
হেথায় সেথায় থুথু ফেলে
নোংরা করব না
চুল আঁচড়ে চিরুনিতে
ময়লা রাখব না।
ধুলোবালি নাকে গেলে
সর্দি-কাশি হবে
ধুলোর মাঝে চলতে গেলে
নাক ঢাকতে হবে।
চলব সোজা বসব সোজা
নইলে কুঁজো হবে।
সত্যি বুড়ো হবার আগে
দেখতে বুড়ো হবে।

পাঁচ থেকে আট সপ্তাহ ॥ ভাবমূল : আমি ও আমার পরিবার

আমি ও আমার পরিবার

ভাষার বিকাশ

পরিবার সম্পর্কে ধারণা ও শব্দভাণ্ডার। আমি, বাবা, মা, ভাইবোন, দাদু ঠাকুমা, তাদের নাম, বন্ধু, ও তাদের প্রতি, দায়িত্ব, পছন্দ অপছন্দ, অনুভূতি, বাসস্থান, প্রতিবেশী, বিদ্যালয়- আমি সংক্রান্ত যাবতীয় শব্দ।

নান্দনিক বিকাশ

নিজের অস্তিত্বের চেতনা। পরিবার সমাজের একক—এই বোধ জাগরণ, সুন্দরকে সুন্দরতর করার বৃহত্তর প্রচেষ্টা।

শারীরিক বিকাশ

শরীরের বিভিন্ন অংশ চেনা ও তার ব্যবহার। বয়ঃক্রম অনুসারে শিশু, বালক, যুবক-বৃদ্ধের ধারণা, পরিবারের সদস্য ও নিজের যত্ন নেওয়া।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ

নিজের অনুভূতি বোঝা। পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও পারস্পরিক আদানপ্রদান বোঝা। সুঅভ্যাস গড়ে তোলা, পরিবারের সকলের জন্য ভালো চিন্তা, সাহায্যের হাত বাড়ানো, বিদ্যালয় ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ও যত্নশীল হওয়া।

বৌদ্ধিক বিকাশ

সম্পর্ককে বিশেষভাবে বোঝা। পরিবারের কার কী ভূমিকা বুঝতে পারা, দৈনন্দিন কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা, পর্যায়ক্রমিক চিন্তা, বয়স অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস, ছোটো বড়ো বোঝা, নিজেকে পরিবার তথা সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা, অস্তিত্বের চেতনা।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। রঙের কার্ডে পরিবারের সদস্য চেনা

উপযুক্ত বয়স : ৫ বৎসর

উপকরণ : লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, সাদা, কালো, কমলা, গোলাপি, খয়েরি, ধূসর, বেগুনি রঙের একটু শক্ত কাগজ (পোস্টকার্ড সাইজ)

পূর্ববর্তী ধারণা : রং নিয়ে কাজ করার সুযোগ।

আগ্রহের ক্ষেত্র : রং এর বৈচিত্র্য এবং অভিনবভাবে রংকে সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা।

সময়সীমা : ১ সপ্তাহব্যাপী (অন্তত)

পদ্ধতি:

প্রথম ধাপ - শিক্ষক/শিক্ষিকা বিভিন্ন রঙের কার্ড দেখাবেন এবং রঙের নাম বলবেন। আশা করা যায় শিশুরা মোটামুটি রং চিনবে। যদি না চেনে সেক্ষেত্রে 'তিন ধাপের শিখন' (3 step lesson— পূর্বে দেওয়া আছে) এর সাহায্যে রং চেনাবেন।

দ্বিতীয় ধাপ - রং চেনা হয়ে গেলে পরিবারের সদস্যদের সম্বন্ধে শিক্ষক/শিক্ষিকা কথা বলবেন। তারপর তিনি একটি মোটা কালো কালির একটি পেন ব্যবহার করে ঐ রঙিন কার্ড থেকে বিশেষ রংকে বিশেষ সদস্যের সংকেত হিসাবে বেছে নেবেন। ধরা যাক লাল রঙের কার্ডে লিখবেন এবং আঁকবেন 'বাবা', নীল রঙে 'মা', হলুদ রঙে 'ভাই', সবুজ রঙে 'বোন' এভাবে একের পর এক লিখে যাবেন এবং আঁকবেন। তারপর প্রথম চারটে কার্ড বেছে নেবেন-বাবা-মা-ভাই-বোন শিশুদের মধ্যে থেকে বলতে হবে এই কয়জনের নাম এক এক করে। শিশুরা বাবা বললে শিক্ষক/শিক্ষিকা 'বাবা' লেখা কার্ডটি তুলে দেখাবেন। এভাবে কয়বার পুনরাবৃত্তির পর শিক্ষক/শিক্ষিকা সদস্যের নাম বলবেন— শিশুরা রঙের সংকেত মনে রেখে এবং ছবি দেখে কার্ড ওঠাবার চেষ্টা করবে। ধীরে ধীরে ছবি ও রং মিলিয়ে এবং নাম শোনার ক্রমাগত প্রভাবে শিশুরা 'সদস্য'র নাম বলা মাত্র ঠিক কার্ড ওঠাতে পারবে।

তৃতীয় ধাপ - ধীরে ধীরে কার্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে দাদু, ঠাকুমা, মামা-মাসি, কাকা-পিসি এদের নামও যোগ করতে হবে।

সম্প্রসারণ : প্রতিটি শিশুর পরিবারে সদস্য কারা আছে জানতে চেয়ে সেই সেই কার্ড তার হাতে দিতে হবে। তারপর শিশু গোনার চেষ্টা করবে এবং শিক্ষক/ শিক্ষিকা গুনে একটি সদস্যের কার্ড তাকে দেবেন। এভাবে শিক্ষক/ শিক্ষিকা যথাযথ প্রয়োগ অনুসারে সম্প্রসারণ করে নেবেন।

উদ্দেশ্য : পরিবারের সদস্যদের নাম বলতে শেখা।

বিকাশের ক্ষেত্র :

ভাষার বিকাশ— শব্দভাণ্ডার- বাবা মা, ভাই বোন, মামা মাসি, কাকা পিসি, দাদু, ঠাকুমা ইত্যাদি। প্রাক্‌পঠন দক্ষতা।

বৌদ্ধিক বিকাশ— সাধারণ জ্ঞান, রঙের পরিচিতি, গুনতে শেখা, সংখ্যা চেনা, পারস্পরিক সংযোগ।

নান্দনিক ও সৃজনশীলতা — রঙের আকর্ষণ বৈচিত্র্য।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক — সমাজের একক এক একটি পরিবার এই ধারণার উন্মেষ সদস্যদের মধ্যে বন্ধন ও মৈত্রী, ভালোবাসা।

শারীরিক— রঙিন কার্ড ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ের 'শ্রাব্য ও দৃশ্য' মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা। বিভিন্ন বিষয় শেখানোর সময় বুঝিয়ে দিয়ে রং বা আঙুলের ব্যবহার আমরা স্মরণশক্তি শ্রাব্য ও দৃশ্যের মধ্যে সম্পর্ক টানা।

২। নাম লেখা রঙিন কার্ডের খেলা

উপযুক্ত বয়স : অন্তত পাঁচ বৎসর।

উপকরণ : রঙিন কাগজের কার্ড (১নং কাজের অনুরূপ)।

পূর্ববর্তী ধারণা : 'আমার পরিবারের সদস্য' সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের প্রথম পাঠ।

আগ্রহের ক্ষেত্র : খেলার মজা ও আনন্দ।

সময়সীমা : যেরকম খেলা হবে।

পদ্ধতি :

নামলেখা রঙিন কার্ডের পেছনে কাঠি লাগিয়ে একটি করে কার্ড একটি করে শিশুকে দিয়ে কানে কানে বলে দেওয়া 'তুমি বাবা মাকে খুঁজে আন', 'তুমি ভাই, বোনকে খুঁজে আন'। শিশুরা শিক্ষক/শিক্ষিকার নির্দেশ মতো জোড়ের খোঁজ করবে। শিশুরা প্রত্যেকের কাছে গিয়ে গিয়ে কানে কানে জিজ্ঞাসা করবে 'তুমি কে' এই ভাবে জোড় পাওয়া গেলে হাত ধরাধরি করে তারা শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে আসবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা বোর্ডে লিখে রাখবেন জোড়ের প্যাটার্ন। যেমন : বাবা-মা, মামা-মাসি, ভাই-বোন, কাকা-পিসি, দাদু-ঠাকুমা ইত্যাদি। জোর ইচ্ছা মতো বানানো যেতে পারে— বাবা-কাকা, মাসি-পিসি ইত্যাদি।

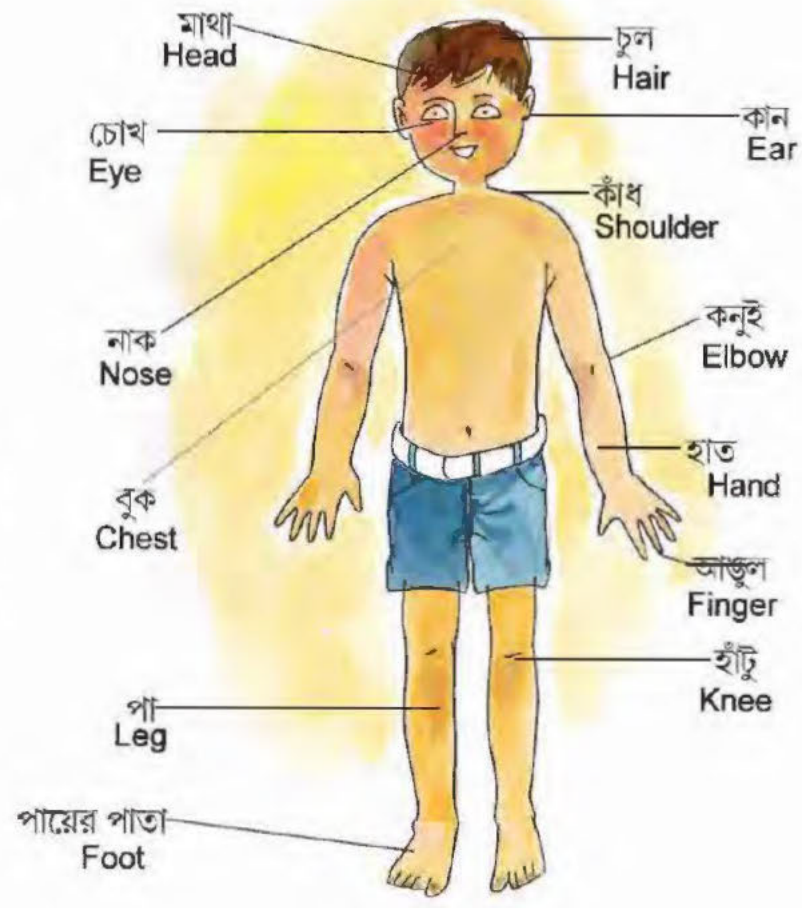

এই খেলা খেলতে শিক্ষক/শিক্ষিকা একটু লম্বা কাঠি ব্যবহার করতে পারেন, বা সুতো দিয়ে কার্ডগুলো বাচ্চাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতে পারেন। অথবা শুধুই বাচ্চারা উঁচু করে কার্ডটিকে ধরে তাদের পার্টনার খুঁজতে চেষ্টা করবে।

সম্প্রসারণ : পরবর্তীকালে কার্ডে নামের পাশে ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিকাশের ক্ষেত্র :

ভাষার বিকাশ— পার্টনার বা সাথি সম্পর্কে বোধ, প্রাক্ পঠনের দক্ষতার প্রয়োগ শব্দভাণ্ডারের পুনঃশিখন (reinforcement)।

বৌদ্ধিক বিকাশ — স্মরণশক্তির অনুশীলন জোড় বা Pair এর ধারণা। পরবর্তীকালে জোড় বিজোড় সংখ্যার ধারণা/তৈরিতে পরোক্ষ অবদান/ খেলার ছলে জীবনশৈলীর উন্নয়ন।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ — বন্ধুত্বার অনুভূতি ও বন্ধন, খেলার আনন্দ (Socialization skills)।

শারীরিক বিকাশ — সীমিত জায়গায় দেহের নিয়ন্ত্রিত চলাফেরার দক্ষতা। চোখ এবং অন্যান্য পেশির সম্মিলিত ব্যবহার।

নান্দনিক বিকাশ — নিজেদের প্রয়োজনেই খেলার আনন্দে ভরা প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে সুন্দর করে বানাবে এবং সংরক্ষণ করবে। কার্ডে নামের পাশে পরবর্তীকালে ছবি কেটে লাগানো যেতে পারে তাকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য।

৩। আঙুল ও বালির কাজ

উপযুক্ত বয়স : ৫ বৎসর

উপকরণ : একটি ট্রে বা থালা এবং বালি

পূর্ববর্তী ধারণা : কিছু না

আগ্রহের ক্ষেত্রে : বালি নিয়ে খেলা

পদ্ধতি : একটি ট্রেতে বা থালায় বালি নিয়ে শিশুরা আঙুল সঞ্চালন করবে। তারপর সোজা, বাঁকা, আঁকাবাঁকা, উপর নীচে বর্ণমালার অনুকরণে বালিতে লিখতে চেষ্টা করা হবে।

উদ্দেশ্য :

প্রত্যক্ষ : প্রাক্ লিখন শিক্ষা

পরোক্ষ : বৈচিত্র্যময় অনুভূতিসহ হাত ও চোখের সমন্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন অন্তরের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

সম্প্রসারণ : মাটিতে গাছের ডাল দিয়ে একই কাজ করা

৪। তিলকমাটির ছবি

উপযুক্ত বয়স : ৫-৬ বৎসর।

উপকরণ : তিলক মাটি, বড়ো মোটা কাগজ (রঙিন), জল ও জলের পাত্র।

পূর্ববর্তী ধারণা : তিন আঙুলের (**Pencil grip**) মিলিত প্রয়োগে বস্তু ধরতে পারা।

আগ্রহের ক্ষেত্র : সৃষ্টিশীলতা

পদ্ধতি : একটি মাঝারি পাত্রে জল নিতে হবে। তারপর তিলক মাটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে কাগজে বিভিন্ন দাগের সাহায্যে ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে। মেঝেতেও একই পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য :

প্রত্যক্ষ — পেনসিল গ্রিপের দক্ষতা, সৃষ্টিশীলতা, হাত ও চোখের সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণ।

পরোক্ষ — প্রাক্ লিখন।

সম্প্রসারণ : নানা অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, বিভিন্ন দালান উঠানে আলপনা দেওয়া যেতে পারে।

৫। আঁকিবুকি ও কোলাজ

উপযুক্ত বয়স : ৫ থেকে ৬ বৎসর।

উপকরণ : খবরের কাগজ, ক্রেয়ন বা রং পেনসিল, আঠা, সাদা কাগজ।

পূর্ববর্তী ধারণা : নেই।

আকর্ষণের ক্ষেত্র : রং ও সৃষ্টি।

পদ্ধতি : টুকরো টুকরো খবরের কাগজ নিয়ে নানা রঙের ক্রেয়ন বা রং পেনসিলের সাহায্যে আঁকিবুকি কাটতে হবে, এমন ভাবে যেন পুরো অংশটাই ভরে যায়। তারপর রং করা খবরের কাগজ ছোটো ছোটো টুকরো করে রং অনুযায়ী আলাদা করে সংগ্রহ করতে হবে। দু দিকেই একই রং দিয়ে আঁকিবুকি করা হলে ভালো হয়। তারপর সাদা কাগজে শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি ছবি এঁকে দেবেন। শিশুরা ছবির রঙের সূত্র ধরে ছেঁড়া রং করা কাগজের টুকরোগুলি আঠা দিয়ে লাগাবে এবং সম্পূর্ণ কোলাজ তৈরি করবে।

উদ্দেশ্য :

প্রত্যক্ষ — রঙের জ্ঞান ও ব্যবহার, চোখ ও হাতের সংযোগ, প্রাক্ লিখন দক্ষতা/ মোটর অঞ্চলের বিকাশ/ মনোযোগ, ধৈর্য, দলে কাজের অভিজ্ঞতা।

পরোক্ষ — নান্দনিক চেতনা ।

সম্প্রসারণ : গাছের পাতা, তুলো, বোতাম, বীজ সবকিছুর সমন্বয়েই কোলাজ যেতে পারে।

৬। জল ঢালার কাজ

উপযুক্ত বয়স : ৪ থেকে ৬ বছর

উপকরণ : জলের মগ ও ছোটো ছোটো ৪/৬ টা কাপ বা গেলাস, না থাকলে মগ এবং অপেক্ষাকৃত ছোটো চারটে পাত্র, ছোটো একটা তোয়ালে বা রুমাল।

পূর্ববর্তী ধারণা : কিছু না।

পদ্ধতি :

জগে জল ভর্তি করে ছোটো ছোটো কাপ বা গ্লাসের সাথে রাখতে হবে। শিশুরা চেষ্টা করবে জল না ফেলে ছোটো ছোটো পাত্রে সমানভাবে জল ঢালতে। পুনরায় ছোটো পাত্র থেকে বড়ো পাত্রে জল ঢালা হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন জল না ছড়ায়। একটু জল গড়ালে কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে, যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজটা সম্পন্ন হয়।

আকর্ষণের ক্ষেত্র : শিশুরা জল নিয়ে খেলতে ভালোবাসে।

উদ্দেশ্য :

প্রত্যক্ষ— চোখ ও হাতের সংযোগ, হ্রাস বৃদ্ধির জ্ঞান, দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগবে এমন কিছু গুণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি খেলার ছলে কাজের মানসিকতা।

পরোক্ষ — যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ সম্পর্কে প্রাক্ ধারণা।

সম্প্রসারণ : পাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, গুনতে শেখানো, সমান ভাগে-ভাগ করার ধারণা এবং কয় ভাগে ভাগ করা হলো দেখানো, রঙিন জলের ব্যবহার।

নয় থেকে বারো সপ্তাহ ॥ ভাবমূল : গাছপালা

গাছপালা

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ
গাছপালার উপকারিতা
গাছপালার প্রতি যত্ন নেওয়া
সবুজের মাহাত্ম্য
গাছপালার সান্নিধ্য এবং মনে ও শরীরে তার প্রভাব ও গুরুত্ব, সবুজকে সংরক্ষণের চেতনা।

নান্দনিক চেতনার বিকাশ
গাছপালা, বন, জঙ্গল, ঘাস ইত্যাদির ছবি আঁকা, রং করা, কোলাজ বানানো, হাতের কাজের মাধ্যমে গাছপালার কাজ করা, চার্ট তৈরি করা, সবুজের সৌন্দর্য ও প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা।

শারীরিক বিকাশ
বন-জঙ্গল, গাছপালার ছবি আঁকা, রং করা, বৃক্ষরোপণ করা গাছে জল দেওয়া ও যত্ন নেওয়া। গাছের মতো সেজে খেলা ও ঘাসে হাঁটা।

ভাষার বিকাশ
গাছের বিভিন্ন অংশের নাম জানা। স্বাদ, গন্ধ, রং প্রভৃতি, এক বীজ, বহুবীজ অঙ্কুরোদ্‌গম, বৃদ্ধি, উপকারিতা, গাছ থেকে তৈরি বিভিন্ন ওষুধের নাম।

বৌদ্ধিক বিকাশ
গাছের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানা ও বোঝা গাছের শ্রেণিবিভাগ, রং, গন্ধ, ঋতু অনুযায়ী গাছের প্রকৃতি বোঝা, বীজ থেকে গাছ হয় জানা। গাছ সজীব পদার্থ জানা। বেঁচে থাকার জন্য জল, হাওয়া, আলো এবং পুষ্টি প্রয়োজন প্রভৃতি জানা।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। জড় ও সজীব

উপকরণ : একটি বোতাম, একটি ছোলা, দুটো জলের পাত্র, জল ও দুটো মাটি সমেত টব।

পুর্ববর্তী ধারণা : বোতাম ও ছোলা চেনা।

পদ্ধতি : শিক্ষক/শিক্ষিকা বোতাম ও ছোলার বীজকে আলাদা করে দুটি জলের পাত্রে ডোবাবেন। ছোলাবীজটির অঙ্কুরোদ্গম হওয়ামাত্র বোতাম এবং ছোলাবীজটি আলাদা করে দুটো মাটির টবে পুঁততে হবে এবং মাটি ভেজা রাখতে হবে ও নিরীক্ষণ করতে হবে। দু/চার দিন পরে দেখা যাবে বোতাম পোঁতা টবটিতে কিছুই পরিবর্তন হবে না। অপরদিকে ছোলাবীজ থেকে নতুন চারাগাছ জন্মাবে।

উদ্দেশ্য : কৌতূহল জাগিয়ে শিশুদের আগ্রহী করা।

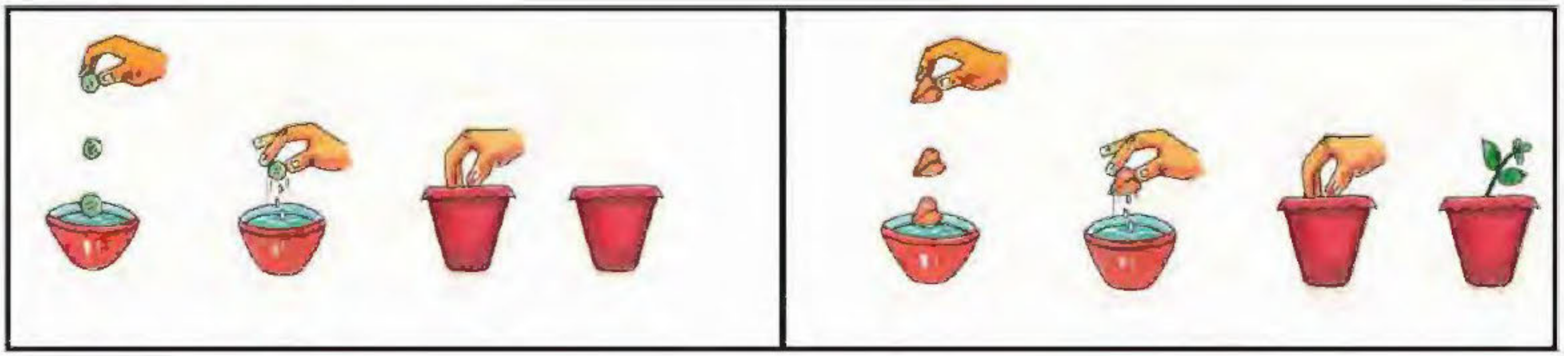

বিকাশের ক্ষেত্র :

ভাষার বিকাশ — শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি।বোতাম, বীজ, জল, মাটি, টব, পাত্র, বাটি, অঙ্কুরোদ্গম, চারাগাছ, উদ্ভিদ জড় ও সজীব ইত্যাদি শব্দ।

বৌদ্ধিক বিকাশ — জড় ও সজীব সম্পর্কে জ্ঞান, জড়ের ধর্ম, সজীবের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা। গাছের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে ধারণা বীজ থেকে গাছ হওয়ার পদ্ধতি জানা।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক — গাছের প্রতি ভালোবাসা, কৌতূহল ও পরিচর্যা পরিবেশে প্রকৃতিতে একাত্ম হয়ে আনন্দ লাভ করা।

নান্দনিক বিকাশ — সবুজের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য, ছবি আঁকা, রং করা।

শারীরিক বিকাশ — গাছের পরিচর্যা। বীজ থেকে গাছ হওয়ার পদ্ধতি শেখা এবং নিজের হাতে করা।

২। আঙুলে রং লাগিয়ে টিপ ছাপ দিয়ে ছবি

উপকরণ : জল রং এবং সাদা কাগজ

পদ্ধতি :

আঙুলে খয়েরি জল রং লাগিয়ে 'তর্জনী'র সাহায্যে লম্বা লম্বা দাগ টেনে গাছের কাণ্ড এবং শাখা করতে হবে। তারপর একই আঙুলে বিভিন্ন রকম সবুজ রং লাগিয়ে ছোপ ছোপ করে পাতার মতো করতে হবে।

সম্প্রসারণ : অন্যান্য রং ব্যবহার করে ফুল, ফল করা যেতে পারে।

বিকাশের ক্ষেত্র :

নান্দনিক বিকাশ — সৃজনশীলতা ও রঙের বৈচিত্র্যতার ধারণা। নান্দনিক দৃষ্টি ও বোধের উন্মেষ।

শারীরিক বিকাশ — হাত ও চোখের সম্মিলিত ব্যবহার ও সঞ্চালন। স্পর্শের মাধ্যমে আকার আকৃতির ধারণা সোজা, বাঁকা সম্পর্কে ধারণা।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ — রঙের মাধুর্য ও বৈচিত্র্যের আকর্ষণে হৃদয়বৃত্তির উন্নয়ন এবং আনন্দ ও আগ্রহ।

ভাষার বিকাশ — শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি।

বৌদ্ধিক বিকাশ — গাছের রং, আকার, আকৃতির প্রকৃতির ধারণা, সাধারণ জ্ঞান।

৩। গাছের বিভিন্ন অংশ চেনা

উপকরণ : পেনসিল, রং পেনসিল, কাগজ

পদ্ধতি : শিক্ষক/শিক্ষিকা পাশের ছবিটি বড়ো করে চার্ট পেপারে আঁকবেন। গাছের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করবেন। শিশুদেরকে বাগানে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা দেখাবেন। বড়ো করে আঁকা ছবিটি শিশুরা সবাই মিলে রং করবে এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা বিভিন্ন অংশের নাম লিখে দেবেন।

সম্প্রসারণ : শিক্ষক/শিক্ষিকা গাছের অংশ আলাদা করে এঁকে দেবেন এবং বিভিন্ন অংশের নাম বলা মাত্র শিশুরা সেই নির্দিষ্ট অংশগুলো দেখাবে। টুকরো করে প্রতিটি অংশের ছবি আলাদা কাগজে থাকবে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছবি আঁকার সাথে সাথে সত্যিকারের পাতা, ফুল, ফল, মূল, কাণ্ড বা শাখা দিয়েও কাজটি করাবেন।

শিশুরা নিজে ফুল, ফল, পাতা, কান্ড, মূল, আঁকার চেষ্টা করবে এবং সম্পূর্ণ গাছও আঁকতে চেষ্টা করবে।

বিভিন্ন ছবি থেকে গাছের অংশের ছবি সংগ্রহ করে চার্ট বানাবে।

বিকাশের ক্ষেত্রে :

ভাষার বিকাশ — শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি। গাছ, কাণ্ড, মূল, শিকড়, শাখা, প্রশাখা, ফুল, ফল, কুঁড়ি বড়ো-ছোটো, সরু-মোটা, হালকা-ভারী। গাছপালার বর্ণনা দেওয়ার দক্ষতা, ভাষার দক্ষতা।

বৌদ্ধিক বিকাশ — জড় ও সজীবের ধারণা, গাছের বিভিন্ন অংশ জানা, গাছের ভূমিকা, প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ — প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক, পরিবেশের যত্ন নেওয়া।

শারীরিক বিকাশ — বাগান পরিচর্যা, জল দেওয়া, মাটি খুঁচিয়ে দেওয়া, শুকনো পাতা জড়ো করা, বাগান পরিষ্কার করা।

বিদ্যালয় সংলগ্ন চারিপাশে প্রকৃতিতে যে বিভিন্ন ধরনের গাছ আছে, শিশুদেরকে দেখানো এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সুযোগ থাকলে বিভিন্ন গাছের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহ করার জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা শিশুদের নিয়ে Outdoor activity করতে পারেন। তারপর সংগৃহীত সামগ্রী দিয়ে দলবদ্ধ হয়ে নানা রকম হাতের কাজ এবং সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ করা হবে। ছোটো-বড়ো, লম্বা-খাটো, মোটা-সরু, বেশি-কম শেখানো হবে। গোনা এবং সংখ্যা ও পরিমাণের কাজ করা হবে।

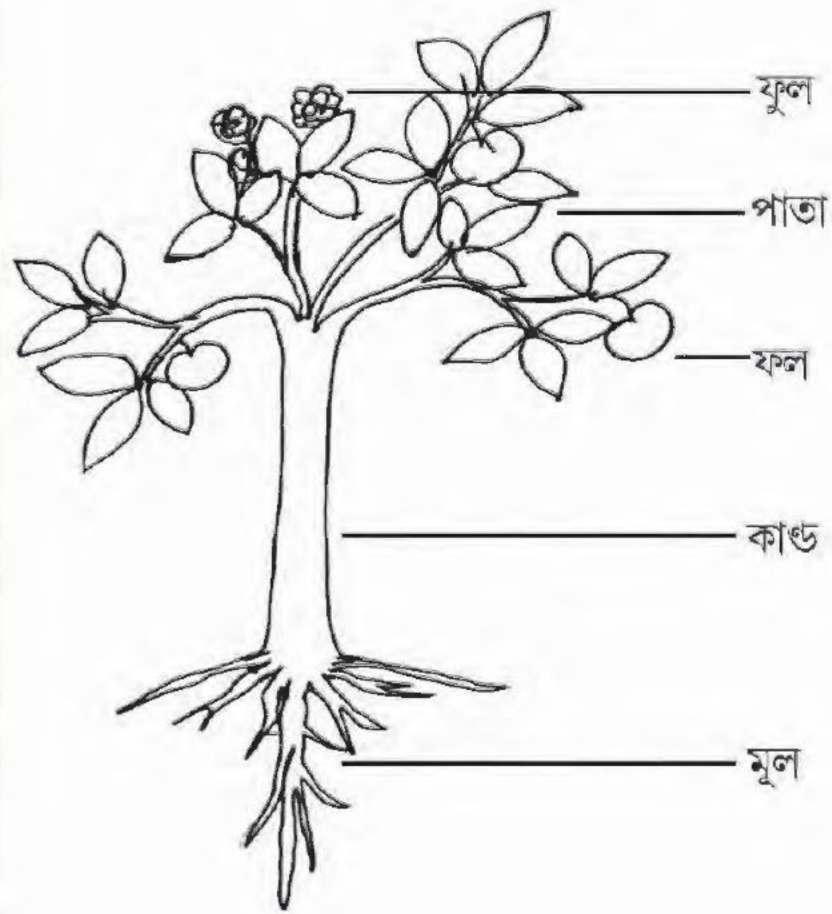

উদ্ভিদের চিত্র

তেরো থেকে ষোলো সপ্তাহ ॥ বিষয় : ফুল ফল সবজি

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। ফুল ফল সবজি শনাক্তকরণ

উপকরণ : ফুল, ফল, সবজির ফ্ল্যাশ কার্ড

পদ্ধতি : 'বলাবলির' সময় ফুল, ফল সবজি নিয়ে কথা বলতে হবে। ফ্ল্যাশ কার্ডের সাহায্যে ফুল ফল সবজির নাম শেখাতে হবে। প্রথম ভাষার সাথে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা (ইংরাজি)র পরিচয় করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আংশিক পাঠের মাধ্যমে শিখন অনেক ফলপ্রদ হবে। উদাহরণ— ১। এটা আম, এটা আপেল, এটা কলা। ২। আম দেখাও, আপেল দেখাও, কলা দেখাও। ৩। এইটা কী?—এই ভাবে বাংলা এবং ইংরাজি শব্দ নিয়ে কাজ হবে।

সম্প্রসারণ : ফুল, ফল, সবজির ফ্ল্যাশ কার্ড নিয়ে ফুলের ফ্ল্যাশ কার্ডগুলো এক জায়গায় করা, ফলের এবং সবজির ফ্ল্যাশকার্ডও অনুরূপভাবে এক জায়গায় করে ফুল, ফল, সবজির বিভাজন করা।

কোন ঋতুতে কোন সবজি, ফুল বা ফল পাওয়া যায় শেখানো হবে। তারপর শীতকালের ফল, সবজি, গ্রীষ্মকালের ফল ও সবজি এরকম করেও দলবধ্ব করা হবে।

রঙের ফ্লাশ কার্ড দেখিয়ে রং চেনানো এবং রঙের ভিত্তিতে ফুলকে আলাদা করা।

বিকাশের ক্ষেত্র :

ভাষার বিকাশ — নানান ফুল, ফল, সবজির নাম, রং, বিবরণ শেখা। ঋতুর নাম শেখা। ইংরেজি শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি।

বৌদ্ধিক বিকাশ — ফুল, ফল, সবজির পার্থক্য করা। দলবদ্ধ করা ও এক এক করে বাছাই করা।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ — পরিবেশ সচেতনতা, ফুল, ফল সবজির গুণাগুণ ও উপযোগিতা।

নান্দনিক বিকাশ — রঙিন আকর্ষণীয় ছবির সাহায্যে পরিবেশ পরিচিতি।

শারীরিক বিকাশ — পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও স্মরণশক্তির বিকাশ।

২। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা

ক) অনুভব করে বলা : একটা কাপড়ের ব্যাগ বা ঝোলার মধ্যে পাঁচটি ফল—আম, কমলালেবু, আপেল, কলা, আঙুর নেওয়া হলো। শিশুরা হাত ব্যাগের ভেতরে ঢুকিয়ে কী কী ফল আছে বলবে। কোনটার কীরকম ফুল তা বুঝবে ও বলবে। বড়ো ও ছোটো বলবে।

খ) স্বাদের কাজ : একটি টক ফল যেমন পাতিলেবু, কমলালেবু এবং একটি মিষ্টি ফল যেমন আম বা কলা, নিয়ে কাজটি করা যাবে। শিশুরা চোখ বন্ধ করে খাবে (শিক্ষক/শিক্ষিকা এক এক জন করে দেবেন) এবং বলবে কোনটা কী ফল, কোনটার কী স্বাদ, কোন স্বাদ শিশুর পছন্দ।

গ) দেখার কাজ : বিভিন্ন ফলের বীজ সংগ্রহ করে শিশুর সামনে রেখে ফলের নাম বলা। যেমন - সবেদা, আপেল, লিচুর বীজগুলি একত্রে রাখা থাকবে এবং শিশুর সামনে ফলগুলি পরপর সাজিয়ে রাখা হবে। শিশুর বীজগুলি আলাদা করে ক্রমানুসারে ফলের পাশে রাখবে।

ঘ) শোনা কাজ : বিভিন্নরকম পশুদের আওয়াজ বের করে বা ক্যাসেটের মাধ্যমে জীবজন্তুদের ডাক শুনিয়ে শিশুদের পশুটির নাম বলতে বলা। যেমন — বিড়াল, সিংহ, কুকুর ইত্যাদি।

ঙ) শোঁকার কাজ : কারিপাতা, তুলসীপাতা, গন্ধরাজ লেবু পাতা বা লেবু পাতা, তেজপাতা, পান পাতা নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা সকলকে পাতা ছিঁড়ে গন্ধ চেনাবেন ও নাম বলবেন তারপর তিনি শিশুদের ডাকবেন। শিশুটি চোখ বন্ধ করবে, শিক্ষক/শিক্ষিকা যে কোনো পাতা ছিঁড়ে শোঁকাবেন, শিশুরা পাতার নাম বলবে।

৩। বর্ণের কার্ড

ফুল ফল সবজির নাম চেনা হয়ে গেলে, বাংলা এবং ইংরাজি বর্ণের কার্ড নিয়ে প্রথম ধ্বনি অনুযায়ী জোড় বানানোর কাজ করতে হবে। ইংরেজিতেও একইভাবে করতে হবে।

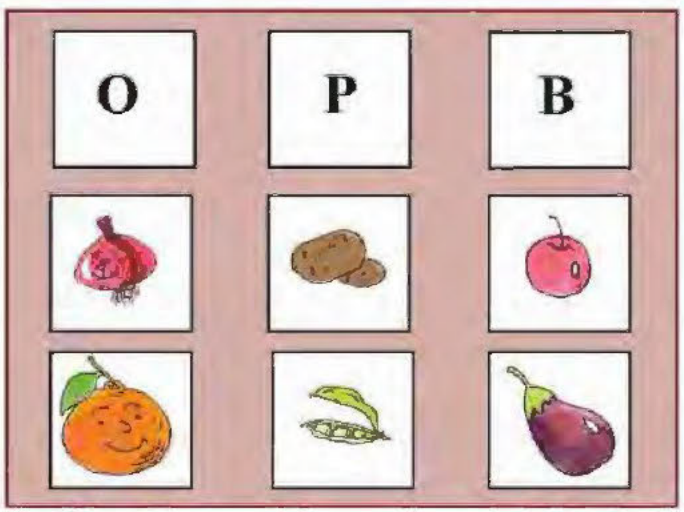

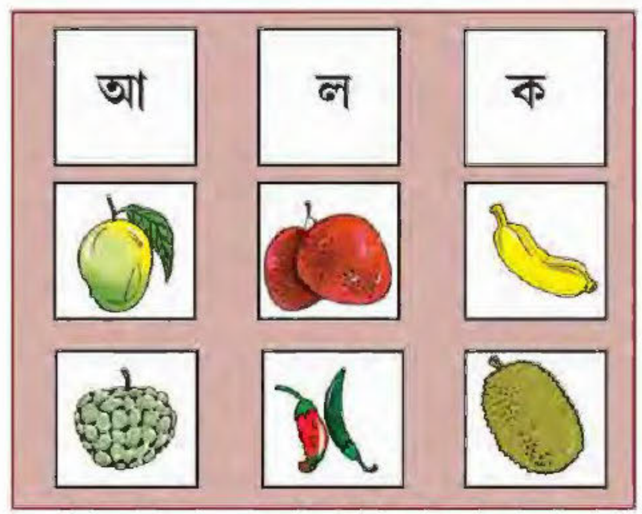

সতেরো থেকে কুড়ি সপ্তাহ ॥ ভাবমূল : ডাঙার পশু ও পাখি

ডাঙার পশু ও পাখি

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ

পশুপাখির থেকে কী উপকার পাই তা বোঝা, পশুপাখির প্রতি ভালোলাগা বোধ ও ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হওয়া। পশুপাখির প্রতি সহমর্মিতা, পশুপাখির যত্ন নেওয়া ও সংরক্ষণ।

শারীরিক বিকাশ

পশুপাখি সেজে খেলা
ডাক অনুকরণ
হাঁটা অনুকরণ
ওড়া অনুকরণ
মাটি দিয়ে পশুপাখি বানানো
পশুপাখির ছাপা ছবি কাটা ও সাঁটা।

নান্দনিক চেতনার বিকাশ

পশুপাখির ছবি আঁকা, রং করা, মাটি দিয়ে পশুপাখি বানানো পশুপাখির গান, গল্প, ছড়া নাটক করা। হাতের কাজের মাধ্যমে পশুপাখি বানানো।

ভাষার বিকাশ

নতুন শব্দভাণ্ডার

বিভিন্ন পশুপাখির নাম, শুঁড়, লেজ, পেখম, পালক, খুর, খড়্গ, লোম, শিং, বন্য, পোষা, গৃহপালিত, জীবনচক্র, ডিম, ছানা, খাদ্য, বাসস্থান, আকৃতি, প্রকৃতি, জঙ্গল, বন ইত্যাদি।

বৌদ্ধিক বিকাশ

বিভিন্ন পশুপাখিকে চেনা। ডাক, খাদ্য, বাসস্থান, আকার-আকৃতি, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান, বন্য ও পোষা পশুর তুলনা, পোকামাকড়ের সঙ্গে পশু ও পাখির তুলনা করতে পারা, প্রজাপতি, ব্যাং, হাঁস, মুরগির জীবনচক্র জানা, খাদ্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা, ইকোসিস্টেম সম্পর্কে ধারণা।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। বনের পশু ও গৃহপালিত পশু

উপকরণ : রঙিন পেনসিল, ক্রেয়ন, পেনসিল এবং সাদা কাগজ, ফ্ল্যাশ কার্ড এবং অন্যান্য সংগৃহীত ছবি।

১নং পদ্ধতি : শিক্ষক / শিক্ষিকা আকার আকৃতি চেনাবেন। প্রথমে বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ এবং আয়তক্ষেত্র। 'তিন ধাপ শিখনের' সাহায্য নেবেন। তারপর বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ এবং আয়তক্ষেত্র দিয়ে নানা রকম জন্তু এঁকে দেখাবেন। শিশুরা অনুকরণ করবে এবং রং করবে।

২নং পদ্ধতি : ১। শিক্ষক/শিক্ষিকা শিশুদের সব জীব জন্তুর ফ্ল্যাশ কার্ড দিয়ে বলবেন বনের পশুদের এক জায়গায় রাখতে এবং গৃহপালিত পশুদের এক জায়গায় রাখতে।

২। বনের পশু এবং গৃহপালিত পশু আলাদা করা হলে তারা কে কেমন করে ডাকে শেখানো হবে। শিশুরা অনুকরণ করবে।

পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষক / শিক্ষিকা পশুর নাম বলবেন বা ফ্ল্যাশ কার্ড তুলে দেখাবেন এবং শিশুরা তাদের ডাক অনুকরণ করবে।

৩। কোন পশুর কী বৈশিষ্ট্য — শিখবে।

৪। পশুদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম জানবে।

৫। ইংরেজি পরিভাষা শিখবে বাংলার সাথে সাথে।

৬। বিভিন্ন জন্তুর মতো চলা এবং অনুকরণ করা।

৭। 'আমি কে' খেলা।

আমি কে?

১। আমি গৃহপালিত পশু

২। আমি দুধ আর মাছ খেতে ভালোবাসি

৩। আমার গোঁফ আছে

আমি একটি.........

১। আমি সাদা রঙের পাখি
২। আমায় পোষা হয়, আমার ঝুটি আছে
৩। আমি কথা বলতে পারি
আমি একটি............

১। আমি বনে থাকি
২। আমার অনেক লম্বা গলা ও লম্বা লম্বা পা
৩। আমার গায়ে ছোপ ছোপ আছে
আমি একটি.........

১। আমি লম্বা একটি প্রাণী
২। আমার হাত পা নেই, বুকে ভর দিয়ে হাঁটি
৩। আমার ফনা আছে আমি 'হিস হিস' শব্দ করি
আমি একটি.............

১। আমি বনে থাকি
২। আমি ভীষণ বড়ো আর আমার কান গুলোও খুব বড়ো
৩। আমার লম্বা শুঁড় আছে
আমি একটি...........

১। আমি গৃহপালিত পশু, বাড়ি পাহারা দিই
২। আমি মাংস এবং হাড় খেতে ভালোবাসি
৩। আমি ঘেউ ঘেউ ডাকি
আমি একটি..........

১। আমি গৃহপালিত জন্তু
২। আমার শিং আছে ও আমি ঘাস খাই
৩। আমি দুধ দিই ও গোয়ালে থাকি
আমি একটি.............

বিকাশের ক্ষেত্র

ভাষার বিকাশ : পশুদের নাম, ডাক, বৈশিষ্ট্য জানা। বন জঙ্গল এবং লোকালয় সম্পর্কে জানা এবং বলতে পারা। কে কী খায় এবং ইকোসিস্টেম সম্পর্কে জানা।

বৌদ্ধিক বিকাশ : পশুদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথকীকরণ। বন জঙ্গল, লোকালয় এবং ভৌগলিক অবস্থান অনুযায়ি বিভিন্ন পশুর সম্পর্কে জানা, লেখা। পশুদের খাদ্য, বাসস্থান, চেহারা, আকৃতি, রং জানা। Riddle game খেলার সময়ে চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি।

নান্দনিক বিকাশ : আকর্ষণীয়, রঙিন ছবির প্রতি আগ্রহ।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক : বন জঙ্গল সম্পর্কে রহস্য, বিভিন্ন জন্তুর সম্পর্কে কৌতূহল, পরিবেশ সচেতনতা।

শারীরিক বিকাশ : বিশেষ জন্তুকে অনুকরণ, ডাকা, চলা ফেরা করা, অঙ্গ সঞ্চালন করা।

একুশ থেকে চব্বিশ সপ্তাহ ॥ ভাবমূল : জলের পশু ও পাখি

জলের পশু ও পাখি

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ

পশুপাখির উপকারিতা, ভালোবাসা ও সংরক্ষণ ইকোসিস্টেমের পরোক্ষ প্রভাব, যত্ন ও ভালোবাসা।

শারীরিক বিকাশ

পশুপাখি সেজে খেলা
ডাক অনুকরণ
হাঁটা অনুকরণ
ওড়া অনুকরণ
মাটি দিয়ে পশুপাখি বানানো
পশুপাখির ছাপা ছবি কাটা ও সাঁটা।

নান্দনিক চেতনার বিকাশ

পশু পাখির ছবি আঁকা, রং করা, মাটি দিয়ে পশুপাখি বানানো পশুপাখির গান, গল্প, ছড়া নাটক করা হাতের কাজের মাধ্যমে পশুপাখি বানানো।

ভাষার বিকাশ

বিভিন্ন জলের পশুপাখির নাম ও বৈশিষ্ট্য। বিশেষ অঙ্গ-প্রতঙ্গ/আচরণ, খাদ্য, আকৃতি ও প্রকৃতি এবং জলচর ও উভচর সম্পর্কে ধারণা।

বৌদ্ধিক বিকশ

পশুপাখি শনাক্তকরণ, বৈশিষ্ট্য, ডাঙার পশুপাখির সঙ্গে পার্থক্য, ইকোসিস্টেম জলচর ও উভচর প্রাণী সম্পর্কে এবং জীবনচক্র সম্পর্কে ধারণা।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। জলের পশুপাখি

উপকরণ : রঙিন পেনসিল, ক্রেয়ন, পেনসিল এবং সাদা কাগজ, ফ্ল্যাশ কার্ড এবং আরো সংগৃহীত ছবি।

১নং পদ্ধতি : শিক্ষক / শিক্ষিকা চারটি আকার নিয়ে কাজ করবেন। বৃত্ত, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র এবং আয়তক্ষেত্র — 'তিন ধাপ শিখন' তারপর নানান ধরনের জীবজন্তুর ছবি আঁকবেন আকৃতির সাহায্যে।

২নং পদ্ধতি : ১। জলের পশুপাখিদের নাম জানা ও চেনা।

২। মাছের বৈশিষ্ট্য — মাছের পাখনা কানকো, ফুলকা, আঁশ, হাঁসের লিপ্তপদ।

৩। উভচর প্রাণী ব্যাংকে নিয়ে আলোচনা। ব্যাঙের জীবনচক্র দেখানো। আগে পরে বোঝা।

৪। জলের প্রাণীদের ইংরেজি নাম শেখার কাজ ও চলবে।

৫। বিভিন্ন জন্তুর অনুকরণ এবং 'আমি কে' খেলা চলবে।

৬। ১ থেকে ৭ সংখ্যা চেনানো এবং তাতে পরিমাণ বসানো।

৭। দলভুক্তি এবং বাছাই — বন্য প্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী। জলের প্রাণী ও ডাঙার প্রাণী, পশু ও পাখি ইত্যাদি।

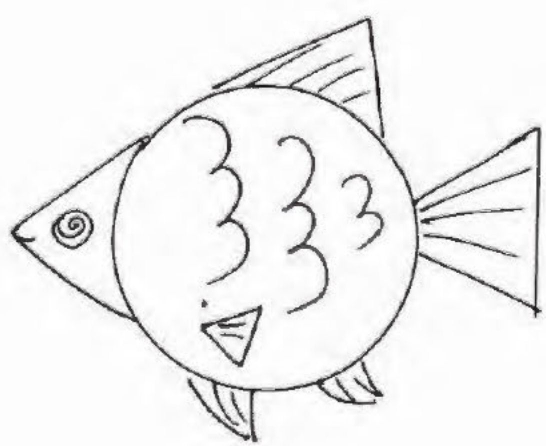

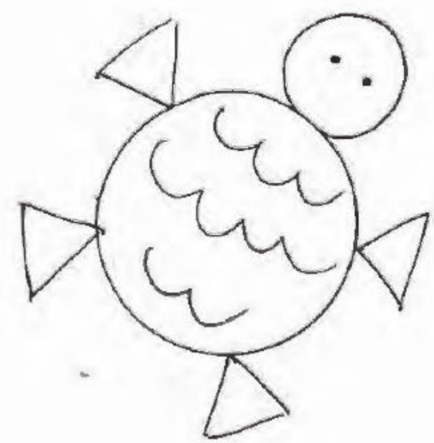

পঁচিশ থেকে আঠাশ সপ্তাহ ॥ বিষয় : যানবাহন

যানবাহন

সামাজিক ও হৃদয় ভিত্তিক বিকাশ
যান বাহনের উপযোগিতা বোঝা
পছন্দের যানবাহন সম্পর্কে বলা
কৌতূহল ও উত্তেজনা
আপনার প্রতি আগ্রহ ও
আকর্ষণ (এরোপ্লেন, জাহাজ
ইত্যাদি সম্পর্কে)।

নান্দনিক চেতনার বিকাশ
যানবাহনের ছবি আঁকা, রং করা,
খালি দেশলাই বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি,
বাস ইত্যাদি বানানো,
হাতের কাজের মাধ্যমে
সিগন্যাল, জাহাজ
ইত্যাদির কাজ।

শারীরিক বিকাশ
রেলগাড়ির মতো
হেঁটে খেলা, ছোটো বাই সাইকেল
চড়তে শেখা, মাটি দিয়ে বিভিন্ন
যানবাহন বানানো।

ভাষার বিকাশ
শব্দ ভাণ্ডার— যানবাহনের নাম,
জল, স্থল,আকাশ, জ্বালানি, পশুতে
টানা যান, নামার জায়গা, স্টেশন,
ব্যায়াম, চালক, চালকের নাম, ট্রাফিক
সিগন্যাল, যানবাহনের আওয়াজ।
হর্ন, বেল, টিকিট, পাইলট, চালক
কন্ডাক্টর, ক্যাপ্টেন।

বৌদ্ধিক বিকাশ
বিভিন্ন যানবাহন সম্পর্কে ধারণা। যানবাহনের
শ্রেণিবিভাগ। জল, ডাঙা ও আকাশে কোন
যান কীভাবে চলে জানা। চাকা, রেললাইন,
হাল ইত্যাদির জ্ঞান। ট্রাফিক সিগন্যাল। স্বল্প
দূরত্ব ও বেশি দূরত্ব অনুযায়ী যানের পার্থক্য ও
তুলনা।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। কাছের যান, দূরের যান

পদ্ধতি :

১। শিক্ষক/শিক্ষিকা বিভিন্ন যানবাহনের ছবি (**flash card**) নেবেন। অনেক দূরের জায়গা, কাছের জায়গা বোঝানো হবে। দরকার হলে মানচিত্রে আঞ্চলিক অবস্থান নির্দেশ করে অন্যান্য অবস্থানের তুলনা করা যেতে পারে। তারপর আকাশ, জল এবং স্থলপথে ব্যবহৃত বিভিন্ন যানের কথা বলতে হবে। তারপর শিক্ষিকা/ শিক্ষক মেঝেতে চক দিয়ে এক দিকে নিকটে বা কাছে যাওয়া যান অপর দিকে (ছোটো **column** এ) দূরে যাওয়ার যান লিখে দেবেন। শিশুরা তাদের ধারণা মতো যানবাহনের ছবিগুলো নির্দিষ্ট কলামে রাখবে।

২। বর্ণের কার্ডের মাধ্যমে প্রথম ধ্বনি অনুসারে যানবাহনের ছবি সাজানো এবং বলার কাজ করা হবে।

৩। বিভিন্ন যানবাহনের ছবি (ফ্লাশ এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা আরো সংগ্রহ করবেন) নিতে হবে। মাটিতে আকাশ, মাটি ও জলের জন্য আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট করতে হবে। তারপর শিশুরা যানবাহনের ছবি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবে। যেমন এরোপ্লেন হলে আকাশে, নৌকা হলে জলে...।

৪। জ্বালানির সাহায্যে চলা যানবাহন এবং মানুষ দ্বারা চালিত যানবাহনের সম্পর্কে কথাবার্তা অথবা বাছাইয়ের কাজ।

বিকাশের ক্ষেত্র :

ভাষার বিকাশ — শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, জায়গার নাম জমা জানা, মানচিত্রকে জানা।

বৌদ্ধিক বিকাশ— কাছে, দূরে, আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির নিদর্শন সম্পর্কে ধারণা।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ— কৌতূহল, আগ্রহ ও আজানাকে জানার আকাঙ্ক্ষা।

নান্দনিক বিকাশ— রঙিন, আকর্ষণীয় যানবাহনের ছবি, হাতের কাজের আনন্দ।

শারীরিক বিকাশ— বিভিন্ন ছবি দেখে চেনা, নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে গিয়ে বসানো চোখ ও হাতের সম্মিলিত সঞ্চালন, সমগ্র দেহের নিয়ন্ত্রণ।

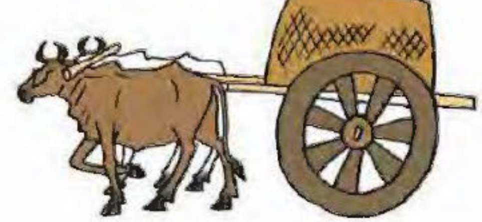

উনত্রিশ থেকে বত্রিশ সপ্তাহ ॥ বিষয় : সমাজে সাহায্যকারীর ভূমিকা

সমাজে সাহায্যকারীর ভূমিকা

সামাজিক ও হৃদয় ভিত্তিক বিকাশ
সামাজিক চেতনা, পরের প্রয়োজনে পাশে থাকে, সমানুভূতি, সমবেদনা সহমর্মিতা সমাজিক দায়িত্ব।

নান্দনিক চেতনার বিকাশ
ছবি আঁকা, কোলাজ করা, চার্ট করা, পাপেট বানানো, গল্প নাটক, গান শেখা।

শারীরিক বিকাশ
বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম, ছবি কেটে বা এঁকে চার্ট বানানো পাপেট দিয়ে খেলা ও নাটকীয় উপস্থাপনা নাটক।

ভাষার বিকাশ
শব্দভাণ্ডার—বিভিন্ন নাম, কাজ ও সমাজে তার উপকারিতা, প্রয়োজন সম্পর্কে জানা বিভিন্ন পেশা বৃত্তির ধারণা ও জ্ঞান

বৌদ্ধিক বিকাশ
একে অপরের পরিপূরক হিসাবে সমাজে প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকা, পেশা সমষ্টিগত জীবনের ধারণা ও জ্ঞান, বিশেষ পড়াশোনা ও দক্ষতার গুণাগণ, মানবজীবনের যাবতীয় সংকট, সমস্যা, বিপদ আপদ, দৈনন্দিন প্রয়োজন ও তাঁর বর্ণনা।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

ভূমিকা :

এই ভাবমূলে, সমাজে যাঁরা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে থেকে মূলত ডাক্তার, শিক্ষক / শিক্ষিকা ও পুলিশ সম্পর্কে শিখন পরিকল্পনা করা হয়েছে। 'বলাবলি'র সময় ডাক্তার, শিক্ষক / শিক্ষিকা ও পুলিশের ভূমিকা ও কাজ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে হবে। শিশুরা যেন সম্পর্কিত সরল প্রশ্নাবলির উত্তর জানতে পারে এবং প্রশ্নের মোকাবিলা করতে পারে।

ডাক্তার আমাদের চিকিৎসা করেন, শিক্ষক / শিক্ষিকা আমাদের শিক্ষাদান করেন। পুলিশ সমাজে নিরাপত্তা প্রদান করেন। এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল, বিদ্যালয়, পুলিশ স্টেশন ইত্যাদির প্রসঙ্গ আসবে। তাদের পোশাক সম্পর্কে কথা হবে। এক/দুই সপ্তাহ এই বিষয়ে জানার পর একটি খেলা খেলতে পারেন 'বলাবলি' বা circle time চলাকালীন শিক্ষক / শিক্ষিকা 'ডাক্তার' বলবেন — শিশুরা বলবে — হাসপাতাল, ওষুধ, ইনজেকশন, স্টেথোস্কোপ ইত্যাদি। 'শিক্ষক / শিক্ষিকা' বললে — শিশুরা বলতে পারে ব্ল্যাক বোর্ড, চক্, বিদ্যালয়, ছাত্র-ছাত্রী, বই, খাতা, পেনসিল ইত্যাদি। 'পুলিশ' বলা হলে — শিশুরা বলবে পুলিশ স্টেশন, ট্রাফিক সিগন্যাল, পুলিশ ভ্যান ইত্যাদি। ডাক্তার, পুলিশ এবং শিক্ষক/শিক্ষিকা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ শিশুদের তথ্য পরিবেশন করবেন।

পদ্ধতি :

(১) **ব্ল্যাক বোর্ড বানানো** — এটা বানাতে কালো চার্ট পেপার, ক্রেয়ন , আঠা এবং **মাউন্ট বোর্ড** দরকার। কালো অংশটা আলাদা করে বানিয়ে চারধারে মাউন্ট বোর্ড দিয়ে ফ্রেম বানানো এবং রং করা **মাউন্ট বোর্ড**-এর উপর সমগ্রকে আঠা দিয়ে আটকানো।

(২) **জেব্রা ক্রসিং** — কালো আর্ট পেপারের ওপর সাদা কাগজের স্ট্রিপ তেরছা ভাবে লাগিয়ে জেব্রা ক্রসিং তৈরি হবে।

(৩) **ট্রাফিক সিগন্যাল** — লাল, সবুজ ও কমলা বা হলুদ কাগজ এবং চার্ট পেপারের সাহায্যে বানানো যেতে পারে। লাল, সবুজ ও হলুদ সেলোফিন পেপার ব্যবহার করে পেছনে ছোটো টর্চলাইট জ্বালিয়ে আলো দেখালে শিশুরা পাবে ও আগ্রহ বাড়বে।

(৪) **ফার্স্ট-এড-বক্স** — শিশুরা কোনো বাক্স যোগাড় করে সাদা কাগজ আঠা দিয়ে সেঁটে ওপরে একটা লাল রঙের ক্রস চিহ্ন একে ফার্স্ট-এড-বক্স বানাবে। ভেতরে তুলো, ব্যান্ডেজ, ডেটল, কাটা ছেড়ার ওষুধ ইত্যাদি রাখবে।

(৫) **ফ্লাশ কার্ড দিয়ে চেনা** — শিক্ষক / শিক্ষিকা ডাক্তার, এবং পুলিশের ছবি যোগাড় করে মাউন্ট বোর্ডে আটকে ফ্লাশ কার্ড বানাবেন। একই সাথে বিভিন্ন উপকরণ যেমন— স্টেথোস্কোপ, ইনজেকশন, ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র, ওষুধ, হসপিটাল ইত্যাদি, বই, খাতা পেনসিল স্কেল ব্ল্যাকবোর্ড, বিদ্যালয় ইত্যাদি, রাস্তা ঘাট ট্র্যাফিক সিগন্যাল জেব্রা-ক্রসিং জেল পুলিশ স্টেশন লাঠি ইত্যাদির ছবি যোগাড় করবেন এবং মাউন্ট বোর্ড এ আঠা দিয়ে আটকে ফ্লাশ কার্ড বানাবেন। তারপর তিনটি ছবি যথা ডাক্তার, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং পুলিশের ফ্ল্যাশ কার্ডটি আলাদা করে তিনটি কলমে রাখবেন। শিশুরা বাকি ছবিগুলো থেকে সংগতি রেখে নির্দিষ্ট কলামে সাজাবে।

তেত্রিশ থেকে ছত্রিশ ॥ ভাবমূল : সপ্তাহ আমার পরিবেশ

আমার পরিবেশ

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ

জল, মাটি ও বায়ুর উপকারিতা বোঝা
ঋতু সম্পর্কে ধারণা
জলবায়ু ও আবহাওয়া বোঝা
পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং যত্ন নেওয়া
পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা।

নান্দনিক চেতনার বিকাশ

চার্ট বানানো, ছবি আঁকা, রং করা, মাটি দিয়ে কাজ।

শারীরিক বিকাশ

জল ও মাটি দিয়ে কাজ, মাটির জিনিস বানানো, ছবি আঁকা, রং করা, পাতা সংগ্রহ করে চার্ট বানানো, বিভিন্ন বীজ দিয়ে হাতের কাজ ইত্যাদি।

ভাষার বিকাশ

নতুন শব্দভাণ্ডার— দিন, রাত, আকাশ, চাঁদ, সূর্য, তারা, পূর্ণিমা, আমাবস্যা, জ্যোৎস্না, মেঘ, রোদ, বৃষ্টি, মাটি, জল, সমুদ্র, পুকুর, ডোবা, নালা, চাষবাস, বাতাস, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, গ্রাম, শহর, বাড়িঘর, রস্তাঘাট, লোকজন, জামা কাপড়, রস্তাঘাট, দোকানবাজার।

বৌদ্ধিক বিকাশ

জল মাটি বাতাসের গুরুত্ব, জলের স্বাদ, রং, গন্ধ চেনা। ঋতুর ধারণা। গ্রাম ও শহরের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য ও পরিবেশের ভূমিকা, অবদান।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

১। আমি ও আমার পরিবেশ—আকাশ, মাটি, জল

উপকরণ : বিভিন্ন জীবজন্তু ও যানবাহনের ছবি (শিক্ষক/শিক্ষিকা সংগ্রহ করবেন বা নিজেরা এঁকে নেবেন) চক অথবা বড়ো সাদা কাগজ এবং পেনসিল।

পদ্ধতি : শিক্ষক / শিক্ষিকা মাটিতে চক দিয়ে আকাশ, মাটি, জল পৃথক করে গণ্ডী কাটবেন। তাতে আকাশ, মাটি, জল পৃথক জায়গায় লিখে দেবেন। কাগজে পেনসিল দিয়েও করতে পারেন, তারপর বিভিন্ন জীবজন্তুর এবং যানবাহনের ছবি শিশুদের একটা একটা করে ছবি দেখাবেন। ছবির নীচে নামও লিখে দিতে পারেন। শিশুরা তাদের স্থান বলবে ও এবং রাখবে। ব্যাং, হাঁস এর ক্ষেত্রে শিশুদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তাকে মান্যতা দিতে হবে। জলে, ডাঙায় বা কেউ যদি জল ও ডাঙার মাঝ বরাবর রাখে তিনটি ক্ষেত্রেই তাদের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সব ছবিগুলো একসাথে শিশুদেরকে দেওয়া যেতে পারে। শিশুরা বাছাই করবে ও নির্দিষ্ট স্থানে তাদের রাখবে।

২। গ্রাম ও শহর

উপকরণ : গ্রামে এবং শহরে দেখা যায় এরকম বিভিন্ন বস্তু, জীবজন্তু, বাড়িঘর, যানবাহন মানুষের ছবি, চক অথবা বড়ো সাদা কাগজ এবং পেনসিল।

পদ্ধতি : শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিটি ছবি দেখিয়ে নাম এবং বিবরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করবেন। ছবিগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা জন্মালে শিক্ষিক / শিক্ষিকা গ্রাম এবং শহর সম্পর্কে দুচার কথা বলবেন। গ্রাম-শহর বিষয়ক কথা বলাবলির সময় বিশদ বলা হবে। তারপর চক দিয়ে মাটিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা দুভাগে ভাগ করে একভাগে গ্রাম অপর ভাগে শহর কথাটি লিখে দেবেন এবং করে দেখিয়ে দেবেন। ছবিগুলোতে শিক্ষক/শিক্ষিকা নীচে নাম লিখে দেবেন। তারপর এক এক করে ছবি তুলে দেখাবেন। শিশুরা সেই প্রাণীটি বা বস্তুটি কোথায় দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলবে। বেশ কিছু ছবি থাকবে যা গ্রাম ও শহরের মাঝামাঝি স্থান পাবে। যেমন — কুকুর, এক্ষেত্রে শিশুদের অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তাদের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে ব্যাখ্যাও চাইতে হবে।

বিকাশের ক্ষেত্র :

ভাষার বিকাশ — শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি, কার্য কারণ ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা, নিজেকে ব্যক্ত করা, দেখে পড়া।

বৌদ্ধিক বিকাশ — দলবদ্ধ ও বাছাই এর দক্ষতা, শুনতে শেখা।

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ — পরিবেশ সচেতনতা ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা।

নান্দনিক বিকাশ— পরিবেশের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল।

শারীরিক বিকাশ — দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার দক্ষতা, নির্দেশ পালনের অভ্যাস, নিয়ন্ত্রিত চলাফেরা।

৩। জড় ও সজীব সম্পর্কে জ্ঞান

বাছাইয়ের কাজ (ফ্ল্যাশ) দুটি সারিতে এ একদিকে জড় ও সজীব লিখে, একটি করে উদাহরণ সাজিয়ে দিতে হবে। তারপর শিশুরা জড় ও সজীবের ক্ষেত্রে খাদ্য এবং বৃদ্ধি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ এবং জড়ের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না এই বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ।

৪। জীবন চক্র

ডিম থেকে প্রজাপতি, ডিম থেকে ব্যাং, ডিম থেকে পাখি এই পদ্ধতি বর্ণনা করা এবং বোঝানো একটি একমুখী পদ্ধতি।

সাঁইত্রিশ থেকে চল্লিশ সপ্তাহ ॥ ভাবমূল : জীবনযাপনের বৈচিত্র্য : পোশাক-খাদ্য-ভাষা-সংস্কৃতি

সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ
বিচিত্রতার মধ্যে নিজেকে সম্পর্কিত করা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের বোধ ও বৈচিত্র্যের অবদান ও আবেদন, বৃহত্তর জগতের সম্বন্ধ সাধারণ জ্ঞান, সম্প্রীতি, মৈত্রী, ঐক্য।

নান্দনিক চেতনার বিকাশ
ছবি আঁকা, রং করা, কোলাজ করা, চার্ট বানানো, হাতের কাজ

শারীরিক বিকাশ
বিভিন্ন পোশাক ও তার আকার নিয়ে নানা এবং খেলা, চার্ট বানানো, কোলাজ বানানো, ছবি সংগ্রহ, শস্য দানা নিয়ে হাতে কলমে কাজ

জীবন যাপনের বৈচিত্র্য : পোষাক-খাদ্য-ভাষা-সংস্কৃতি

ভাষার বিকাশ
বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা, ভাষার প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন ভাষা জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পোশাক খাদ্য বাসস্থান রক্ষা ও সকল শব্দ জানা।

বৌদ্ধিক বিকাশ
বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জীবনে আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, বস্ত্র, অভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞান।

সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ

ভূমিকা : এই বিষয়ের ওপর বিশদ আলোচনার খুব প্রয়োজন। সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের জন্য চার্ট, হাতের কাজ করা যেতে পারে। কিন্তু প্রধানত শিশুদের ধারণা দিতে হবে বিষয়টির ওপর। দরকার হলে গ্লোব ও চিত্রের সাহায্য নিতে হবে। বিভিন্ন দেশের ছবি, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, পোশাক-আষাক, খাদ্য ইত্যাদির ছবি যোগাড় করে দেখানো এবং চার্ট বানানোর কাজ করা যেতে পারে।

শীতপ্রধান স্থানের মানুষ : সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলেই ঠান্ডা বেশি হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের কাঠের বাড়ি, ঢালু ছাদ, ফায়ার প্লেস, চিমনি নিয়ে আলোচনা হবে এবং ছবি যোগাড় করতে হবে। বৃষ্টি বা বরফ পরলে যাতে সহজেই গড়িয়ে যেতে পারে তাই ছাদ ঢালু করা হয়। আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রচলনও বেশি।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের মানুষ : গরমের জায়গায় সাধারণত বাড়িতে ছাদ সমতল হয়। পাকা বা কাঁচা দু'রকমের বাড়িই চোখে পড়ে। (ছবি) গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষ হালকা পোশাক ব্যবহার করে। (ছবি) খাদ্যাভাসে শাকসবজি, ফলমূল, দুধ এবং আমিষ জাতীয় খাদ্য থাকে।

গ্রামের মানুষ ও ঘরবাড়ি : গ্রামে সাধারণত কাঁচা বাড়ি বেশি দেখা যায়। কুড়ে ঘর বা ছোটো ছোটো বাড়িই বেশি। গ্রামে জীবজন্তু বেশি পাওয়া যায় ও পালন করা হয়। গ্রামের পোশাকে ও খাদ্যাভাসে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

শহরের মানুষ ও ঘরবাড়ি : শহরে আধুনিক ও বহুতল বাড়ির আধিক্যই বেশি। পোশাক-আশাক এবং খাদ্যাভাসে মিশ্র সংস্কৃতি চোখে পড়ে।

১ নং পদ্ধতি : শিশুরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি দলকে একটি করে চার্ট পেপার দেওয়া হবে, দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাবমূল গুলো লিখে দেওয়া হবে। যেমন : গ্রাম, শহর, শীতপ্রধান স্থান, গ্রীষ্মপ্রধান স্থান, সামুদ্রিক অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল ইত্যাদি। শিশুরা তাদের ভাবমূল অনুসারে উপযুক্ত ছবি যোগাড় করে নির্দিষ্ট চার্টপেপার আটবে। ছবিও আঁকা যেতে পারে। ভাবমূল অনুযায়ী ছবি গুলো হবে - ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা, যানবাহন, মানুষ জন, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদি।

২ নং পদ্ধতি : নারকেলের মালা (অর্ধেক নারকেল) ভেতর থেকে শাঁস বের করার পর সংরক্ষন করা হবে। তারপর ওপরে তুলো লাগিয়ে 'ইগলু' বানানো হবে। সামনের দরজাটা পিচবোর্ড গোলাকারে আঠা দিয়ে আটকে বা কোনো সমআকৃতির মাটির ভাঁড় গ্লাস ইত্যাদি লাগিয়ে দেওয়া যায়। উত্তর মেরুতে যেখানে সারা বছরই ভীষণ ঠান্ডা তারা এইরকম দেখতে বাড়িতে বাস করে। নাম ইগলু (**Egloo**).

৩ নং পদ্ধতি : পেঙ্গুইন একটি পাখি, উড়তে পারে না কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে। পাওয়া যায় আন্টার্কটিকায়। শক্ত একটি কার্ডবোর্ড, তুলো এবং হলুদ ও কালো মার্বেল পেপার আঠা দিয়ে আটকে পেঙ্গুইন বানানো যায়।

৪ নং পদ্ধতি : একটি পোস্টকার্ডের সাইজের উটের ছবি যোগাড় করতে হবে। আউট লাইন আঁকা থাকবে। উটের ছবিটিকে একটু শক্ত একটি বোর্ডের মাঝখানে আঠা দিয়ে সেঁটে তারপর রং করতে হবে। তারপর চারিদিকে আঠা লাগিয়ে সেখানে বালি ছড়িয়ে দিতে হবে। সবুজ মার্বেল পেপার কেটে কেটে ক্যাকটাস গাছ বানানো যেতে পারে। একটি মরুভূমির দৃশ্য তৈরি হবে। শিক্ষক/ শিক্ষিকা মরুভূমি সম্পর্কে দুচার কথা বলবেন।

৫ নং পদ্ধতি : শিক্ষক/শিক্ষিকা একটি 'ভাবমূল' বললেন যেমন : সূর্য। শিশুরা আঁকার খাতায় ওপরে একটি সূর্য আঁকবে। তার নীচে গরমের জন্য উপযুক্ত এবং ব্যবহৃত যা কিছু তার ছবি আঁকবে। যেমন : ছাতা, **Sunglasses**, পাখা, পানীয়, হালকা পোষাক ইত্যাদি। যদি মেঘ ও বৃষ্টি বলা হয়---সেক্ষেত্রে আবার ছাতা, বর্ষাতি, গামবুট, জল কাদা, ব্যাং, ব্যাঙের ছাতা, বন্যা ইত্যাদির ছবি আঁকবে বা আঁকার চেষ্টা করবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

প্রতিটি শিশু স্বতন্ত্র। প্রতিটি শিশুকে আলাদা করে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'পর্যবেক্ষণ'। প্রতিটি শিশুর বিশেষ চাহিদা এবং আগ্রহের জায়গা পর্যবেক্ষণ করা এবং শিখন পদ্ধতি ও মাধ্যমে সেই বিশেষত্বকে প্রাধান্য দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। আপাতদৃষ্টিতে সেরকম কোনো সমস্যা না দেখা দিলেও অনেক শিশুরই অনেক রকমের বিশেষ চাহিদা থাকতে পারে, তার প্রতি আমাদের যত্নশীল হতে হবে। এবং ধৈর্য ধরে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার কথা ভেবে সবথেকে কার্যকর মাধ্যম খুঁজে বের করতে হবে। তবে যদি কোনো শিশুর ক্রমাগত সাহায্যের প্রয়োজন হয় বা জীবন অস্থির হয়, কোনোরকম সক্রিয়তাভিত্তিক কাজ বা খেলাতেই তাকে যুক্ত করা না যায় সেক্ষেত্রে আরও গভীর পর্যবেক্ষণের দরকার আছে। অনেক রকমের প্রতিবন্ধকতার কথাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

(১) দর্শন শক্তির প্রতিবন্ধকতা

চোখের আকারগত সমস্যা

ভালো করে দেখতে না পাওয়া

দূরের জিনিস দেখতে না পাওয়া

মাথা ব্যথা করা

(২) শ্রবণশক্তির প্রতিবন্ধকতা

ভালো করে শোনা বা বোঝার অসুবিধা

মুখে কথা বলার অসুবিধা

বার বার প্রশ্ন করা বা প্রশ্ন না করে তাকিয়ে থাকা

নিজের মনে থাকা, কথা বলা বা শোনার অনাগ্রহ

(৩) মানসিক প্রতিবন্ধকতা

পিছিয়ে থাকা

অমনোযোগী ও আত্মবিশ্বাসের অভাব,

স্বাধীনভাবে কাজ করার অসুবিধা

অনিচ্ছুক এবং নির্দেশাবলি পালনে অক্ষম

(৪) শারীরিক প্রতিবন্ধকতা

বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, অসুবিধা

পেনসিল ধরতে অসুবিধা

দেহে ব্যথা

নীচু হতে অসুবিধা

(৫) শিখনের প্রতিবন্ধকতা

মনোযোগ এবং একাগ্রতার অভাব

স্মরণশক্তি কম

নিজের জিনিসপত্র গোছানো, পর পর ক্রমানুসারে কাজ করার অসুবিধা

গুছিয়ে সাজিয়ে কথা বলতে না পারা

উপরোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে শিক্ষক/শিক্ষিকা যদি কোনো শিশুর আচরণের যোগসূত্র খুঁজে পান বা শিক্ষক/শিক্ষিকার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যদি কোনো সমস্যা ধরা পড়ে সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবককে জানানো এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ (দ্রুত হস্তক্ষেপ) ভীষণ জরুরি।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিশুরা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে না সবসময়, বিশেষ অসুবিধার কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। তাই অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে যোগাযোগের ভীষণ প্রয়োজন। **সমস্যা কম বা বেশি যাই হোক যৌথভাবেই পদক্ষেপ নিতে হবে, তবেই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।**

দৈনন্দিন কর্মসূচি

সময়	২০ মিনিট (আনুমানিক)	৩০ মিনিট (আনুমানিক)	৩০ মিনিট (আনুমানিক)	২০ মিনিট (আনুমানিক)	২০ মিনিট (আনুমানিক)	
প্রথম দিন	বলাবলি (ভাষা শিক্ষার প্রাক্ সামর্থ্য অর্জন)	হাতে কলমে কাজ	কর্মপত্র + আঁকিবুকি	খেলা/অঙ্গ সঞ্চালন	গান-গল্প	সোম
দ্বিতীয় দিন	,,	,,	হাতের কাজ	,,	ছড়া গল্প	মঙ্গল
তৃতীয় দিন	,,	,,	ছবি আঁকা	,,	নাটক	বুধ
চতুর্থ দিন	,,	,,	হাতের কাজ	,,	গান গল্প	বৃহঃ
পঞ্চম দিন	,,	,,	কর্মপত্র + আঁকিবুকি	,,	ছড়া গল্প	শুক্র
ষষ্ঠ	,,	,,	হাতের কাজ	,,	ছড়া গল্প খেলা	শনি

মান্য শিখন ও কাম্য সামর্থ্য

সৃজনশীলতার বিকাশ : ধ্বনি ঝংকার ও ধ্বনির মধুরতা, শ্রুতি ● ছন্দ বোধ গড়ে ওঠা এবং অন্ত্যমিল যুক্ত নতুন নতুন ছোটো ছড়া মুখে মুখে তৈরি করতে পারা। ● নিজের কল্পনা শক্তির সহায়তায় ছবি আঁকতে পারা / রং করতে পারা। ● বাস্তব জীবনের প্রতিফলন থাকবে এবং নাটকে অংশ নিতে পারা। ● ছন্দ-তাল বুঝে নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে পারা। ● ছোটো ছোটো সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারা। ● চেনা বস্তুকে পরীক্ষামূলকভাবে নতুন আবিষ্কারমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারা। ● নিজের কল্পনার সাহায্যে কিছু আঁকা / গড়া এবং নামকরণ করতে পারা। ● 'কী হতে পারে, যদি'— এমন চিন্তা করতে পারা। 'কী হতে পারে, যদি আমরা গাছে জল না দিই....'

ভাষার বিকাশ : ছড়া ও গল্প শোনার মধ্য দিয়ে প্রচুর শব্দের সঙ্গে পরিচিত এবং তাদের অর্থ বুঝতে পারা। ● একটি কাজের বিভিন্ন ধাপগুলিকে পর্যায়ক্রমে চিনতে ও বুঝতে পারা। ● একটি বস্তুর বিভিন্ন অংশের নাম জানতে পারা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে পারা। ● ১৫-২০ মিনিট ধরে গল্প / ছড়া / গান শুনতে পারা এবং কী, কেন, কীভাবে ইত্যাদি প্রশ্ন করতে পারা। ● বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নির্দেশ বুঝতে পারা ও পালনের অভ্যাস তৈরি করা। ● শিশুর তার নিজের মতামত নিজের ভাষায় বলতে পারবে। ● নিজের দলে ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারা। ● কোনো বস্তুর বর্ণনা দিতে পারা। ● নিজের পছন্দ ও অপছন্দের ব্যাপারগুলি বলতে পারা। ● নিজের ভাষায় কোনো ঘটনার বর্ণনা বা গল্প বলতে পারা।

প্রাক্ পঠন ও প্রাক্ লিখন দক্ষতা : ঠিকভাবে বই ধরতে লেখা ও অক্ষরবিন্যাস বুঝতে পারা। (বাঁ থেকে ডানদিকে) ● কোনো ছবি বা বিষয় সম্পর্কে বলতে পারা। ● কার্ড / শিক্ষকের সাহায্যে গল্প তৈরি করতে পারা।

বৌদ্ধিক বিকাশ / পরিবেশ : ৫ পর্যন্ত কোনো বস্তুর নাম / স্থানের নাম। ৬-৭টি বস্তুকে দেখে মনে রাখা এবং কিছুক্ষণ পরে আবার বলতে পারা। ● পরিচিত কোনো বস্তু / ছবিতে হারিয়ে থাকা অংশ খুঁজে বার করা। ● রং আকৃতি ও আকারের ভিত্তিতে দেখা এবং হাতের কাছের বস্তুগুলিকে শ্রেণিবন্ধ করা। ● কোনো বিষয়ে অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌গামী চিন্তাকে প্রদর্শন করা। ● বিভিন্ন বস্তু / মানুষ / ঘটনাকে অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো। ● অংশ > সম্পূর্ণ কিংবা সম্পূর্ণ > অংশের সম্পর্ক বুঝতে পারা / দেখাতে পারা। ● সাধারণ ছবিকে ভেঙে টুকরো করতে পারা বা টুকরো অংশকে জুড়ে সম্পূর্ণ করতে পারা। ● একই বস্তুর বিভিন্ন ব্যবহার বুঝতে পারা। ● ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা ক্রমানুসারে বলতে পারা এবং গুনতে পারা। ● প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে যোগ / বিয়োগের সাধারণ ধারণা বুঝতে পারা। ● দুধরনের বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা। (1:1 Correspondence)

শারীরিক বিকাশ : স্থূল ও সূক্ষ্ম পেশির সঞ্চালন। ✿ দেহের বাহ্যিক অঙ্গের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয়। ✿ ভারসাম্য রক্ষা, বিশ্রাম। ✿ খেলাধূলার নিয়ম সম্পর্কে উপলব্ধি। ✿ বিভিন্ন হাতের কাজ করতে পারা। ✿ ধ্বনি সহকারে খেলতে পারা। ✿ ছবি আঁকতে শেখা এবং সম্পর্কে বলতে পারা। ছবির মাধ্যমে যা কিছু বোঝানো হয়ে থাকে, তা বুঝতে পারা। ✿ রং পেনসিলের সাহায্যে ছবি রং তৈরি করতে পারা।

সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ : নিজের সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে পারা। ✿ নিজের বাবা-মা, পরিবারের অন্যান্যদের ও নিজের এলাকার নাম বলতে পারা। ✿ নিজের অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি করতে পারা। ✿ নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন বুঝতে / বলতে পারা। ✿ নিজের / নিজের জিনিসপত্রের উপর যত্ন নিতে পারা। ✿ সকলের সামনে কোনোকিছু করে দেখাতে পারা। ✿ নানা অনুষ্ঠানে আনন্দের সঙ্গে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারা। ✿ নিজের শ্রেণির সকলের নাম জানা এবং সকলের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারা। ✿ নিজের পছন্দ ব্যক্ত করতে পারা। ✿ কারও সাহায্য ছাড়াই নিজের হাত-মুখ ধুতে পারা, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শৌচালয় ব্যবহার করতে পারা। ✿ গুরুজনদের সঙ্গে যথোপযুক্ত সম্বোধনে কথা বলতে পারা। ✿ নিজের জিনিসপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও তাদের গুছিয়ে রাখার অভ্যাস তৈরি করতে পারা। ✿ নিজের পরিবেশের গাছ-পালা, পশুপাখিদের যত্ন নিতে পারা। ✿ সহযোগিতার / সমানুভূতির মনোভাব গড়ে ওঠা, কাজের আনন্দ দিতে পারা। ✿ সকলের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা ও অন্যকে সাহায্য করতে পারার মনোভাব তৈরি। ✿ নিজের আবেগ চিনতে পারা ও তা প্রকাশ করতে পারা। ✿ নিজের পরিবারের বাইরেও বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে সুস্থ আদানপ্রদান করতে পারা।

মূল্যায়ন

প্রাক্‌প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিষয়টি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণই নয়, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, যা শিখন প্রক্রিয়ার অন্য যে কোনো পর্যায়ের থেকে স্বতন্ত্র। তাই প্রাক্‌প্রাথমিক শ্রেণিতে মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলির প্রতি যথেষ্ট নজর ও যত্নের প্রয়োজন :

- মূল্যায়নের প্রধান ভিত্তি হলো শিক্ষক-শিক্ষিকার পর্যবেক্ষণ। - শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর অগোচরে ধারাবাহিকভাবে বিচার। - ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠ্যসূচির সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুর অগ্রগতি বা পিছিয়ে থাকা চিহ্নিত করা। - প্রত্যেক শিশুর প্রত্যেকদিনের কাজ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নথিভুক্ত করা। - কোনো সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছোতে না পারলে বা আগ্রহ না দেখালে শিক্ষক শিক্ষিকা যে পদ্ধতি গ্রহণ করবেন, তার পর্যবেক্ষণ করা এবং শিক্ষকশিক্ষিকা মূল্যায়ন করবেন তার কার্যকারিতা। অন্য কোনো পদ্ধতি তিনি নেবেন কিনা তাও এই পর্যবেক্ষণের উপরই নির্ভর করবে। - এই মূল্যায়ন কখনওই পাশ ফেল বা কোনো প্রকার প্রতিযোগিতা বা তুলনার মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত বা ব্যবহৃত হবে না। - প্রত্যেক শিশুর জন্য আলাদা পোর্টফোলিও তৈরি করা যেতে পারে। এর মধ্যে শিশুর আঁকা ছবি, লেখা বা অন্যান্য কাজের নমুনা থাকবে। থাকবে শিশুর বিকাশ নির্দেশক তালিকা। শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে পিতামাতার মতামত বিনিময়ের ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। - মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলি হলো :

- ✓ শিশুর উৎসাহ ও অংশগ্রহণ
- ✓ শিশুর মনোযোগ, মনোসংযোগ এবং একাগ্রতা
- ✓ অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার আত্তীকরণ
- ✓ অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার প্রকাশ
- ✓ সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক আন্ত-ক্রিয়া
- ✓ নান্দনিকতা ও প্রকাশ
- ✓ চিন্তাশক্তির স্বকীয়তা
- ✓ মূল্যবোধের জাগরণ
- ✓ প্রাক্ পঠন ও বছরের শেষ পঠনের জন্য প্রস্তুতি
- ✓ প্রাক্ লিখন ও বছরের শেষ লিখনের প্রস্তুতি

প্রস্তাবিত ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নপত্র (CCE)

নাম: ______________________

রোল নং : ____________

	ভাষার বিকাশ						বৌদ্ধিক বিকাশ										সামাজিক ও হৃদয়বৃত্তিক বিকাশ								নান্দনিক বিকাশ						শারীরিক বিকাশ		
সপ্তাহ	শব্দ ভাণ্ডার	বোধ পরীক্ষণ	বহিঃপ্রকাশ ক্ষমতা	উচ্চারণ	(worksheet) প্রাক্ লিখন দক্ষতা	নতুন শব্দগ্রহণ ও প্রয়োগ	স্মরণশক্তি	সামঞ্জস্য ও পার্থক্য করার ক্ষমতা	অংশ ও সম্পূর্ণের ধারণা	শ্রেণিবিন্যাস ও sorting	ধাঁধা বোঝার ক্ষমতা	চিন্তাশক্তি	সমস্যা সমাধান	সংখ্যার ধারণা	1:1 correspondence	সংখ্যা ও পরিমাণ সম্পর্ক	আত্মবিশ্বাস	পরোপকারিতা	সহমর্মিতা	বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ	সুঅভ্যাস	আবেগ ও ভাবপ্রবণতা	আলোচনার মাধ্যমে সমাধান	একক ও দলবদ্ধ কাজের দক্ষতা	সৌন্দর্যবোধ ও তার যত্ন	পরিবেশের যত্ন নেওয়া	পরিচ্ছন্ন কাজ	সৃজনশীলতা	সৃষ্টিশীল মনোভাব	মৌলিক প্রতিভা	শারীরিক নিয়ন্ত্রণ	আঙুলের সঞ্চালন	energy, stamina
১																																	
২																																	
৩																																	
৪																																	

প্রতি বিষয়ভিত্তিক শিখনের জন্য মোটামুটিভাবে চার সপ্তাহ সময় নির্ধারিত আছে। সপ্তাহের শেষ দিন একবার করে শিক্ষক/শিক্ষিকা মূল্যায়নপত্র ভরবেন প্রতিটি শক্তি বিকাশের জন্য আলাদা করে।

— = যত্ন নেওয়া প্রয়োজন

✓ = ভালো

✓✓ = খুব ভালো

হাতের কাজের সম্ভার

১। শিশুরা নানা রঙের ক্রেয়নের সাহায্যে সাদা কাগজে আঁকিবুকি কাটবে এবং ভরাট করবে। তারপর সেই আঁকিবুকি কাটা কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে সাদা কাগজের ওপর আঠা দিয়ে কেঁটে নানারকম ছবি বা নকশা বানাবে। শিক্ষিক/শিক্ষিকা প্রয়োজন মতো সাহায্যে করবেন।

২। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মার্বেল পেপার এবং আইসক্রিম স্টিকের সাহায্যে জাতীয় পতাকা বানানো হবে।

৩। শিক্ষক/শিক্ষিকা মার্বেল পেপারে নানা রকম আকার বানিয়ে কেটে দেবেন। শিশুরা তাই দিয়ে সাদা কাগজে আঠা দিয়ে সেঁটে ছবি বা নকশা বানাবে।

৪। পেনসিল ধার করার সময় পেনসিল ধার করার কল থেকে পেনসিলের যে অংশগুলো বের হয় তাকে সংগ্রহ করে রাখতে হবে। তারপর সাদা কাগজে আঠা দিয়ে কেটে নকশা বা ছবি বানানো হবে।

৫। রং করা বালি/চুমকি/গ্লিটার দানার সাহায্যে আকাশ বা সমুদ্রের ঢেউ বা অন্য যা কিছু বানানো যাবে। সাদা কাগজে লাইন দিয়ে জায়গা ভাগ করে বিভিন্ন রঙের বালি বা গ্লিটার বিভিন্ন অংশে সেঁটে দিতে হবে।

৬। সূর্যমুখী ফুল বানানো যায় হলুদ এবং কালো সর্ষের সাহায্যে। আঠা দিয়ে সর্ষে দানা বা অন্যান্য যেকোনো দানার সাহায্যে নানা রকমের ছবি পাওয়া যাবে। পাপড়ির জন্য ঘুড়ির হলুদ কাগজও ব্যবহার করা যেতে পারে।

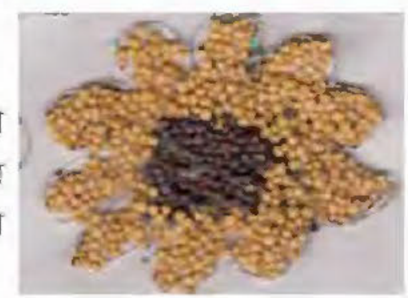

৭। সাদা কাগজে গাঢ় রঙের ক্রেয়ন দিয়ে আঁকিবুকি কেটে ভরাট করে নিতে হবে। তারপর টুথ পিক বা ওরকম কিছু কাঠির সাহায্যে ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৮। দেশলাই এর খালি বাক্স চারটে করে আটকে নিয়ে কামরা বানাতে হবে। ইঞ্জিন বানানোর জন্য প্রথম দুটো বাক্স শুইয়ে নিতে হবে।

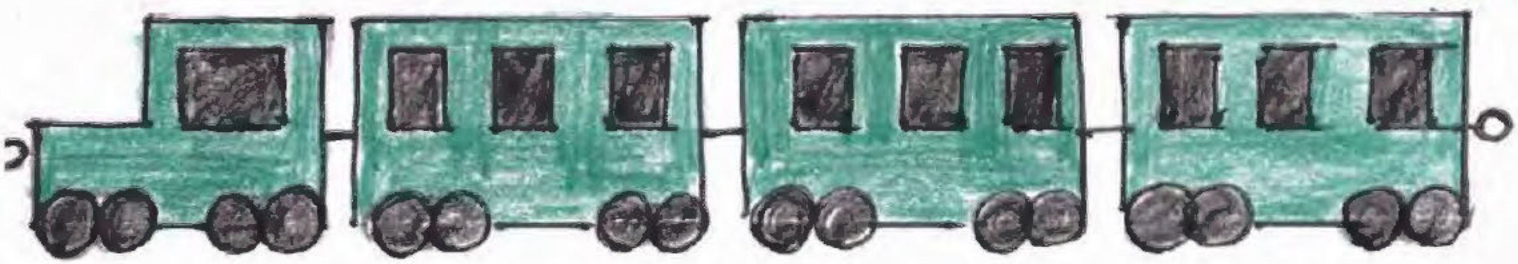

তারপর সাদা কাগজ দিয়ে মুড়তে হবে। কার্ড বোর্ডে বৃত্তাকারে দাগ দিয়ে চাকা এঁকে, কেটে সেঁটে দিতে হবে। জানলা আঁকতে হবে। সমগ্র রেলগাড়িটিকেই রং করা যেতে পারে। সামনে থেকে পিছন অব্দি একটা সুতো আটকে দুদিকে পুঁতি লাগাতে হবে।

৯। একই ভাবে ইঞ্জিন বানানোর পদ্ধতিতে জিপ গাড়ি বানানো যাবে।

১০। গোল চোঙাকার ওষুধের বাক্স বা কৌটোকে রঙিন কাগজে মুড়ে নিয়ে তার ওপর বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি কাগজে এঁকে এবং রং করে কেটে দিতে হবে। এখানে হাতি তৈরি করে দেখানো হলো। এটিকে পেন বা পেনসিলদানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

১১। জিরাফের ছবি কার্ড বোর্ডে এঁকে হলুদ রং করে তার ওপর কান পরিষ্কার করার কাঠি (bud) দিয়ে লেজ বানাতে হবে। লেজে খয়েরি রঙের ছোপ দিতে হবে। কাপড় শুকানোর ক্লিপ দিয়ে পা তৈরি করে নিতে হবে।

১২। কচ্ছপ বানানোর জন্য শালপাতার বাটি উলটো করে রেখে সামনে আইসক্রিমের কাঠি আটকে মুখ বানাতে হবে। আরও চারটে কাঠি আটকে পা বানাতে হবে। মুখ চোখ আঁকতে হবে।

১৩। **তুলোর পাখি :** গোল পাকানো তুলোর বল কিনতে পাওয়া যায়। একটা বলের ওপর আর একটা বল লাগাতে হবে। ওপরের বল থেকে একটু তুলো বের করে নিয়ে মাথাটা দেহের তুলনায় ছোটো বানাতে হবে। দুটো পুঁতি দিয়ে চোখ হবে। মার্বেল পেপার কোণের মতো করে ঠোঁট ও লেজ বানাতে হবে। কার্ডবোর্ড বা শক্ত কিছু দিয়ে পা বানানো যাবে। পুরো পাখিটাকে কার্ডবোর্ডে বসিয়ে দেওয়া যায়।

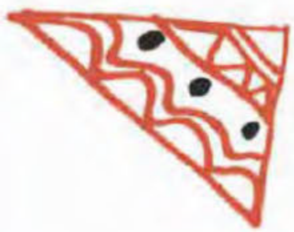

১৪। **কাগজের গাছ :** একটি কার্ডবোর্ড গোল করে পাকিয়ে আঠা দিয়ে আটকে গাছের কান্ড বানাতে হবে। ওপরের সবুজ রঙের ঘুড়ির কাগজ (Kite paper) সরু সরু ভাবে কেটে নিয়ে পরপর লাগিয়ে লাগিয়ে গুচ্ছাকারে সাজাতে হবে। কাণ্ড খয়েরি রঙের হবে।

১৫। আইসক্রিম স্টিক অথবা একটি খামের একটি কোণা বড়ো করে কেটে নিয়ে 'বুক মার্ক' বানানো যাবে। আইসক্রিম স্টিকের মাথায় ইচ্ছেমতো ছবি সেঁটে দেওয়া যাবে। খামের অংশকে নকশা করে রং করা যাবে।

১৬। হাতের ছাপ দিয়ে ভাঁজ করে উল্টো দিকে ছাপ নেওয়া হবে। তারপর রং করে প্রজাপতি বানাতে হবে। হাতের ছাপের সাহায্যে নানারকম ছবি বানানো যেতে পারে।

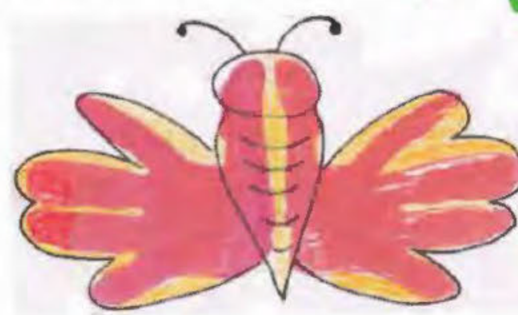

১৭। জল রঙের সাহায্যে বিভিন্ন আঙুলের টিপ ছাপ দিয়ে ছবি বানানো যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

১৮। মাউন্টবোর্ডের ওপর শিশুরা তাদের পরিবারের সদস্যদের ছবি আঁকবে এবং রং করবে। দরকার মতো শিক্ষক/শিক্ষিকা সাহায্যে করবেন। রং করা হয়ে গেলে ছবিগুলো ধার বরাবর কেটে দেবেন। শিশুরা সেই কেটে দেওয়া ছবিগুলো আইসক্রিম স্টিকের ওপর লাগিয়ে আঠা দিয়ে সাঁটবে।

১৯। বাল্বের খালি প্যাকেট মাঝখান থেকে কেটে নিয়ে ভেতরের খাঁজ কাটা দিকটা বের করতে হবে। তারপর বিভিন্ন বাক্সের সাহায্যে বাড়ি বানিয়ে ওপর থেকে দেয়াল এবং ঢালু ছাদ হলে ছাদে খাঁজ কাটা দিকটা উপুর করে সেঁটে রং করে বাড়ি বানানো যাবে।

২০। আইসক্রিম স্টিকের সাহায্যে একটি থার্মোকলের চ্যাপটা শিটের চারিদিকে বেড়া বানিয়ে নিতে হবে। ভেতরে বিভিন্ন জীবজন্তু মাউন্ট বোর্ডে এঁকে, রং করে তলায় আইসক্রিম স্টিকে আটকে থার্মোকলের চ্যাপটা শিটে গেঁথে দিতে হবে।

থার্মোকলের শিটকে সবুজ রং করে নিতে হবে আগে থেকে, Farm house বানানো হবে এইভাবে। একটুখানি অংশ নীল করে পুকুর বানিয়ে তাতে হাঁস, মাছ বা ব্যাং ইত্যাদির ছবি গেঁথে দেওয়া যেতে পারে।

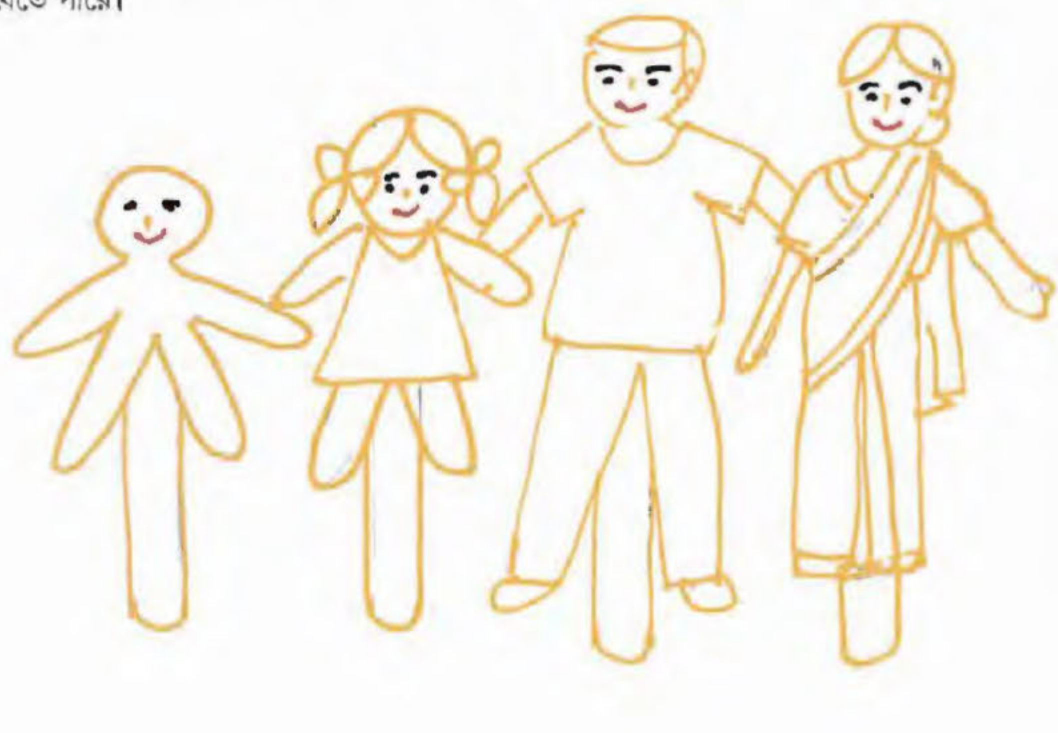

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান

- জনগণমন-অধিনায়ক
- এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার?
- কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা...
- ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে
- পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে...
- বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
- আলো আমার, আলো.....
- মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
- ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে...

কাজী নজরুল ইসলামের গান

- মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে যায়
- রুমঝুম ঝুমঝুম রুমঝুম ঝুম
- শুক্‌নো পাতার নূপুর পায়ে
- খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগর জলে

অন্যান্য রচয়িতাদের গান

- এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাবো
- টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে
- লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না
- বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে
- ধিতাং ধিতাং বোলে
- আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে
- পাখিদের ঐ পাঠশালাতে...
- হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
- লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান

(১)

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট ও মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে জয় হে জয় হে জয় জয় জয় জয়, হে॥

(২)

এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার?
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার?
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিস বহি হল আঁধার পার?
বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা—
কার হৃদয়ের মাঝে হলো তাদের মালা গাঁথা?
বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে,
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার?

(৩)

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে!
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ্-কথার—
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে॥
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশ-কুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
আমি যাই ভেসে দূর দিশে—
পরির দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে॥

(৪)

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে॥
রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস—
যেন চলচঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে॥
হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে খনে খনে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে, ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে॥

(৫)

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হায় হায় হায়॥
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে—
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে, মরি হায় হায় হায়॥
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে—
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে, মরি হায় হায় হায়॥

(৬)

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধ'রে ঝরোঝরো ঝরো ধারা॥
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হলো সারা॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা।

(৭)

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা॥
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে—
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা—
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি—
সুরনদীর কূল ডুবেছে-নিঝর-ঝরা॥

(৮)

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা, হাহা, হা॥
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন বনে যাই,
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি। আহা, হাহা, হা॥
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেবো ফুলে—
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেবো, চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি। আহা, হাহা, হা॥

(৯)

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কী জানি কীসেরই লাগি প্রাণ করে হায়-হায়॥

কাজী নজরুল ইসলামের গান

(১)

মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে যায়
বিহ্বল চঞ্চল পায়
খর্জুর বীথির ধারে
সাহারা মরুর পারে,
বাজায় ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর মধুর ঝঙ্কারে।
উড়িয়ে ওড়না লু হাওয়ায়
পরী নটিনী নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥
সুর্মা পরা আঁখি হানে আস্‌মানে
জোৎস্না হাসে নীল আকাশে তারি টানে।
ঢেউ তুলে নীল দরিয়ায়
দিল্‌দরদি নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর॥

(২)

রুমঝুম ঝুমঝুম রুমঝুম ঝুম্
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়।
ওড়না তাহার ঘূর্ণী হাওয়ায় দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়।
তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে তনুর তলোয়ার
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথরকুচির হার।
তার ডালিম ফুলের ডালি
গোলাপ গালের লালি
ইদের চাঁদ ও চায়।
আরবি ঘোড়ার সওয়ার হয়ে বাদশাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে কোন্ মরীচিকায় খুঁজি।
কত তরুণ মুসাফির পথ হারালো হায়
কত বনের হরিণ মরে তারি রূপ-তৃষায়॥

(৩)

শুক্‌নো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণী বায়।
জল-তরঙ্গে ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্
ঢেউ তু'লে সে যায়॥
দিঘির বুকের শতদল দলি!
ঝরায়ে বকুল চাঁপার কলি,
চঞ্চল ঝরনার জল ছলছলি'
মাঠের পথে সে ধায়॥
বনফুল-আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া,
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া
ধূলি-ধূসর পায়॥
ইরাণী বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লীর প্রান্তর-বন-মনোহারিণী
ছুটে আসে সহসা গৈরিক-বরণী
বালুকার উড়্‌নী গায়॥

(৪)

খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগর জলে
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে।
জল-ছল ঊর্মি-নূপুর
স্রোত-নীরে বাজে সুমধুর
জল চঞ্চল ছল কাঁকন কেয়ূর
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে॥
আনমনে খেলে চলে বালিকা
খুলে পড়ে মুকুতা মালিকা
হরষিত পারাবারে ঘূর্ণি জাগে
লাজে চাঁদ লুকানো গগন তলে॥

অন্যান্য রচয়িতাদের গান

(১)

এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব
সেই চাঁদের পাহাড় দেখতে পাব
সেই চাঁদের পাহাড় মাথায় যাহার
রামধনু রাঙা হয় দেখতে পাব
ঠিক পৌঁছে যাব
বড়ো কিছু কাজ কিগো সহজে হয়?
কষ্টকে মনে করো কষ্ট নয়
চোখ ভরে জল এলে চোখই তা মুছে ফেলে
নতুন সাহসে এই বুক ভরাবো
আসুক দুঃখ তাতে দুঃখ নেই
সুখের দরজা আছে এই পথেই
মনটা শক্ত করে দু'হাতে দু'হাত ধরে
এই মনটা শক্ত করে দু'হাতে দু'হাত ধরে
যা কিছু শঙ্কা ভয় সব তাড়াবো।

(২)

টগবগ টগবগ টগবগ টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে
ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলমিল নিশান উড়িয়ে
দুষ্টু খোকন যাচ্ছে হাতে খোলা তলোয়ার
দৈত্য দানব যতো আছো সবাই হুঁশিয়ার
রূপবতী রাজকন্যে বন্দী যেখানে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলছে সেখানে
লক্ষ দানব দিনে রাতে আছে পাহারায়
তাদের সাথে যুদ্ধ করে মানবে না সে হার
স্বপ্নে দেখা কোথায় সে যে ছিল অজানা
সোনার দাঁড়ে হীরের পাখি দিল ঠিকানা
যেই না খোকন হাজির হলো ঘোড়ার পিঠে চড়ে
লক্ষ দানব ছুটে এল মারতে তাকে ঘিরে
এক এক করে মেরে তাদের তলোয়ারের ঘায়
বন্দিনী সেই রাজকন্যে করলো সে উদ্ধার

(৩)

লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না
চাই তার লাল ফিতে চিরুনী আর আয়না
জেদ বড়ো লাল পেড়ে টিয়া রং শাড়ি চাই
মন ভরা রাগ নিয়ে হলো মুখ ভারী তাই
বাটা ভরা পান দেবো মান কেন যায়না
ছোটো থেকে কোনোদিন বড়ো যদি হতে চাও
ভালো করে মন দিয়ে পড়াশুনা করে যাও
দুষ্টুমি করে যে কেউ তারে চায়না
লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না

(৪)

বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে
আয় না যা না গান শুনিয়ে
দূর দূর বনের গান
নীল নীল নদীর গান
দুধ ভাত দেবো সন্দেশ মাখিয়ে
ঝিলমিল ঝিলমিল ঝরনা কোথায়
কুলকুল কুলকুল রোজ বয়ে যায়
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী গল্প শোনায়
রাজার কুমার পক্ষীরাজ চড়ে যায়
ভোরবেলা পাখনা মেলে দিয়ে তোরা
এলি কি বল্‌না সেই দেশ বেড়িয়ে
কোন গাছে কোথায় বাসা তোদের
ছোটো কি বাচ্চা আছে তোদের
দিবি কি আমায় দুটো তাদের
আদর করে আমি পুষবো তাদের

(৫)

ধিতাং ধিতাং বোলে
এ মাদলে তান তোলে
আর আনন্দ উচ্ছলে আকাশ
ভরে জোছনায়
আয় ছুটে সকলে
এই মাটির ধরাতলে
আজ হাসির কলরোলে
নূতন জীবন গড়ি আয়
আয়রে আয়
লগন বয়ে যায়
মেঘ গুড়গুড় করে
চাঁদের সীমানায়
পারুল বোন ডাকে
চম্পা ছুটে আয়
বর্গিরা সব হাঁকে
কোমর বেঁধে আয়
আয়রে আয়
আয়রে আয়
ধিনাক নাতিন তিনা
এই বাজারে প্রাণ বীণা
আজ সবার মিলন বিনা এমন
জীবন বৃথা যায়
এদেশ তোমার আমার
এই আমরা ভরি খামার
আর আমরা গড়ি স্বপন দিয়ে
সোনার কামনায়।
আয়রে আয় লগন বয়ে যায়...

(৬)

আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে
শাখে শাখে পাখি ডাকে
কত শোভা চারিপাশে
আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে
আজকে মোদের বড়োই সুখের দিন
আজ ঘরের বাঁধন ছেড়ে মোরা হয়েছি স্বাধীন
আজ আবার মোরা ভবঘুরে
মুলুক ছেড়ে যাবো দূরে
ভরবো ভুবন গানের সুরে
পুরানো দিনের কথা আসে
মনে পুরানো দিনের কথা আসে
মনে আসে
ফিরে আসে

(৭)

পাখিদের ঐ পাঠশালাতে কোকিল গুরু শেখায় গান
ময়না ভালোই গান শিখেছে শুনলে পরে জুড়ায় প্রাণ
বুলবুলির ঐ মিষ্টি গলা তাই তো সবাই ছুটে আসে
চন্দনা বৌ মনে মনে বুলবুলিকে ভালোবাসে
এই কথাটা জেনে ময়না করলো দারুণ অভিমান
পাখিদের ঐ পাঠশালাতে কোকিল গুরু শেখায় গান
আমগাছের ঐ মগডালেতে আজকে ওদের জলসা হবে
ময়না, টিয়া, দোয়েল, ফিঙে সকলে আজ গান শোনাবে
গানের শেষে সবার মতে ময়নাটা আজ হেরে গেলো
চন্দনা বৌ বরণমালা বুলবুলিকেই পরিয়ে দিল
ময়না কোথায় উড়ে গেলো নিয়ে চোখে জলের বান

(৮)

হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল
এনেদে এনেদে নইলে বাঁধবো না চুল
কুসমি রঙ শাড়ি চুড়ি বেলো যারি
কিনেদে হাট থেকে এনেদে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল আমের মুকুল
তিরকুট পাহারড়ে শালবনের ধারে
বসবে মেলা আজ বিকেল বেলা
দলে দলে চলে সকাল হতে
সাঁওতাল সাঁওতালনী নূপুর বেঁধে পায়
যেতেদে ঐ পথে বাঁশি শুনে শুনে
পরাণ বাউল
গলার মালা নাই কী যে করি ছাই
গাঁথবো মালারে এনেদে এনেদে এনেদে রে
যেতেদে ঐ পথে বাঁশি শুনে শুনে
পরাণ বাউল

(৯)

লাল নীল সবুজেরই মেলা বসেছে
লাল নীল সবুজেরই মেলারে
আয় আয় আয়রে ছুটে
খেলবি যদি আয়
নতুন সে এক খেলারে
বেলুন চড়ে চল চলে যাই
রূপকথারই রাজ্যে
পায়রা ভুতুম হুতুম প্যাঁচা
সঙ্গে যাবে আজ যে
হাঁইয়ো হাঁই আয়রে ভাই
ভাসাই মেঘের ভেলারে
আয় আয় আয়রে ছুটে
খেলবি যদি আয়
নতুন সে এক খেলারে
যদি মানুষগুলো ফুল হতো রে
মজা হতো তাই না
তোরাই যে সব ছোট্ট কুঁড়ি
আর কিছু তো চাই না
তোদের নিয়ে কাটুক না হয়
আমার গানের বেলারে
আয় আয় আয়রে ছুটে
খেলবি যদি আয়
নতুন সে এক খেলারে

ছোটোদের গল্প

- মাছেদের পাড়ায়
- মুংলি
- ঝিরি আর পুনু
- ভীতু নিতু
- আমচোর
- আবার এসো

ছোটোদের কথামালা

- দুই বন্ধু ও ভালুক
- ষাঁড় ও মশা
- শেয়াল ও সারস
- কুকুর ও তার ছায়া
- কাক ও শেয়াল
- শেয়াল ও আঙুর

ছোটোদের গল্প

মাছেদের পাড়ায়

আমুদি মাছেদের খুব বন্ধু ছিল চিতলরা। আগে রোজই ওদের সঙ্গে দেখা হতো গঙ্গায়। কত ছোটাছুটি, হুটোপুটির খেলা হতো সে সময়। জল কেটে কখনও সখনও বেড়াতে যাওয়া হতো ফরাক্কায়। নয়তো নবদ্বীপে। ভাবলে এখন যে বড্ড মন খারাপ হয় আমুদিদের। চিতলদের সঙ্গে তো দেখাই হয় না আজকাল। আড় মাছেরাও গঙ্গার বিষ জলের ভয়ে এদিকে ওদিকে নদীতে পালাচ্ছে। মানুষদের নিয়ে বড্ড মুশকিল এখন। নিজেরাই নোংরা করে দিচ্ছে গঙ্গার জল। আবার কাগজেও লিখছে, ও আমুদি, ও চিতল, ও ইলিশ — তোরা সব কোথায় গেলিরে? বাজারে আর তোদের দেখা পাই না কেন?

সব মাছ তো আর এইসব জানে না। তাই বোয়াল, ফোলুই আর কালবোসরা খবরটা দেয় অন্য মাছেদের। শুনে অনেকেই তো গঙ্গা ছেড়ে পালায়। কিন্তু কোথায় যাবে? অন্য নদীর জলেও তো বড্ড বিষ।

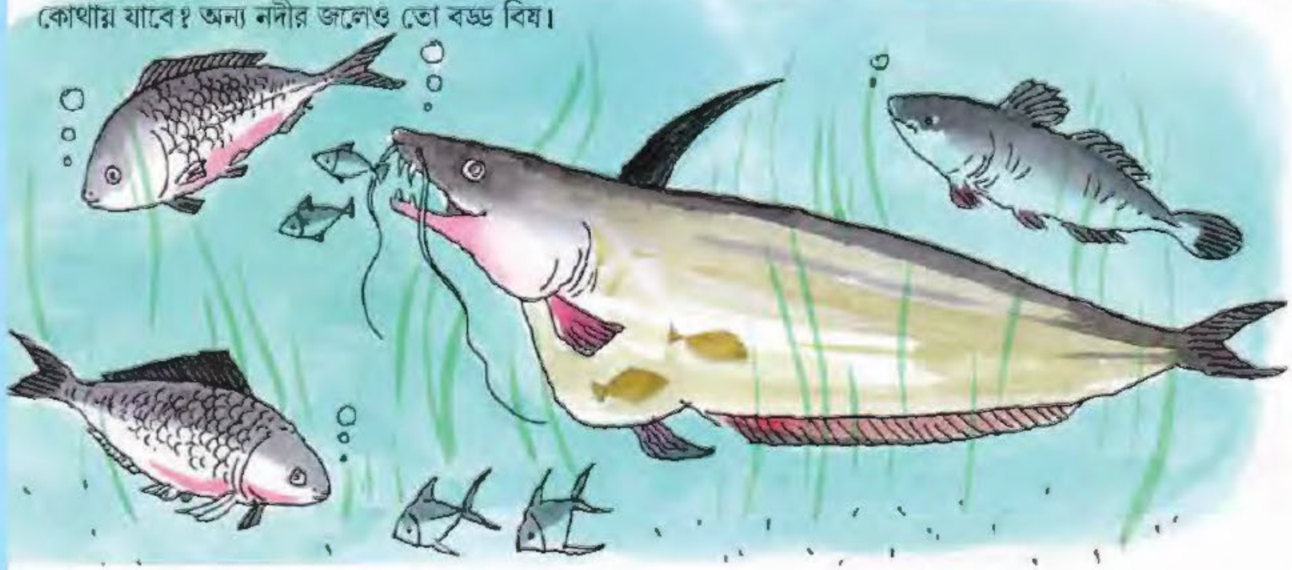

মুংলি

মুংলি সবে ভর্তি হয়েছে ইসকুলে। ওর বাবা - মা দুজনেই কাজ করতে চলে যায় সকাল হলে। ওর একটা বন্ধুও আছে বাড়িতে। তার নাম টিংটিং। গলায় একটা ঘন্টি বাঁধা। মুংলি ইসকুলে চলে গেলে সে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় দিব্যি। হারিয়ে যাবার ভয় নেই। কেননা টিংটিং-এর গলার ঘন্টিটা টুং টুং করে বাজে। কিন্তু ছাগলছানা তো! বড্ড দুষ্টু। মাঝে মাঝে মুংলির ইসকুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ইসকুলের পিছনেই সেই জয়চণ্ডী পাহাড়। আকাশে হেলান দিয়ে সে এমন দাঁড়িয়ে থাকে যেন রাজামশাই!

ঝিরি আর পুনু

জানো, মা আমার নাম রেখেছে ঝিরি। আর আমাদের বাড়ির কাছে যে নদী তার নাম বালাসন। নদীর ধারে দাঁড়লে দেখা যায় ওপারে দার্জিলিংয়ের মস্ত মস্ত সব পাহাড়। আমাদের বাড়ির কাছেই আছে একটা চা বাগান। মা সেই চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করে। বাবা বাজারে যায় আনাজ নিয়ে। আমি সবে ভর্তি হয়েছি ইসকুলে। ছবি আঁকতে পারি পাহাড়ের। এখন শুধু পেনসিল দিয়ে আঁকি। তাই দেখেই মা কেমন মুচকি মুচকি হাসে আর বলে পুনুর সঙ্গে রোজ ইস্‌কুলে যাবি, এখন পড়তে বোস। পুনু আমার ইস্‌কুলের বন্ধু। গোটা পাড়ার মধ্যে পুনুরাই খুব গরিব। বাবা নেই। বাড়িতে একটাই বুধি গাই। তার দুধ বেচেই কিনা কোনো রকমে সংসার চালায় মা। একটাই তো জামা প্যান্ট পুনুর। তবু ইসকুল যাবার কামাই নেই। দিদিমণিরাও পুনু মেয়েটাকে খুব ভালোবাসেন। কারণ, মনটা খুব ভালো মেয়েটার। রাস্তা ঘাটে কোনো অসহায় বুড়ি মানুষকে দেখলেই হলো—নিজের মুড়ির কৌটোটাই উপুড় করে দেবে তাঁর আঁচলে।

(মাছেদের পাড়ায়, মুংলি, ঝিরি আর পুনু—গল্প তিনটি লিখেছেন কার্তিক ঘোষ।)

ভীতু নিতু

রাতদুপুরে নিতুর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই, জানালা দিয়ে ঝলমলে চাঁদ দেখতে পেল।

ওরে বাবা! জানালার কোণে ওটা কী? ঐ যে গোল, কালো কীসের মাথা—চোর নাকি? না, ওর দাদা তো বলেছে চোর ওখানে উঠতেই পারে না। তবে? তবে কি ভূত?

ভয়ে নিতু চিৎকার করতে গেল—গলা দিয়ে বিশ্রী একটা আওয়াজ বেরোল। দাদা সতু পাশেই শুয়েছিল, চমকে উঠে বলল, 'কী হলো রে?' বাবা-মা ছুটে এলেন, 'কী হলো নিতু?'

নিতু মাকে জড়িয়ে ধরে জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভূ-ভূ-ভূ-ত।' সতু লাঠি নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বলল, 'দেখি কেমন ভূত?'

ভূতটা মিহিসুরে বলল 'মিউ!' তারপর লাফিয়ে নেমেই, লেজ তুলে দে-ছুট!

ভূত নয়, চোর নয়, কারো মাথা নয়, পাশের বাড়ির সেই কোলো বেড়ালটা গুটিসুটি জানালায় বসেছিল!

তখন সকলের কী হাসির ধুম! বেচারা নিতু লজ্জায় লেপের তলায় লুকিয়ে রইল।

আমচোর

বাগানের গাছে অনেক আম হয়েছে।

একটা বাঁদর গুটি-গুটি সেই দিকে চলেছে দেখেই দুই কুকুর 'রাজা' আর 'রানি' তেড়ে গেল। বাঁদরটা সুট করে আমগাছে উঠে গেল; কুকুর তো গাছে চড়তে পারে না, ওরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

নীচ থেকে দুই কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, উপর থেকে বাঁদরটা আম খেয়ে খোসা আর আঁটিগুলো ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে!

ভীষণ রেগে ওরা পাগলের মতো ছুটোছুটি চেঁচামেচি করছে।

সারাদিন এমনি চলল। বাঁদরটা কুকুরের ভয়ে নামতে পারছে না, ডালে বসে কিচিরমিচির বকছে আর ভেংচি কাটছে।

কুকুররাও ভাবছে, 'যাবে কোথায় বাছাধন? এক সময় তো নামতেই হবে?' তারা গাছতলা থেকে নড়ছে না।

রোজ রাজা আর রানি একসাথে একপাতে খায়; আজ রাজা এসে আগে খেয়ে গেল, রাণী বসে পাহারা দিল; তার পর রাজা গিয়ে পাহারায় বসল, তখন রানি খেয়ে এল।

রাত হয়ে গেল, তখন রাজা আর রানিকে ধরে এনে বেঁধে দেওয়া হলো। সেই সুযোগে বাঁদরটা নেমে তিড়িং তিড়িং করে পালিয়ে গেল।

আবার এসো

বাগানে অনেক ফল গাছ। ফল খেতে কত পাখি আসে, কাঠবেড়ালও আসে। একদিন একটা ছানা কাঠবেড়াল ঘরের ভিতর চলে এল। রানু আর মিনু তোয়ালে চাপা দিয়ে তাকে ধরল। ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে ওরা তাকে রুটি, কলা, কিসমিস খেতে দিল। বলল—'ওকে আমরা পুষবো।'

বাইরের ছানার মা 'কিচির-কিচ-কিচির-কিচ' করে ছানাকে খুঁজছে। ছানাও ঘর থেকে বলছে, 'কিচ কিচ কিচ'; ডাক শুনে মা জানালার কাছে এল, দেখল ছানা রয়েছে। ভয়ে সে ঘরে ঢুকল না।

রানু বলল, 'চল আমরা বাইরে গিয়ে আড়াল থেকে দেখি ওরা কী করে।'

তখন কাঠবেড়াল-মা ছানার কাছে ছুটে এল। পিছনের পায়ে খাড়া হয়ে বসে, সামনের দুই পা দিয়ে ছানাকে তুলে নিল। তারপর কত আদর করল। ঠিক যেমন রানু মিনুর মা ওদের আদর করেন।

দেখে ওদের ভারি মায়া হলো, ওরা দড়িটা খুলে দিল। মা আর ছানা নাচতে নাচতে চলে গেল।

রানু-মিনু বলল—'আবার এসো!'

(ভিতু নিতু, আমচোর, আবার এসো— গল্পতিনটি লিখেছেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী)

ছোটোদের কথামালা

দুই বন্ধু ও ভালুক

দুই বন্ধুতে মিলে পথ হাঁটছিল।

হঠাৎ সেসময়ে সেখানে একটা ভালুক এল। এক বন্ধু ভালুক দেখে ভয় পেল। সে কাছের একটা গাছে উঠে বসল।

অপরজনের কী হলো, তা একবারও ভাবল না।

অপর বন্ধু কোনো উপায় ভেবে পেল না। ভালুকের সাথে একা লড়াই করা অসম্ভব। নিরুপায় হয়ে মড়ার মতো সে মাটিতে পড়ে রইল। কেননা, সে শুনেছিল যে, ভালুক মরা মানুষ ছোঁয় না।

ঠিক তাই হলো। ভালুক তার নাক মুখ চোখ কান শুঁকে দেখল। তারপর তাকে মরা ভেবে চলে গেল।

এদিকে ভালুকটা চলে যেতেই প্রথম বন্ধু গাছ থেকে নেমে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, ভাই, ভালুক তোমাকে কী বলল? দেখলাম, সে তোমার কানের কাছে অনেকক্ষণ মুখ রাখল।

দ্বিতীয় বন্ধু বলল, ভালুক বলে গেল, যে বন্ধু বিপদের সময় বন্ধুকে ফেলে পালায়, কখনো তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

ষাঁড় ও মশা

এক মশা এক ষাঁড়ের মাথার ওপর কিছুক্ষণ ওড়াওড়ি করে তারপর তার শিঙের ওপর বসল।

শিঙে বসে ভাবল, হয়তো আমার ভারে ষাঁড় খুবই কাতর। তাই তাকে বলল যদি তুমি আমার ভার সইতে না পেরে থাকো, বলো, আমি এখনই উড়ে যাচ্ছি। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না।

এই শুনে ষাঁড় বলল, তুমি এজন্যে মোটেই ভেবো না। তুমি উড়ে যাও বা বসে থাকো, আমার কাছে দুই-ই সমান। তুমি এত ছোটো যে, আমার শিঙে বসে আছো তা আমি টেরই পাইনি।

শেয়াল ও সারস

একদিন এক শেয়াল এক সারসকে বলল, সারস ভাই, কাল তোমার নেমন্তন্ন আমার বাড়ি।

সারস তাতে রাজি হলো। পরদিন সে শেয়ালের বাড়ি গেল।

শেয়াল কিছু খাবারদাবার না বানিয়ে, শুধু ঝোল রেঁধে, থালায় ঢেলে সারসকে খেতে দিল। শেয়াল জিভ দিয়ে খুব সহজে থালার ঝোল চেটে খেতে লাগল। কিন্তু সারসের ঠোঁট খুব সরু ও লম্বা। তাই সে কিছুই খেতে পারল না।

সারস খাচ্ছে না দেখে শেয়াল গলা চুকচুক করে বলল, ভাই, তুমি ভালো করে খেলে না, এতে আমি খুব দুঃখ পেলাম। খাবার খেতে ভালো হয়নি বলেই বোধ হয় তুমি ঠিকমতো খেলে না।

সারস শেয়ালের উপহাস বুঝতে পারল। তবু সে কোনো কথাই বলল না। চলে যাবার সময় শুধু বলল, ভাই কাল কিন্তু আমার বাড়ি তোমার নেমন্তন্ন রইল। শেয়াল তাতে রাজি হলো। পরদিন ঠিকসময়ে সে সারসের বাড়ি হাজির হলো।

শেয়ালের সামনে এক সরু গলার কুঁজোতে খাবার দিয়ে—এসো ভাই, খাই—বলে সারস খেতে লাগল। সারসের সরু লম্বা ঠোঁট, তাই সে কুঁজোতে মুখ ঢুকিয়ে খাবার খেতে পারল। কিন্তু শেয়াল কোনোমতেই কুঁজোর ভেতরে মুখ ঢোকাতে পারল না। খিদের জ্বালায় খালি সে কুঁজোর গা চাটতে লাগল।

শেয়াল আপনমনে বলল, সারসকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি সারসের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছি সারসও তাই করেছে।

কুকুর ও তার ছায়া

এক টুকরো মাংস নিয়ে একটি কুকুর নদী পার হচ্ছিল। নদীর টলটলে জলে তার ছায়া পড়ল।
সে ওই ছায়াকে ভাবলো আর-একটা কুকুর।

মনে মনে সে বলল, ওই কুকুরের মুখে যে মাংসটা আছে তা কেড়ে নেব। তাহলে আমার দু-টুকরো মাংস হবে। লোভে পড়ে সে হাঁ করে মাংসের টুকরো নিতে গেল। অমনি তার মুখ থেকে মাংসের টুকরো নদীর জলে পড়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল। কুকুর তখন কিছুক্ষণ থ হয়ে চুপ করে রইল।

লোভে পড়লে এই দশাই ঘটে, বলতে বলতে সে চলে গেল।

কাক ও শেয়াল

এক কাক কোথা থেকে একটুকরো মাংস নিয়ে গাছের ডালে বসল।

এমনসময় সেখানে এক শেয়াল এল। কাকের মুখে মাংসের টুকরো দেখে ভাবল, যেভাবেই হোক, কাকের মুখের মাংসের টুকরোটা খেতে হবে।

মনে মনে মতলব এঁটে সে বলল, ভাই কাক, আমি তোমার মতো এমন বাহারি পাখি কখনো দেখিনি। তোমার কেমন পাখা! কেমন চোখ! কেমন ঘাড়! কেমন বুক! দেখো ভাই, তোমার সবই সুন্দর। শুধু দুঃখের কথা এই যে তুমি বোবা।

শেয়ালের মুখে এমন প্রশংসা শুনে কাক খুবই খুশি হলো। সে আপনমনে বলল, শেয়াল ভেবেছে আমি বোবা। এই সময়ে যদি আমি ডাকি, তবে শেয়াল একেবারে মোহিত হবে।

এই ভেবে মুখ হাঁ করে কাক যেমন ডাকতে গেল, অমনি তার মুখের মাংস মাটিতে পড়ে গেল।

শেয়াল তখন যারপরনাই খুশি হয়ে ওই মাংসের টুকরো উঠিয়ে নিয়ে খেতে খেতে সেখান থেকে চলে গেল। তাই দেখে কাক থ হয়ে বসে রইল।

শেয়াল ও আঙুর

একবার এক শেয়াল একটা আঙুরের ক্ষেতে ঢুকল। থোকা থোকা মিষ্টি আঙুর দেখে শেয়ালের খুব লোভ হলো। কিন্তু আঙুর খুব উঁচুতে ঝুলছিল। তাই তার নাগাল পাওয়া শেয়ালের কাছে সহজ ছিল না।

শেয়াল অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কোনোভাবেই সে আঙুর পাড়তে পারল না।

আঙুর না পেয়ে হতাশ হয়ে শেয়াল বলতে লাগল, আঙুর বেজায় টক আর খেতে খুব খারাপ।

- ফড়িংবাবুর বিয়ে!
- খুকু গেছে জল আনতে
- শ্যামলা
- ডাকছে দাদুর নাক।
- বড়ো সাথি গাছ
- যে থাকে যেখানে
- এই চিঠিটা পেলে
- আয় চাঁদ আয় না
- একের পিঠে দুই
- বোকা খোকা
- চড়ুই
- ক্ষান্তবুড়ি
- ডিংডা ডিডাং
- দোপাটি
- মশা
- ধরো তুমি
- চাঁদের হাট
- আঁকার পরেই
- স্বপ্নের দেশ
- পুটুস
- পায়রা ডাকে
- ঋতুরঙ্গ
- ভোর হল
- ভোরাবেলার গান
- আজব ব্যাপার
- এক যে আছে মজার দেশ

ফড়িং বাবুর বিয়ে

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ফড়িংবাবুর বিয়ে!
টিক্‌টিকিতে ঢোলক বাজায় ধুচুনি মাথায় দিয়ে।
বেহারা হ'ল তেলাপোকা পাল্‌কি কাঁধে নিয়ে।
দেখ্‌তে এল সেজেগুজে পিঁপ্‌ড়েরা মায়-ঝিয়ে।
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে!
ফড়িংবাবুর বিয়ে!
ঘাসের পাতা লুচি হ'ল ভাজা শিশির-ঘিয়ে,
দই-সন্দেশ তৈয়ার হ'ল মাটিতে জল দিয়ে,
ব্যাঙের ছাতার নীচে সবে খেতে বস্‌ল গিয়ে।
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে!
ফড়িংবাবুর বিয়ে!
টুনি নাচে টুপি এঁটে; নেংটি ইঁদুর দামা পেটে,
হেলিয়ে দুলিয়ে!
আরে, ফড়িংবাবুর বিয়ে।।

খুকু গেছে জল আন্‌তে

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে, সুয্যি গেল পাটে—
খুকু গেছে জল আন্‌তে পদ্মদিঘির ঘাটে।
পদ্মদিঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল,
হাঁটুর নীচে দুল্‌ছে খুকুর গোছাভরা চুল।
বিষ্টি এলে ভিজ্‌বে সোনা, চুল শুকানো ভার—
জল আন্‌তে খুকুমণি যায় না যেন আর॥

—প্রচলিত

শ্যাম্‌লা

আঁটুল বাঁটুল শ্যাম্‌লা সাঁটুল, শ্যাম্‌লা গেল হাটে;
শ্যাম্‌লাদের মেয়ে দুটি পথে ব'সে কাঁদে।
আর কেঁদ না, আর কেঁদ না, ছোলা ভাজা দেবো;
আবার যদি কাঁদো, তবে ঝোলায় ভরে নেবো!

— প্রচলিত

ডাকছে দাদুর নাক

সুনির্মল বসু

গড়্ গড়্—গুড়্ গুড়্
বাস কী মেঘের সুর।
নয়কো মেঘের ডাক
ডাক্‌ছে দাদুর নাক।

যে থাকে যেখানে

পাখি থাকে গাছে গাছে
মাছ থাকে জলে,
বনে থাকে হাতি, বাঘ
মাঠে ধান ফলে।
বাড়িতে বাবা-মা থাকে
দিদি-দাদুভাই—
আমার যে কত মজা
ইসকুলে যাই।

বড়ো সাথি গাছ

কার্তিক ঘোষ

গাছ হলো সবচেয়ে
বড়ো সাথি তাই,
রোজ কিছু চারা গাছে
জল দেওয়া চাই।
পাঁচটা না, দশটা না,
গাছ ঘেরা বাড়ি,
কেউ গাছ কাটলেই
আড়ি-আড়ি-আড়ি।

এই চিঠিটা পেলে

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট মিতুন লিখেছে চিঠি
দাদুর কাছে তার,
লিখছে চিঠি দিদার কাছে,
মামার কাছে, আর—
যে বোনটা সেই খেলত পুতুল
লিখছে তারই কাছে,
ক'মাস আগের কথা সে আর—
পষ্ট মনে আছে।
বাবার সাথে গিয়ে মিতুন
দিচ্ছে ডাকে ফেলে,
দারুণ খুশি হবে সবাই
এই চিঠিটা পেলে!

আয় চাঁদ আয় না

আয় চাঁদ আয় না,
গড়িয়ে দেব গয়না।
দুই হাতে বালা দেব, দুই কানে দুল দেব,
গলে দেব হার—
তোরে কত দেবো আর!
ঘুঙুর দেবো পায়, তুই খুকুর কাছে আয়।

বোকা খোকা

উমা দেবী

আম খাবে না, জাম খাবে না,
তেঁতুল খাবে খোকা।
ওরে যাদু, তুই যে দেখি
সর্বনেশে বোকা!
চায় না পুষি, চায় না পাখি,
বাঘের ছানা চায়—
যাদুর মতো এমন বোকা
আর কে আছে হায়!

একের পিঠে দুই

সুকুমার রায়

একের পিঠে দুই চৌকি চেপে শুই
পোঁটলা বেঁধে থুই গোলাপ চাঁপা যুঁই
ইলিশ মাগুর রুই হিঞ্চে পালং পুঁই
শান্‌-বাঁধানো ভুঁই গোবর জলে ধুই
কাঁদিস কেন তুই?

চড়ুই

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ধুলোর মধ্যে স্নান সেরে নেয়
ছোট্ট চড়ুই পাখি।
সারাটা দিন কিচিরমিচির,
শুধুই ডাকাডাকি।
ঘুলঘুলিতে বাসা ওদের,
সূর্য যখন ডোবে,
তখন গিয়ে সেইখানে ও
মায়ের পাশে শোবে।

ক্ষান্তবুড়ি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষান্তবুড়ির দিদি শাশুড়িরা
পাঁচ বোন থাকে কালনায়
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়,
কোনও দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে বলে
রেখে দেয় খোলা জালনায় —
নুন দিয়ে তাঁরা ছাঁচি পান সাজে,
চুন দেয় তারা ডালনায়।

ডিংডা ডিডাং

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ডিংডা ডিডাং ডিং ডাং
পুপলু যাবে কার্শিয়াং
কু ঝিক ঝিক ছোট্ট গাড়ি
সাহেব মেমের মামার বাড়ি।

ডিংডা ডিডাং ডিং ডিং
পুপলু যাবে দার্জিলিং
শীতে হু হু গা হিম হিম
পাহাড় চুড়োয় আইসক্রিম!

দোপাটি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ট্যাপা দোপাটি তুমি দোপাটি
তোফা খোঁপাটি বাঃ!
বাঁকানো সুঁটি বিনুনি দুটি
না হয় ঝুঁটি—হা!
ও কী লাগালে টেবো দু'গালে?
চাঁদা কপালে চি!
পাঁ পি ধোরো না তুমি যে সোনা
কথা শোনো না? ছি!

মশা

সরল দে

এত সাহস, চললো মশা
বাঘের পিঠে চাপতে!
হালুম্ হুলুম্ ডাকলে যে বাঘ
আমরা থাকি কাঁপতে।

বাঘের পিঠে চেপেই মশা
হুল ফোটালো আস্তে —
তারপরে কী? উড়লো মশা
হাসতে হাসতে হাসতে।

মশা মশা ছোট্ট মশা
এইটুকু এককোঁট্টা,
খুকুর ঠোঁটে কামড়েছিল
ফুলেও ছিল ঠোঁটটা।

মশার ভারি বুকের পাটা
ভয় করে না কাউকে,
কামড়ে দিল ভীম পালোয়ান
শম্ভুচরণ সাউকে।

ধরো তুমি

বাদল ঘোষ

ধরো তুমি হয়েই গেলে
ছোট্ট একটি পাখি
সকাল দুপুর সারাটা দিন
করবে ডাকাডাকি!
কিংবা তুমি হয়েই গেলে
ছোট্ট একটি নদী
অজস্র ঢেউ বুকে নিয়ে
ছুটবে নিরবধি!
ধরো তুমি হয়েই গেলে
ছোট্ট বনজ ফুল
তোমায় নিয়ে চতুর্দিকে
লাগবে হুলস্থুল!
কিংবা তুমি হয়েই গেলে
ছোট্ট প্রজাপতি
চলায় তোমার থাকবে কি আর
কর্মমুখর গতি!
সবার চেয়ে মানুষ বড়ো
মানুষ হওয়া চাই
মানুষ হয়েই মানবতার
বিজয়গীতি গাই।

চাঁদের হাট

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

নীল আকাশে সুয্যিমামা ঝলক দিয়েছে,
সবুজ মাঠে নতুন পাতা গজিয়ে উঠেছে।
পালিয়ে ছিল সোনার টিয়ে ফিরে এসেছে;
ক্ষীর নদীটির পারে খোকন হাসতে লেগেছে।
হাসতে লেগেছে রে খোকন নাচতে লেগেছে
মায়ের কোল চাঁদের হাট ভেঙে পড়েছে।
লাল টুকটুক্ সোনার হাতে কে নিয়েছে তুলি'
ছেঁড়া নাতা পুরোনো কাঁথার — ঠাকুরমা'র ঝুলি

আঁকার পরেই

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু ছিল আঁকার বাকি —
যেই এঁকেছে ডানা,
ফুড়ুৎ করে উড়ল পাখি
শুনল নাকো মানা।
পুপু বলে যাস্‌নে ওরে —
এই নে দানাপানি।
পাখি বলে, খাঁচায় ভরে
রাখবে আমায়, জানি!
দানাপানি খাওয়াও যতই,
সুখটা তো নেই খাঁচায়,
অনেক ভালো আকাশে ওই
অবাধ উড়ে বাঁচায়।
আকাশ ও বন ডাকছে যখন —
আর কী থাকি ভাই!
তোমরা কাছেই রইব এখন,
তেমন সময় নাই...।

স্বপ্নের দেশ

জল নেই, জলা নেই,
গাছপালা কাটা,
মাঠে-ঘাটে সারাদিন
রোদ করে ঠা-ঠা।
পাখিদের সুখ নেই
উড়ু উড়ু মন,
হাতিরাও ছেড়ে আসে
দলমার বন।
গাছ, পাখি, মাছ, ফুল,
মউমাছি, নদী,
সারাদিন সব্বাই
মনমরা যদি...
তাহলে কী গড়া যায়
স্বপ্নের দেশ?
আগে চাই ঝলমলে
তাজা পরিবেশ!

পুটুস

গৌরী ধর্মপাল

ভোরবেলা ঘুম
ভেঙে বলে
পুটুস
পিঁপড়ে কেন
কামড়াল মা
কুটুস?
পিঁপড়ে বলে,
তোমার গালে
গুড় যে,
সামনে পেলুম
তাইতো খেলুম
দোকান বড়ো দূর যে

পায়রা ডাকে

পায়রা ডাকে
বকম বকম
বেড়াল ডাকে
মিঁ - উ - উ
পিউ কাঁহাটা
থেকে থেকে
ডাকছে পি - ক - র পিউ
ছোট্ট হনু চুপি চুপি
চড়ছে তেঁতুল গাছে
বাদাম পেয়ে কাঠবেড়ালি
তুড়ুক তুড়ুক নাচে।

ঋতুরঙ্গ

বারো মাসে ছয় ঋতু
প্রথমেই গ্রীষ্ম,
বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠতে
রোদে ঝাঁ - ঝাঁ দৃশ্য।
আষাঢ় - শ্রাবণে আসে
কালো মেঘে বর্ষা,
ভাদ্র ও আশ্বিনে
শরৎ কী ফর্সা!
কার্তিক - অঘ্রানে
হেমন্ত হয় যে,
পৌষ আর মাঘে শীত
লেপ ছাড়া নয় যে।
সবশেষে ফাল্গুন—
চৈত্রের অন্ত
বছরের শেষ ঋতু
আহা সে বসন্ত!

ভোর হলো

কাজী নজরুল ইসলাম

ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠো রে।
ওই ডাকে
জুঁই শাখে
ফুল-খুকি ছোটো রে
খুকুমণি ওঠো রে।
রবি-মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ওই,
দারোয়ান
গায় গান
শোনো ওই, 'রামা হই'।

ভোরবেলার গান

গোলাম মোস্তাফা

আঁধার দূরে পালিয়ে গেল, রাত হল ঐ ভোর
ওমা, এখন বাইরে যাব, দাও খুলে মোর দোর।
ডাকছে মোরগ বারে বারে গাইছে পাখি গান
ফুল ফুটেছে বনে বনে দুলছে মাঠে ধান।
পুব আকাশে সোনার রবি উঠছে হেসে ওই—
এমন সময় আমরা কেন ঘরের কোণায় রই?
খুকুমণি, জাগো এখন, বাইরে চল যাই—
ফুলের মত ফুটে উঠি, পাখির মত গাই।

আজব ব্যাপার

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

সিংহ ডাকে 'কঁকর-কঁক' আর বাঘ ডাকে 'প্যাঁক-প্যাঁক'
বনের ভেতর কাণ্ড আজব ঘটছে কী সব দ্যাখ!
হাতি চেঁচায় 'হুক্কা-হুয়া', হরিণ চেঁচায় 'ঘেউ'
এমন মজার ব্যাপার আগে কেউ দেখেনি কেউ।

বাঁদর ডাকে 'ব্যাঁ-ব্যাঁ-ব্যাঁ', ভালুক ডাকে 'হালুম'
হচ্ছে কী সব, কারণটা কেউ করতে পারছ মালুম?
শেয়াল ডাকে 'ম্যাঁও-ম্যাঁও-ম্যাঁও', বেড়াল 'বকম-বকম'
কপালে চোখ উঠবে দেখেই ওদের রকমসকম!

হিপো চেঁচায় 'চিঁহি-চিঁহি', হায়নারা 'হুপ-হাপ'
ঘড়-ঘড়-ঘড়, ঘোঁত-ঘোঁত-ঘোঁত, নয় কেউই চুপচাপ।
আসল খবর জানাল উট রেখেই জলের গ্লাস
এখন বনে চলছে নানান ভাষা-শিক্ষার ক্লাস!

এক যে আছে মজার দেশ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ,
দিনে চাঁদের আলো!

আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল;
ডাঙায় চড়ে রুই কাতলা
জলে মাঝে চিল!

পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেঁটে চলে;
ডাঙায় ভাসে নৌকা জাহাজ,
গাড়ি ছোটে জলে!

মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর;
চোখ খুললে যায় না দেখা
মুদলে পরিষ্কার!

(নির্বাচিত অংশ)

ছোটোদের নাটক

- বরষা ভরসা দিল

বরষা ভরসা দিল

কোরাস : রবি করে জ্বালাতন
আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল
আর ভয় নাই
মীনগণ হীন হয়ে
ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে
জলক্রীড়া করে......

ফুলের দল : সুয্যিমামা নমস্কার
আলোয় আলোয় একাক্কার!
তবে বেলা বাড়বে যেই
তখন কোনো আরাম নেই—

পাখির দল : জল নেই কোথাও
যেখানে যাও, যেদিকে তাকাও....

ময়না : বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে
মোরা থাকি কষ্টে
তেষ্টায় তেষ্টায়
ঢলে পড়ি শেষটায়—

মাছের দল : (গান) আকাশজুড়ে
রোদ যেন বর্শা
শুকিয়ে গেল নদীনালা
পুকুর ডোবা খাল
কোথায় তুমি কোথায় তুমি বর্ষা?
জলই জীবন মোদের কাছে
জলই তো ডাল চাল
জলেই বাঁচি জলেই নাচি
না থাকলে জল আমরা নাকাল
কে দেবে ভরসা?

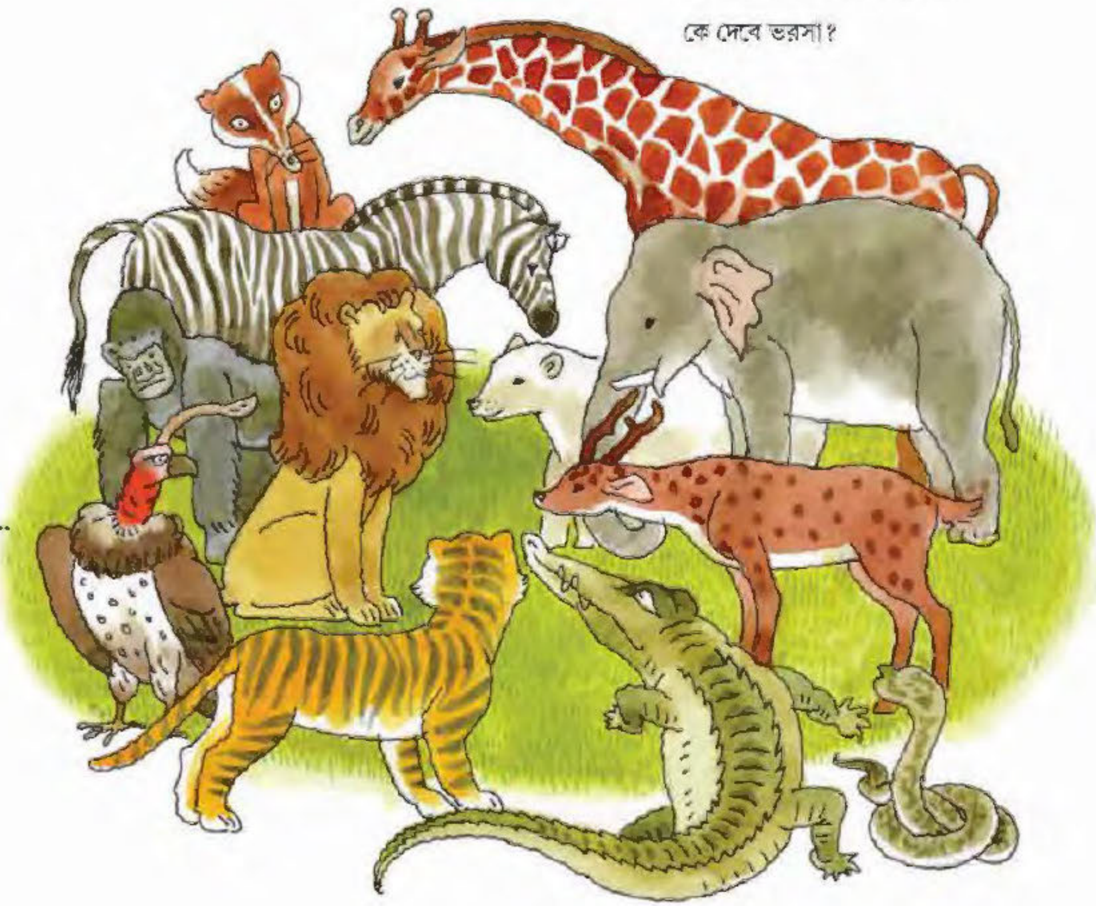

(হঠাৎ মঞ্চে বাঘ, হরিণ, হাতি, ভালুক আর ঘোড়ার প্রবেশ।)

সবাই : আমরা দেবো ভরসা—
হালুম হালুম হালুম
গ্রীষ্মকালে ডাকটাতেও পাচ্ছি না জোর
মনে হচ্ছে করছি চিঁ চিঁ
ওরে ভালুক কাঁদিস কেন, কী হলো রে তোর?

ভালুক : কী বলবো মহারাজ, ছি ছি
গা ভর্তি আমার লোম
গরমে হাঁসফাঁস

হাতি : চান করারও নেই উপায়
ঠান্ডা হব কেমন করে, ঢালবটা কী গায়?

হরিণ : আমরা খাবো কী?
মাঠ তো ন্যাড়া, একটুও নেই ঘাস—

ঘোড়া : ছুটে বেড়াই বনে বনে
পাহাড়ে পর্বতে
গ্রীষ্মে একটু জল না খেলে
জোর পাই না মোটে
(হাঁফাতে থাকে)

ফুলের দল : কী হবে তার বলো
সবাই মিলে একটা কিছু করি বরং
চলো—

টুনটুনি : এই তো দাদা বললি দিবি ভরসা

টিয়া : কাজের বেলায় পালিয়ে যাস
নিমেষে যোজন ফরসা

বাঘ : মোটেই তা নয়।
করিস না ভয়
আমরা যাব মেঘ আনতে
তেপান্তরের পারে

চিল : বাঃ রে বাঃ রে বাঃ রে
আমি দেখাব পথ
উচুঁ আকাশে উড়ে বলব
কোথায় যাবে রথ

হাতি : বানাও তবে বানাও
মনপবনের নাও—
(নৌকো করে সবাই রওনা দেয়।)

ভালুক : বদর বদর বলো
বদর বদর

ঘোড়া আর হরিণ : জোরে চালাও বৈঠা রে ভাই, জোর ঐ দিকেতে চলো ....

বাঘ : ওহে চিলভায়া, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

হাতি : কোনদিকে ঘোরাবে হাল
তুল দেবে পাল?

চিল : ঐ দক্ষিণে মেঘের রাজ্য
পুব ঘেঁসে যাও
সামনে তরি

বাঘ : আমি হাতি ভায়া হালটা ধরি
তুমি খাটাও পাল

চিল : পৌঁছে যাব কাল—

সবাই : মেঘ নিয়ে থরে থরে/পৌঁছে যাবো ঘরে/পৌঁছে যাব
পৌঁছে যাব ঘরে

(আবার অরণ্যে)

ফুলের দল : কেটে গেল দশ দিন
আসেনি খবর
কী হলো ওদের ভাবি
অপেক্ষা কঠিন

মাছের দল : (গান) আসবে ওরা মেঘের পাহাড় হাতে
বিষ্টিতে সব গরম পালায় যাতে

পাখির দল : (গান) গাইব সবাই তখন মিঠে গান
মাঠে মাঠে ফলবে সোনার ধান

(হঠাৎ হৈ-হৈ করে পশুর দল ঢোকে)

পশুদের গান : এনেছি অনেক মেঘ
হাজার হাজার মেঘ
এনেছি ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ
এনেছি ঝড় দারুণ তাদের বেগ...

পাখির দল : আর নেই ভয়

মাছের দল : (গান) বর্ষার জয়
ঘন মেঘে ছেয়েছে আকাশ
ঐ আসে ঝড়
উড়ে যায় গরমের ডর

পশুরা : এবার তবে আনন্দে মশগুল
ফসল হবে, সবুজ ঘাসে ঢাকবে মাটি আজ
নাচ রে সবাই নাচরে পাখি ফুল
নাচ রে মাছের দল

ঘোড়া : ছুটব এবার এপার ওপার

হাতি : করব রে চাষ, সেটাই বড়ো কাজ

হরিণ : খাব সবুজ ঘাস

ভালুক : কালো হয়ে এসেছে আকাশ...

(সবাই নাচতে নাচতে গান ধরে। খুব ঝড় আর বৃষ্টির আওয়াজ। সবার গান-আয় বিষ্টি ঝেপে,ধান দেব মেপে—)

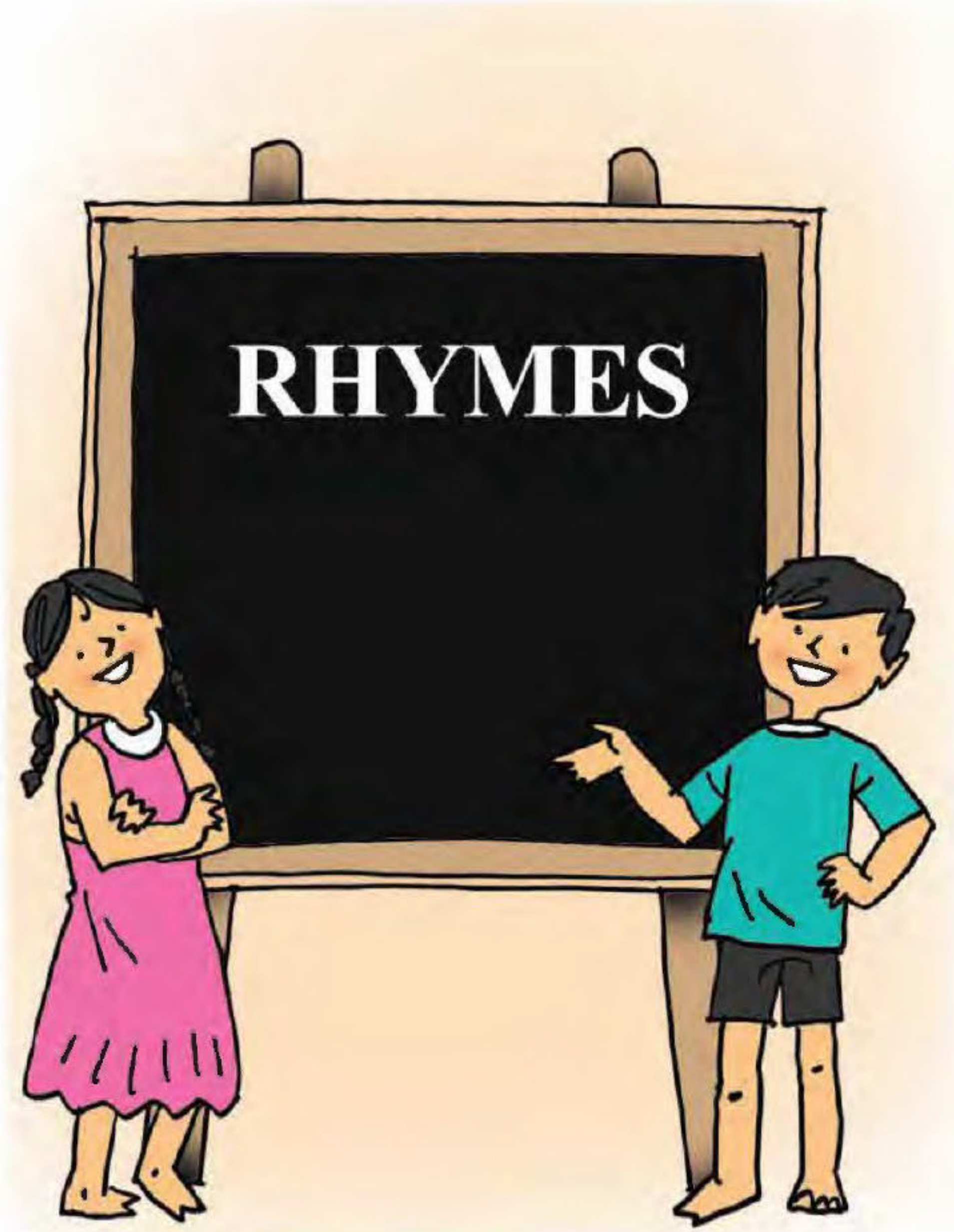

English Rhymes

- Johny Johny, yes papa,
- Ring-a – ring-a roses
- Ten little fingers, ten little toes,
- 'Rain Rain go away'
- Clap your hands
- Moon, Moon, Moon,
- Rabbits, Rabbits
- Tongue Twister

English Rhymes

1

Johny Johny, 'yes papa,'
Eating sugar, 'no papa'
Telling lies, 'no papa'
Open your mouth;
'ha! ha! ha!'

2

Ring-a - ring-o roses
Pocket full of poses,
Hush-a - hush-a
We fall down.

3

Ten little fingers, ten little toes,
Two little ears and one little nose,
Two little eyes that shine so bright,
And one little mouth to wish mother good-night.

4

'Rain Rain go away'
Come again another day,
Little Johny wants to play.

5

Clap your hands
Listen to the music,
And clap your hands.
Turn around,
Listen to the music, and
Trun around.
Jump up high
Listen to the music,
and jump up high.

6

Moon, Moon, Moon,
Come daily soon,
you come at night,
yo give us light.

7

Rabbits, Rabbits, One two, three, will
You come, and play with me?
Camels, camels, four, five six,why
do you have a hump like this,
Monkeys, monkeys, seven, eight nine,
Will you teach me how to climb,
When I've counted up to ten,
the elephant says, now start again.

Tongue Twisters (English)

'S'

1. She sells sea-shells on the sea-shore.

'B'

2. Betty Botter bought some butter,
But she found the butter bitter.

১. পাখি পাকা পেঁপে খায়।

২.

জলে চুন তাজা, তেলে চুল তাজা।

- কুকুর
- পাখি
- বাড়ি
- ঘুর্ণি
- জোড়া নৌকা
- মাছ
- মাটির ফুল বা ফুলের তোড়া

অরিগামি

কাগজ ভাঁজের কাজের জন্য (অরিগামি) সাধারণত বর্গাকার কাগজ ব্যবহার করা হয়। এর প্রস্তুতির জন্য রুমালের মতো লম্বা বা চওড়া করে কাগজ ভাঁজ শেখাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কাগজের ধারগুলি সমান থাকে অর্থাৎ ভাঁজটা নিখুঁত হয়। তা না হলে পরের ভাঁজগুলি করতে অসুবিধা হয়। কাগজের মাপ হবে ১২ সে.মি.।

১। *কুকুর*

- ক) একটি চারকোণা কাগজের কোণাকুণি জোড়া দিয়ে তিনকোণা বানাতে হবে।
- খ) আর একটি কাগজকেও একইভাবে তিনকোণা বানাতে হবে।
- গ) ছবির মতো করে একটি তিনকোণায় মুখোমুখি অন্যটি রেখে একটু ভরে দিয়ে আঠা লাগাতে হবে।
- ঘ) উপরের তিন কোণাটির দুটি প্রান্ত ওপর দিয়ে অল্প মুড়ে দিতে হবে কুকুরের ঝোলা কানের মতো। এরপর নির্দিষ্ট জায়গায় চোখ ও মুখ এঁকে দিলে কাজটি সম্পূর্ণ হবে।

২। *পাখি*

- ক) একটি চারকোণা কাগজ কোনাকুণি ভাঁজ করে তিনকোণা করতে হবে।
- খ) খোলাপ্রান্তের একদিকে তুলে উপরের লাইনে সরু করে মেলাতে হবে।
- গ) অন্যদিকেও একইভাবে কাগজ ভাঁজ করতে হবে।
- ঘ) কাগজটির সরু প্রান্ত মাঝ বরাবর ভাঁজ দিয়ে ওপরের দিকে তুলতে হবে।
- ঙ) ওপরের প্রান্তটি সামনের দিকে একটু মুড়তে হবে পাখির ঠোঁটের মতো।
- চ) লেজের প্রান্ত সামান্য ভিতরের দিকে ভাঁজ করে দিতে হবে। ঠোঁটের ওপরে চোখ এঁকে দিতে হবে।

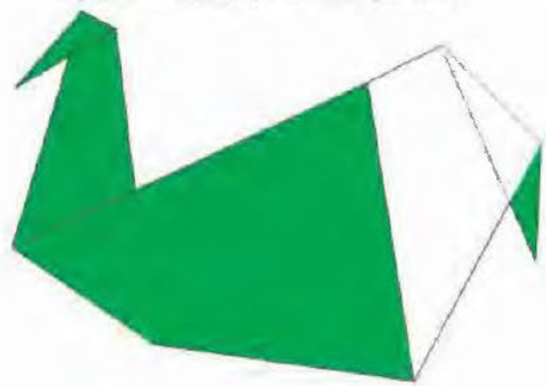

৩। বাড়ি

ক) একটি চারকোণা কাগজ আড়াআড়ি ভাঁজ করে লম্বাটে চারকোণা করতে হবে।

খ) লম্বার দিকে আবার ভাঁজ দিয়ে কাগজটিকে চারকোণা রুমালের মতন করতে হবে।

গ) একই দিকে ভাঁজ দিয়ে আবার আয়তাকার করতে হবে।

ঘ) শেষ দুটি ভাঁজ খুলে কাগজের ভাঁজের কাটা দিকটি নীচের দিকে রাখতে হবে।

ঙ) মাঝের ভাঁজ বরাবর দুপাশ থেকে কাগজ ভাঁজ করে আবার চারকোণার আকারে আনতে হবে।

চ) মাথার দিকে ভাঁজের দাগটি নীচের ভাঁজ বরাবর মিলিয়ে দুদিকটা চেপে নিতে হবে। অন্যদিকটিও একই ভাবে করলে বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হবে।

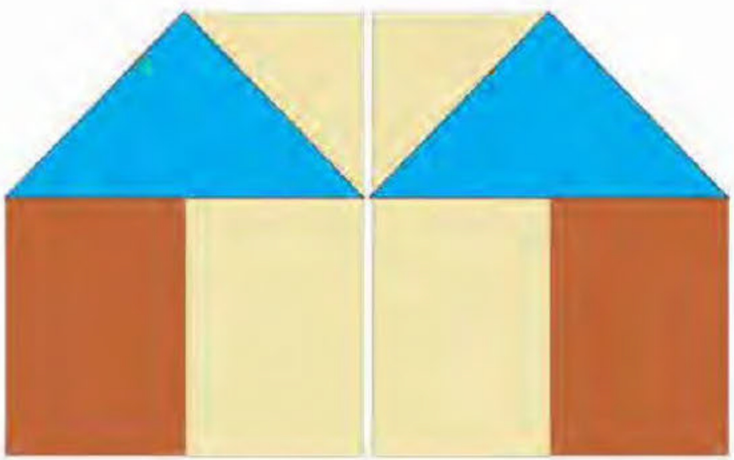

৪। ঘূর্ণি

ক) একটি চারকোণা কাগজ আড়াআড়ি ভাঁজ করে লম্বাটে চারকোণা করতে হবে।

খ) ঐ একই দিকে আবার ভাঁজ করতে হবে।

গ) কাগজটি খুলে নিয়ে বিপরীত দিকে আড়াআড়ি দুই এবং চার ভাঁজ করতে হবে।

ঘ) কাগজটি খুলে নিয়ে একদিকের সরু ভাঁজ মাঝখান অবধি আনতে হবে। একই ভাবে অন্যদিকটিও মাঝ বরাবর আনতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ভাঁজগুলি যেন মুখোমুখি থাকে।

ঙ) কাগজটিকে লম্বা করে ধীরে ওপর ও নীচের অংশ মাঝ বরাবর ভাঁজ করে আনতে হবে।

চ) চারদিকের কোণার কাগজ ধীরে ধীরে টেনে বার করে আনতে হবে। বার করা কোণগুলি একই দিকে মুখ করা হবে ঘূর্ণির মতো।

৫। জোড়া নৌকা

ক) ঘূর্ণির প্রথম পাঁচটি ভাঁজ অনুকরণ করতে হবে।

খ) প্রথমে দুদিকের কোণার কাগজ ধীরে ধীরে টেনে বার করে আনতে হবে। [একটি বাড়ি হলো]

গ) একইভাবে অন্য দুদিকের কোণা মুখোমুখি বার করতে হবে।

ঘ) কাগজটি উল্টোদিকে ভাঁজ দিলেই জোড়া নৌকা তৈরি হবে।

৭। মাটির ফুল বা ফুলের তোড়া

ক) মাটি আর জল মিশিয়ে নরম মাটির তাল বানাতে হবে।

খ) তারপর মাটির তাল থেকে বড়ো টুকরো ছিঁড়ে নিতে হবে।

গ) সেই টুকরোটাকে দু'হাতে তালুতে নিয়ে সরু করে পাকাতে হবে।

ঘ) পাকাতে পাকাতে অংশটি দড়ির মতো গোল, সরু ও লম্বা করে নিতে হবে।

ঙ) তারপর সেই দড়ির মতো অংশটি গোল করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক জায়গায় ফুলের মতো করে বৃত্তাকারে স্থাপন করতে হবে।

চ) এভাবে পাশাপাশি কয়েকটি বৃত্তাকার মাটির ফুল স্থাপন করলে তৈরি হয়ে যাবে মস্ত কোনো ফুল বা ফুলের তোড়া।

৬। মাছ

ক) একটি চারকোণা কাগজ আড়াআড়ি ভাঁজ করে লম্বাটে চারকোণা করতে হবে।

খ) লম্বার দিকে আবার ভাঁজ দিয়ে কাগজটিকে চারকোণা রুমালের মতন করতে হবে।

গ) দ্বিতীয় ভাঁজটি খুলে নিয়ে কাগজের খোলা দিক নীচের দিকে রাখতে হবে।

ঘ) ভাঁজ করা কোণা মাঝ বরাবর নীচের প্রান্তে মেলাতে হবে। একই ভাবে অন্য দিকেও ভাঁজ দিতে হবে।

ঙ) দুদিকের ভাঁজ করা অংশটি ভিতর দিকে ভরে কাগজটিকে তিনকোণা করতে হবে।

চ) নীচের দিক থেকে কোণটি নিয়ে মধ্যের লাইন পার করে একটু বাঁকাভাবে ভাঁজ করতে হবে।

ছ) একই ভাবে অন্যদিকটি করলে মাছের ভাঁজ সম্পূর্ণ হবে। মাছটিতে চোখ ও আঁশ এঁকে দিলে আরো সুন্দর হবে।